সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩

(১৯১৩ সনের ৩ নং আইন)

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

প্রথম খণ্ড

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও ব্যাপ্তি

২। [বাতিল]

৩। সংজ্ঞাসমূহ

দ্বিতীয় খণ্ড

সার্টিফিকেট দাখিল, জারি, জারির ফলাফল এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তির শুনানি

৪। সরকারি দাবি আদায়ে কালেক্টরকে দেয় সার্টিফিকেট দাখিল

৫। অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দাখিলের অধিযাচনপত্র

৬। অধিযাচনপত্রের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দাখিল

৭। সার্টিফিকেট দেনাদার বরাবর নোটিশ ও সার্টিফিকেটের অনুলিপি জারি

৮। সার্টিফিকেট নোটিশ জারির ফলাফল

৯। দায় অস্বীকার সংক্রান্ত আবেদন দাখিল

১০। সার্টিফিকেট আপত্তির শুনানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১০ক। কতিপয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা

১১। যিনি সার্টিফিকেট কার্যকর করিতে পারিবেন

তৃতীয় খণ্ড

সার্টিফিকেট কার্যকরকরণ

১২। জারির উদ্দেশ্যে কোনো সার্টিফিকেট অন্য কোনো সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবর প্রেরণ

১৩। কখন সার্টিফিকেট কার্যকর করা যাইবে

১৪। সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার পদ্ধতি

১৫। [বাতিল]

১৬। আদায়যোগ্য সুদ, খরচা এবং চার্জ

ক্রোক

১৭। ক্রোক

১৮। ক্রোকের পরিপন্থি কোনো অর্থ পরিশোধ করা হইলে উহা বাতিল হইবে

নিলাম বিক্রয়

১৯। ডিক্রি ক্রোক

২০। ক্রেতার স্বত্ব

২১। বাদির পক্ষে নিলাম ক্রয়ের কারণে ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে না

নিলাম বিক্রয় রদকরণ

২২। অর্থ জমা প্রদান করিয়া অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় রদের আবেদন

২৩। স্থাবর সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ে, নোটিশ জারি না করা বা অন্য কোনো অনিয়মের কারণে রদের আবেদন

২৪। বিক্রয়স্বার্থ নাই বা সম্পত্তির অস্তিত্ব নাই এইরূপ বিক্রয় রদের আবেদন

২৫। যখন নিলাম চূড়ান্ত হইবে

জারি কার্যকরকরণের মাধ্যমে সম্পদের বিলিবন্দেজ

২৬। সার্টিফিকেট জারি কার্যকরকরণের মাধ্যমে সম্পদের বিলিবন্দেজ

ক্রেতাকে, বিক্রয়োত্তর বাধাদান

২৭। স্থাবর সম্পত্তি দখল গ্রহণে প্রতিহত বা বাধাদানের বিরুদ্ধে ক্রেতার আবেদন

২৮। এইরূপ দরখাস্তের উপর কার্যবিধি

গ্রেফতার, আটক এবং মুক্তিদান

২৯। গ্রেফতার এবং আটক রাখিবার ক্ষমতা

৩০। গ্রেফতার হইতে মুক্তি এবং পুনরায় গ্রেফতার

৩১। কারাগারে আটক রাখা এবং কারাগার হইতে মুক্তি লাভ

৩২। অসুস্থতার কারণে খালাস

৩৩। মহিলা এবং অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার ও আটক রাখা নিষিদ্ধ

চতুর্থ খণ্ড

দেওয়ানি আদালতে মামলা প্রেরণ

৩৪। সার্টিফিকেট খারিজ বা সংশোধনের নিমিত্তে দেওয়ানি আদালতে মামলা

৩৫। দেওয়ানি আদালত কর্তৃক সার্টিফিকেট নাকচ বা সংশোধনের কারণসমূহ

৩৬। নোটিশ জারি না হওয়ার কারণে স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা নিলাম বিক্রয় রদের জন্য মামলা

৩৭। প্রতারণার অভিযোগের ক্ষেত্র ব্যতীত দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের সাধারণ প্রতিবন্ধক

পঞ্চম খণ্ড

বিধিসমূহ

৩৮। দ্বিতীয় তফসিলের বিধিসমূহকে মূল আইনের ধারা হিসাবে স্বীকৃতি

৩৯। পদ্ধতিগত বিধি প্রণয়নে রাজস্ব বোর্ডের ক্ষমতা

৪০। ধারা ৩৯ এর অধীন প্রণীত বিধির প্রকাশনা ও প্রভাব

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পূরক বিধানাবলি

৪১। নাবালক ও মানসিক রোগির ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা

৪২। সার্টিফিকেট কার্যক্রম অব্যাহত রাখা

৪৩। সার্টিফিকেট দেনাদারের মৃত্যুতে গৃহীত কার্যপ্রণালী

৪৪। সার্টিফিকেট বাতিলকরণ

৪৫। খরচা

৪৬। ক্ষতিপূরণ

৪৭। বাসগৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত

৪৮। ১৮৫০ সনের ১৮ নং আইনের প্রয়োগ

৪৯। কতিপয় ক্ষেত্রে বিচারিক অফিসারদের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা

৫০। অফিসারদের উপর নিয়ন্ত্রণ

৫১। আপিল

৫২। নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের দ্বিতীয় আপিল নিষিদ্ধ

৫৩। রিভিশন

৫৪। পুনর্বিচার

৫৪ক। সরকার কর্তৃক ক্ষমতার্পণ

৫৫। অন্যান্য আইনের হেফাজত

৫৬। ১৯০৮ সনের তামাদি আইনের কার্যকারিতা

৫৭। সার্টিফিকেট অফিসার আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন

৫৮। দন্ড

৫৯। মিনিস্টারিয়াল অফিসার কর্তৃক দলিলে স্বাক্ষর

৬০-৬৪। [বাতিল]

তফসিল ১

সরকারি পাওনা

তফসিল-২

বিধিসমূহ

সার্টিফিকেট অধিযাচনপত্র,স্বাক্ষরকরণ ও প্রতিপাদন

বিধি

১। সার্টিফিকেটের জন্য অধিযাচনপত্র স্বাক্ষর ও সত্যতা প্রতিপাদন

নোটিশ জারি

২। জারি পদ্ধতি

৩। সার্টিফিকেট-দেনাদার অথবা তাহার প্রতিনিধির উপর জারি

৪। সার্টিফিকেট দেনাদারের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যের উপর জারি

৫। জারি গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে

৬। সার্টিফিকেট দেনাদার নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বা তাহাকে পাওয়া না গেলে নোটিশ জারির পদ্ধতি

৭। সময় ও জারি পদ্ধতি সম্পর্কে পৃষ্ঠাঙ্কন

৮। জারিকারী কর্মচারীকে পরীক্ষা

৯। ডাকযোগে জারি

ধারা ৯ এর অধীন দায় অস্বীকারমূলক দরখাস্ত (Petition)

১০। দায় অস্বীকারমূলক আবেদন স্বাক্ষর ও সত্যায়ন

১১। অনুরূপ দরখাস্ত বদলি

সার্টিফিকেট জারিকরণ

১২। অন্য জেলায় জারিকরণ

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, ইত্যাদি

১৩। সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন

১৪। ৪০ টাকা পর্যন্ত বা তদূর্ধ্ব মূল্যমানের অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্রোকের পদ্ধতি

১৫। সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলী স্থিত (কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য ব্যতীত) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

১৬। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রোক

১৭। ক্রোকাধীন কৃষিজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কিত বিধান

১৮। দেনা, শেয়ার এবং সার্টিফিকেট দেনাদারের দখল বহির্ভূত অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

১৮ক। সার্টিফিকেট দেনাদারের অধস্তন স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট ধারকের বকেয়া খাজনা আদায় সম্পর্কিত বিধি "গার্নিশি বিধি"

১৮খ। সার্টিফিকেট অফিসার খাজনা পরিশোধে বাধ্য "গার্নিশি" দেনাদারের উপর নোটিশ জারি করিবেন

১৮গ। গার্নিশিকে নোটিশের শর্তাবলি পালনের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার আদেশ দিবেন

১৮ঘ। যেক্ষেত্রে গার্নিশি বিতর্কিত দেনাদার সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার নোটিশ সংশোধন করিবেন

১৮ঙ। বিধি ১৮গ এর অধীন আদেশের ক্ষেত্রে বিধি ৪৩ এর প্রয়োগ

১৮চ। তৃতীয় ব্যক্তির কোনো দাবি থাকিলে সার্টিফিকেট অফিসার উহার বিবরণ প্রদানের আদেশ দান করিবেন

১৮ছ। তৃতীয় ব্যক্তি হাজির না হইলে সার্টিফিকেট অফিসার বিধি ১৮খ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন

১৮জ। বিধি ১৮খ অথবা ১৮গ মোতাবেক পরিশোধ

১৮ঝ। খরচাদি

১৯। অস্থাবর সম্পত্তির অংশ ক্রোক করা

২০। সরকারি কর্মকর্তা বা রেলওয়ে কোম্পানির অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর বেতন বা ভাতা ক্রোক

২১। হস্তান্তরযোগ্য দলিল ক্রোক

২২। আদালত বা সরকারি কর্মকর্তার হেফাজতে থাকা সম্পত্তি ক্রোক

২৩। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক

২৪। সন্তোষজনক উপায়ে অথবা সার্টিফিকেট বাতিলকরণ সাপেক্ষে ক্রোক অপসারণ।

ক্রোককালীন সময়ে গবাদিপশু ও

অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির পরিচালন ও হেফাজত

২৫। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির হেফাজত

২৬। ক্রোককৃত সম্পত্তি আদালতে স্থানান্তর

২৭। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির তালিকা

২৮। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ে দেনাদারের সম্মতি

২৯। আদালতে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির হেফাজত

৩০। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তিতে সার্টিফিকেট ধারক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির দাবি

৩১। ক্রোক প্রত্যাহার

৩২। ক্রোকাধীন গো-সম্পদের খাদ্যদান এবং প্রতিপালন

৩৩। গবাদি পশুর খাদ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত খরচ এবং আদালতে স্থানান্তরের জন্য ব্যয়

৩৪। নিরাপদ হেফাজত এবং যথাযথ খাদ্য সরবরাহে নাজিরের দায়িত্ব

৩৫। সরকারি খোয়াড়ে গবাদি পশুর নিরাপদ হেফাজত

৩৬। গবাদি পশু হেফাজত সংক্রান্ত নাজিরের দায়িত্ব

৩৭। বিভিন্ন বর্ণনার গবাদি পশুর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়ের নির্ধারিত হারের অনুমোদন

৩৮। প্রকৃত আটকের দ্বারা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক পদ্ধতিতে ধার্য ফিস

৩৮ক। হেফাজতের ফেরত

দাবি ও অভিযোগ অনুসন্ধান

৩৯। সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক অনুসন্ধান

৪০। সাক্ষ্য উপস্থাপন করা

৪১। ক্রোক বা বিক্রয়ের আওতা হইতে সম্পত্তির অবমুক্তি

৪২। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির দাবি প্রত্যাখ্যান

৪৩। ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়েরের অধিকার সংরক্ষণ

সাধারণভাবে বিক্রয়

৪৪। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দানের ক্ষমতা

৪৫। বিধি ১৫ এর মর্মানুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তি অথবা অনধিক ৪০ টাকার মূল্যের সম্পত্তি বিক্রয়

৪৬। প্রকাশ্য নিলামের উদ্দেশ্যে বিক্রয় ইশতেহার

৪৭। ইশতেহার কার্যকর করিবার পদ্ধতি

৪৮। বিক্রয়ের সময়

৪৯। সার্টিফিকেট ধারক কর্তৃক সম্পত্তি ক্রয়

৫০। বিক্রয় বন্ধ অথবা মুলতুবি রাখা

৫১। পুনঃবিক্রয়ে লোকসানের জন্য খেলাপী ক্রেতার উত্তরদায়

৫২। নিলাম ডাকে কিংবা খরিদ করিতে অফিসারদের উপর বিধি-নিষেধ

৫৩। খোয়াড়ের ফিস আরোপ

৫৪। সার্টিফিকেটে খরচা ইত্যাদি সংযোজন এবং সার্টিফিকেট অর্থ উহার অধিক ক্রয়মূল্য সার্টিফিকেট ধারক কর্তৃক প্রদান

৫৪ক। ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণের নিমিত্তে সার্টিফিকেট-ধারকের দাবির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট দেনাদার যে সময়ের মধ্যে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন উহার সময়সীমা

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

৫৫। কৃষি উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়

৫৬। বাড়ন্ত ফসল সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা

৫৭। প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয়

৫৮। অনিয়ম বিক্রয় অকার্যকর করে না; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা করিতে পারে

৫৯। অস্থাবর সম্পত্তি, দেনা ও শেয়ার হস্তান্তর

৬০। হস্তান্তরযোগ্য দলিল এবং শেয়ার হস্তান্তর

৬১। অন্য সম্পত্তি অর্পণাদেশ

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

৬২। নিবন্ধিত এবং বিজ্ঞাপিত দায়-দায়িত্ব সাপেক্ষে ধার্য হারের মধ্যস্বত্ব অথবা জোত-জমা নিলাম বিক্রয়

৬৩। যাবতীয় দায় পরিহারের ক্ষমতাসহ নির্দিষ্ট হারের মধ্যস্বত্ব অথবা জোত বিক্রয়

৬৪। যাবতীয় দায় পরিহারের ক্ষমতা সহকারে দখলী জোত-জমা বিক্রয়

৬৫। যে সকল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-ধারক সম্পত্তির সহ-অংশীদার, সেইক্ষেত্রে বিধি ৬২, ৬৩ ও ৬৪ প্রযোজ্য হইবে না

৬৬। সার্টিফিকেটের প্রাপ্য অর্থ বর্ধিত করণার্থে সার্টিফিকেট দেনাদারকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে বিক্রয় মুলতুবিকরণ

৬৭। সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক মধ্যস্বত্ব বা জোত ক্রয় নিষিদ্ধ

৬৮। খরিদ্দার কর্তৃক অর্থ জমাদান এবং অপারগতায় পুনঃবিক্রয়

৬৯। সমুদয় ক্রয়মূল্য পরিশোধের সময়

৭০। অর্থ প্রদানে ব্যর্থতায় পদ্ধতি

৭১। পুনঃবিক্রয়ের পূর্বে নূতন ইশতেহার

৭২। নিলাম ডাকে সহ-অংশীদারের অগ্রাধিকার

৭৩। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ফেরত দান

৭৪। খরিদ্দারকে সার্টিফিকেট প্রদান

৭৫। সার্টিফিকেট দেনাদার দখলস্থিত সম্পত্তির দখল অর্পণ

৭৬। প্রজা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির দখলী সম্পত্তি অর্পণ

গ্রেফতার ও আটক

৭৭। সার্টিফিকেট দেনাদারকে কারাগারে আটক রাখিবার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর অনুমতিদানে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা

৭৮। খোরাকি ভাতা

পরিশিষ্ট

৭৯। সার্টিফিকেট নিবন্ধন বহি

৮০। কিস্তিতে পরিশোধ

৮১। হস্তান্তরিত সার্টিফিকেট জারির আওতায় প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রেরণ

৮২। পরিতুষ্টিতে নথিভুক্তকরণ

৮৩। পরিতুষ্টির বিষয় অন্যান্য ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করা

৮৩ক। সমবায় সমিতির লিকুইডেটরকে অধিযাচন বাবদ প্রাপ্য এডভ্যালুরেম ফি প্রদান হইতে রেহাই দান

৮৩খ। সার্টিফিকেট দায়েরের পূর্বে দুই বা ততোধিক সার্টিফিকেট

৮৪। পরিশিষ্টে উত্থাপিত ফরম

ফরমসমূহ

ফরম নং

১। সরকারি দাবি আদায়ের সার্টিফিকেট

২। সার্টিফিকেটের নিমিত্তে অধিযাচনপত্র

৩। সার্টিফিকেটে দেনাদার বরাবর নোটিশ

৪। দেনাদার অস্বীকারমূলক নোটিশ

৫। নিলাম কেন রদ্ করা হইবে না তৎসংক্রান্ত কারণ দর্শাইবার নোটিশ

৬। হাজির হইয়া সার্টিফিকেট কার্যকরকরণে বাধাদান সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব দানের জন্য সমন

৭। কারাগারে প্রেরণের পরোয়ানা

৮। গ্রেফতারি পরোয়ানা

৯। সার্টিফিকেট দেনাদারকে দেওয়ানি কারাগারে সোপর্দ করিবার আদেশ

১০। সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার লক্ষ্যে কারাগারে আটক ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আদেশ

১১। সার্টিফিকেট দেনাদারের আইনগত প্রতিনিধির প্রতি নোটিশ

১১ক। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা

১১খ। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা

১১গ। জীবিত সার্টিফিকেট দেনাদারদের প্রতি নোটিশ

১২। দেনা সংশ্লিষ্ট সম্পদ যাহা হস্তান্তরযোগ্য দলিল নহে বা সার্টিফিকেট দেনাদারের দখল বহির্ভূত অস্থায়ী সম্পদ এইরূপ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

১৩। ক্রোক কার্যকরকরণ; কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

১৪। ক্রোক কার্যকরকরণ; ক্রোক করা হইবে এইরূপ অস্থাবর সম্পত্তিতে সার্টিফিকেট দেনাদারের পূর্বস্বত্ব বা অধিকার থাকিলে, তাহা যদি অন্য কাহারও দখলে যায় সেইক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

১৫। সরকারি কর্মকর্তা বা রেলওয়ে বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর বেতন ক্রোক করিবার আদেশ

১৬। হস্তান্তরযোগ্য দলিল ক্রোক করিবার আদেশ

১৭। ক্রোকাদেশ; আদালত বা সরকারি কর্মকর্তার জিম্মায় থাকা অর্থ ও সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

১৮। সার্টিফিকেট ধারকের প্রতি নোটিশ

১৯। সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের পরোয়ানা

২০। নিলাম ইশতেহারের শর্ত নির্ধারণের নোটিশ

২১। নিলাম ইশতেহার

২২। নিলাম ইশতেহার প্রকাশার্থে নাজিরের প্রতি আদেশ

২৩। সার্টিফিকেট মামলায় ক্রেতার ব্যর্থতার জন্য পুনঃনিলাম মূল্য কম হইলে সেইক্ষেত্রে প্রত্যয়ন

২৪। সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় সম্পর্কে অস্থাবর সম্পত্তি দখলকারীর প্রতি নোটিশ

২৫। নিলাম কার্যকরকরণে শেয়ার হস্তান্তর না করিবার আদেশ

২৬। নিলামে বিক্রয় ঋণ ক্রেতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা

২৭। সার্টিফিকেট দেনাদারকে সম্পত্তি বন্ধক, ইজারা বা বিক্রয় করিবার কর্তৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত সনদ

২৮। নিলামে সম্পত্তি বিক্রয়ের সনদ

২৯। নিলাম ক্রয়কারীকে ভূমি দখলদানের আদেশ

৩০। কেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নোটিশ

———————

সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩

(১৯১৩ সনের ৩ নং আইন)

[৩০ এপ্রিল, ১৯১৩]

বাংলাদেশের সরকারি দাবি আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত আইন একীভূতকরণ ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।♣

যেহেতু বাংলাদেশে সরকারি দাবি আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের একীভূতকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

[১][* * *]

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম খণ্ড

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও ব্যাপ্তি।- (১) এই আইন [২][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। [বাতিল]।- এই ধারা বেঙ্গল রহিতকরণ এবং সংশোধন আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৯ সনের ১ নং আইন) দ্বারা বাতিল হইয়াছে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "সার্টিফিকেট দেনাদার" বলিতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহাকে এই আইনের অধীন নথিভুক্ত কোনো সার্টিফিকেটে দেনাদার হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক যাহার নাম দেনাদার হিসাবে প্রতিস্থাপিত বা সংযোজিত হইয়াছে এমন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "সার্টিফিকেট ধারক" বলিতে সরকার বা এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার অনুকূলে এই আইনের অধীন কোনো সার্টিফিকেট দাখিল করা হইয়াছে, এবং সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক যাহার নাম পাওনাদার হিসাবে প্রতিস্থাপিত বা সংযোজিত হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

♣ ভিন্নরূপ কিছু বলা না থাকিলে, এই আইনের সর্বত্র, "ইস্ট পাকিস্তান", "প্রভিনশিয়াল গভার্নমেন্ট" বা "সেন্ট্রাল গভার্নমেন্ট অর দ্যা প্রভিনশিয়াল গভার্নমেন্ট" এবং "রুপি" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে যথাক্রমে "বাংলাদেশ", "সরকার" ও "টাকা" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

১ প্রস্তাবনার ২য় অনুচ্ছেদটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) "সার্টিফিকেট অফিসার" বলিতে কোনো কালেক্টর, কোনো [১][উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোনো উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট,] এবং এই আইনের অধীন সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে [২][কমিশনারের অনুমতিক্রমে] কালেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত কোনো অফিসারকে বুঝাইবে;

(৪) "অস্থাবর সম্পত্তি" অর্থে বাড়ন্ত ফসল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) "সরকারি দাবি" বলিতে এই আইনের ১ নং তফসিলের অন্তর্ভুক্ত বা উল্লিখিত কোনো বকেয়া অর্থকে বুঝাইবে, এবং এইরূপ সুদও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা, আইনানুগভাবে, উক্ত বকেয়া অর্থের উপর দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত সার্টিফিকেট স্বাক্ষরের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হয়; এবং

(৭) "বিধি" বলিতে দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বা এই আইনের ৩৯ ধারার অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা ফর্মকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সার্টিফিকেট দাখিল, জারি, জারির ফলাফল এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তির শুনানি

৪। সরকারি দাবি আদায়ে কালেক্টরকে দেয় সার্টিফিকেট দাখিল।- কোনো সার্টিফিকেট অফিসার যখন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, কালেক্টরের নিকট প্রদেয় কোনো সরকারি দাবি দেয় হইয়াছে, তখন তিনি দাবি দেয় হইয়াছে উল্লেখ করিয়া, নির্ধারিত ফর্মে, একটি সার্টিফিকেট স্বাক্ষরকরত তাহার নিজ দপ্তরে দাখিল করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দাখিলের অধিযাচনপত্র।- (১) যেক্ষেত্রে কালেক্টর ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তির বরাবর কোনো সরকারি দাবি দেয় হইবে, উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট এই মর্মে নির্ধারিত ফর্মে একটি লিখিত অধিযাচনপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত অধিযাচনপত্র সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২১ নং বেঙ্গল আইন) এর অধীন নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলিয়া বিবেচিত কোনো ভূমি বন্ধক ব্যাংক, বা উক্ত ব্যাংকের কোনো স্বত্বনিয়োগী কর্তৃক প্রেরিত হয়, তাহা হইলে এই আইনের অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না, যদিনা উক্ত অধিযাচনপত্র রেজিস্ট্রার সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হয়।

(২) এইরূপ প্রতিটি অধিযাচনপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত ও পরীক্ষিত হইবে, এবং, নির্ধারিত ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে, এইরূপ ফি ধার্য হইবে যাহা দেয় হইয়াছে এইরূপ অধিযাচনপত্রে উল্লিখিত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে আনীত মোকদ্দমায়, কোর্ট-ফিস আইন, ১৮৭০ অনুসারে প্রদেয় হয়।

৬। অধিযাচনপত্রের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দাখিল।- সার্টিফিকেট দাখিলের নিমিত্তে কোনো অধিযাচনপত্র প্রাপ্তির পর, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দাবিটি আদায়যোগ্য এবং মোকদ্দমার মাধ্যমে উক্ত দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা নাই, তাহা হইলে তিনি দাবিটি পাওনা হইয়াছে এই মর্মে, নির্ধারিত ফর্মে, একটি সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করিবেন, এবং এই আইনের ৫(২) ধারা অনুসারে কোনো ফি প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহাও এই সার্টিফিকেটে উল্লিখিত দায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, এবং অতঃপর স্বীয় দপ্তরে সার্টিফিকেটটি দাখিল করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

---

[১] "উপজেলা নির্বাহী অফিসার, একজন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দ ও কমাগুলি *সরকারি দাবি আদায় (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭* (১৯৮৭ সনের ৩৫ নং আইন) এর ধারা ২ বলে "সাব-ডিভিশনাল অফিসার" শব্দ ও কমা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

[২] ", কমিশনারের অনুমোদনক্রমে" শব্দ ও কমা বাংলাদেশ আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিলবলে সংযোজিত হইয়াছে।

৭। সার্টিফিকেট দেনাদার বরাবর নোটিশ ও সার্টিফিকেটের অনুলিপি জারি।- এই আইনের ধারা ৪ ও ৬ এর অধীন, একজন সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে কোনো সার্টিফিকেট দাখিল করা হইলে, তিনি সার্টিফিকেট দেনাদারের বরাবর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত ফর্মে, সার্টিফিকেটের অনুলিপিসহ একটি নোটিশ জারি করিবেন।

৮। সার্টিফিকেট নোটিশ জারির ফলাফল।- এই আইনের ধারা ৭ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারের বরাবর নোটিশ জারির সময় হইতে তৎপরবর্তী সময়ে,-

(ক) সার্টিফিকেটটি যে জেলায় দাখিল করা হইয়াছে সেই জেলায় অবস্থিত সার্টিফিকেট দেনাদারের যেকোনো স্থাবর সম্পত্তির বা উক্ত সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো স্বার্থের ব্যক্তিগত হস্তান্তর বা দখল-অর্পণ, উক্তরূপ সার্টিফিকেট জারির দ্বারা বলবৎযোগ্য যেকোনো দাবির বিরুদ্ধে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) দাখিলকৃত সার্টিফিকেটের বিপরীতে সময়ে সময়ে প্রদেয় অর্থ, যেকোনো স্থানে অবস্থিত সার্টিফিকেট দেনাদারের স্থাবর সম্পত্তিসমূহের উপর একটি ধার্য্যকৃত পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং উপরিউক্ত নোটিশ জারির পরবর্তীকালে সৃষ্ট অন্য প্রতিটি ধার্য্যকৃত পাওনা মুলতুবি রাখিতে হইবে।

৯। দায় অস্বীকার সংক্রান্ত আবেদন দাখিল।- (১) একজন সার্টিফিকেট দেনাদার, এই আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী নোটিশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা, নোটিশ যথাবিহীতভাবে জারি হয় নাই এইরূপ ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট জারি কার্যকর করিবার নিমিত্তে যেকোনো প্রক্রিয়া শুরুর ত্রিশ দিনের মধ্যে, যে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে সার্টিফিকেটটি দায়ের করা হইয়াছে তাহার নিকট অথবা, যে সার্টিফিকেট অফিসার সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটটির জারি কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছেন তাহার নিকট, নির্ধারিত ফর্মে, যথাবিহিত স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক ও যাচাই করাইয়া, সার্টিফিকেট দেনা, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, অস্বীকার করিয়া দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) যে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে মূল সার্টিফিকেটটি দাখিল করা হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অপর কোনো সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট দায় অস্বীকার সংক্রান্ত দরখাস্ত পেশ করা হইলে, উক্ত দরখাস্ত নিষ্পত্তির জন্য শেষোক্ত সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। সার্টিফিকেট আপত্তির শুনানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।- মূল সার্টিফিকেটটি যে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে দাখিল করা হইয়াছে, তিনিই উক্ত আবেদনের শুনানি গ্রহণ করিবেন, প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন, এবং যে পরিমাণ অর্থ আদায়ের উদ্দ্যেশ্যে সার্টিফিকেটটি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের জন্য সার্টিফিকেট দেনাদার দায়ী কিনা তদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন; এবং তদুনাযায়ী তিনি সার্টিফিকেটটি নাকচ, সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সার্টিফিকেট অফিসার স্বয়ং যদি কালেক্টর না হন, এবং তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দরখাস্তের মাধ্যমে কোনো সম্পত্তির উপর যথার্থ দাবি উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি দরখাস্তটি নিষ্পত্তির বিষয়ে আদেশ প্রদানের জন্য কালেক্টর বরাবর প্রেরণ করিবেন; এবং কালেক্টর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সম্পত্তির উপর উত্থাপিত দাবি যথার্থ, তাহা হইলে তিনি উক্ত সার্টিফিকেটটি নাকচের আদেশ দিবেন।

[১][**১০ক। কতিপয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা।-** (১) এই আইনের ধারা ৭ এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ধারা ৪ অথবা ধারা ৬ এর অধীন [২][বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭৩, বা বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা অর্ডার, ১৯৭৩] বা সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ অথবা [৩][শুল্ক আইন, ১৯৭৯]

---

১ ১০(ক) নং ধারাটি বেঙ্গল পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারি (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং ৩৫) বলে সংযোজিত হইয়াছে।

২ "হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৬১ অথবা দি এ্যাগরিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১" শব্দ ও কমাগুলো বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩ অথবা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩" শব্দ ও কমাগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩ "কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬১" শব্দ, কমা ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "সী কাস্টমস্ এ্যাক্ট" শব্দ, কমা ও সংখ্যাগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

এর অধীন বা [১][সরকার] কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ঋণ আদায় করিবার জন্য [২][বা ১ নং তফসিলের ১৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যেকোনো অর্থ আদায় করিবার জন্য] কোনো সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে সার্টিফিকেট দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার, সার্টিফিকেট দেনাদারের বরাবর ধারা ৭ এ নির্দেশিত নোটিশ জারির পরিবর্তে, প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ নিবন্ধিত ডাকযোগে উক্ত দেনাদারের বরাবর একটি দাবি নোটিশ জারি করিবেন এবং উহাতে উক্ত নোটিশ জারির ৩০ দিনের মধ্যে সকল দেনা উক্ত সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারের বরাবর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দাবি নোটিশ জারির সময় এবং তৎপরবর্তীতে, এই আইনের ধারা ৮ এর অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) এর শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত কোনো পাওনা বা ঋণের টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে ধারা ৯ বা ১০ এর শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না; এবং সার্টিফিকেট দেনাদার উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ঋণের টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার এই আইনের বিধান অনুসারে সার্টিফিকেটটি জারিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

তৃতীয় খন্ড

সার্টিফিকেট কার্যকরকরণ

১১। যিনি সার্টিফিকেট কার্যকর করিতে পারিবেন।- ধারা ৪ বা ৬ অনুযায়ী দায়েরকৃত কোনো সার্টিফিকেট নিম্নোক্তরূপে কার্যকর করা যাইতে পারে-

(ক) মূল সার্টিফিকেটটি যে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে দাখিল করা হইয়াছে তাহার দ্বারা; অথবা

(খ) কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে, ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে, যে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট কোনো সার্টিফিকেটের কপি বা প্রতিলিপি প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা।

১২। জারির উদ্দেশ্যে কোনো সার্টিফিকেট অন্য কোনো সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবর প্রেরণ।- (১) কোনো সার্টিফিকেট যে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে দাখিল করা হইয়াছে তিনি, জারি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, অন্য কোনো সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট উহার একটি অনুলিপি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপরে উল্লিখিত কোনো অফিসারের বরাবর সার্টিফিকেটের অনুলিপি প্রেরণ করা হইলে, তিনি তাহা স্বীয় দপ্তরে দাখিলের ব্যবস্থা করিবেন, এবং অতঃপর সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে দাখিলকৃত সার্টিফিকেটগুলির ক্ষেত্রে, এই আইনের ধারা ৮ এর বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অনুলিপি মূল সার্টিফিকেটই ছিল:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিষয়ে ধারা ৭ অনুসারে আর কোনো দ্বিতীয় নোটিশ বা অনুলিপি জারি করিবার প্রয়োজন হইবে না।

১৩। কখন সার্টিফিকেট কার্যকর করা যাইবে।- ধারা ৭ অনুসারে নোটিশ জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, অথবা, ধারা ৯ এর অধীন যথাযথভাবে কোনো দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, উক্ত দরখাস্তের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটটি কার্যকর করিবার নিমিত্তে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরে সার্টিফিকেটটি নথিভুক্ত হইয়াছে, তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সার্টিফিকেট দেনাদার তাহার, দেওয়ানি আদালত কর্তৃক ডিক্রি কার্যকরকরণে দায়বদ্ধ হইবে, এইরূপ কোনো অস্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা অংশিকভাবে গোপন করিতে, সরাইয়া ফেলিতে বা বিলি-বন্দোবস্ত করিতে পারেন, এবং

---

[১] "সরকার" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "সেন্ট্রাল অর প্রভিনশিয়াল গভর্নমেন্ট" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

[২] "অথবা তফসিল ১ এর অনুচ্ছেদ ১৫তে উল্লিখিত অন্য যে কোনো অর্থ আদায়ের নিমিত্তে" শব্দ ও সংখ্যাগুলো বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে সংযোজিত হইয়াছে।

ফলশ্রুতিতে সার্টিফিকেটের পাওনা অর্থ আদায় বিলম্বিত বা বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি যেকোনো সময়, লিখিতভাবে কারণ নথিবদ্ধ করিয়া, উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ক্রোকের নির্দেশ জারি করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট দেনাদার, যাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে, সার্টিফিকেট অফিসারের সন্তুষ্টিক্রমে উপযুক্ত জামিন দাখিলে সমর্থ হইলে, সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক জামিন মঞ্জুরের তারিখ হইতে উক্ত ক্রোকাদেশ বাতিল হইবে।

১৪। সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার পদ্ধতি।- একজন সার্টিফিকেট আফিসার নিম্নোক্তরূপে কোনো সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার আদেশ দিতে পারেন, যথা:-

(ক) সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে, বা বিক্রয়ের মাধ্যমে (পূর্বে ক্রোক না করিয়া); বা

(খ) ডিক্রিজারির মাধ্যমে; বা

(গ) সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতার করিয়া এবং দেওয়ানি আদালতে আটকের মাধ্যমে; বা

(ঘ) উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ (ক), (খ) ও (গ) তে বর্ণিত যেকোনো দুইটি বা সকল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে।

(ঘ) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা- সার্টিফিকেট অফিসার, ইচ্ছা করিলে, একই সময়ে সার্টিফিকেট দেনাদারের শরীর ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে জারি কার্যক্রম প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

১৫। [বাতিল]।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বাতিল ঘোষিত।]

১৬। আদায়যোগ্য সুদ, খরচা এবং চার্জ।- এই আইনের অধীন দাখিলকৃত প্রতিটি সার্টিফিকেটের বিপরীতে, আদায়যোগ্য হইবে-

(ক) সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট সরকারি দাবির উপর আরোপিত সুদ, ঐরূপ হারে যাহা, আইনের দ্বারা, সার্টিফিকেট স্বাক্ষরিত হইবার তারিখে সরকারি দাবির উপর আরোপযোগ্য অথবা বার্ষিক শতকরা ৬.২৫ শতাংশ, দুইটির মধ্যে যাহা বেশি, হারে সার্টিফিকেট স্বাক্ষরিত হইবার তারিখ হইতে পাওনা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য হইবে;

(খ) ধারা ৪৫ এর অধীন পরিশোধের জন্য নির্দেশিত হইয়াছে এইরূপ খরচ; এবং

(গ) নিম্নলিখিত খাতে উদ্ভূত সকল খরচ ও দায়সমূহ-

(অ) ধারা ৭ এর অধীন এবং সমন আকারে এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান;

(আ) দাবি আদায়ে গৃহীত অন্যান্য সকল কার্যক্রম।

ক্রোক

১৭। ক্রোক।- দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ৬০ অনুসারে দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিক্রি কার্যকর করিবার জন্য ক্রোক এবং বিক্রয়ের উদ্দ্যেশ্যে দায়বদ্ধ সম্পত্তি এই আইনের অধীন জারিকৃত কোনো সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার নিমিত্তে ক্রোক বা বিক্রয় করা যাইবে।

১৮। ক্রোকের পরিপন্থি কোনো অর্থ পরিশোধ করা হইলে উহা বাতিল হইবে।- সার্টিফিকেট জারি কার্যকর করিবার প্রক্রিয়ায় কোনো সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, উক্ত ক্রোকের পরিপন্থি, সার্টিফিকেট দেনাদারকে প্রদত্ত যেকোনো দেনা, লভ্যাংশ বা অন্য কোনো অর্থ, উক্ত ক্রোকের আওতায় বলবৎযোগ্য সকল প্রকার পাওনার বিরুদ্ধে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

নিলাম বিক্রয়

১৯। ডিক্রি ক্রোক।- (১) অর্থ পরিশোধ অথবা বন্ধকী ঋণ বা পাওনা আদায়ে সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে, উক্ত দেওয়ানি আদালতকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ডিক্রিটির জারি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জানানো হইবে যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না-

(ক) সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক উক্ত নোটিশ নাকচ হয়; অথবা

(খ) সার্টিফিকেট ধারক বা সার্টিফিকেট দেনাদার ডিক্রি জারি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করেন।

(২) যেক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত (১) উপধারার (খ) অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত শ্রেণির কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক বা সার্টিফিকেট দেনাদারের দরখাস্তের উপর এবং দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী ক্রোককৃত ডিক্রিটি জারির জন্য অগ্রসর হইবেন এবং সার্টিফিকেটে উল্লিখিত সকল প্রকার পাওনা আদায়ের জন্য সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিবেন।

(৩) সার্টিফিকেট ধারক ক্রোককৃত ডিক্রি ধারকের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ক্রোককৃত ডিক্রিটি তাহার ধারকের পক্ষে যেকোনো আইনসঙ্গত উপায়ে আদায়ের অধিকারী হইবেন।

২০। ক্রেতার স্বত্ব।- (১) সার্টিফিকেট জারির প্রক্রিয়ায় কোনো সম্পত্তি বিক্রয় হইলে, বিক্রয়ের সময় সম্পূর্ণ সম্পত্তির উল্লেখ থাকিলেও, ক্রেতার উপর কেবলমাত্র সার্টিফিকেট দেনাদারের অধিকার, স্বার্থ এবং স্বত্বটুকু বর্তাইবে।

(২) সার্টিফিকেট জারির প্রক্রিয়ায় কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে, এবং উক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হইলে, ক্রেতার স্বার্থ, স্বত্ব ও অধিকার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় হইতেই তাহার উপর বর্তাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইবে, এবং যখন বিক্রয় চূড়ান্ত হয় তখন হইতে নহে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা আপাতত বলবৎ আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, [১][***] কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ এর অধীন পাওনা হইয়াছে এইরূপ কোনো বকেয়া খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে বা কোনো পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে যেক্ষেত্রে কোনো রায়তী স্বত্ব অথবা জোত-জমা সার্টিফিকেট জারি কার্যক্রমের দ্বারা বিক্রয় হয়, সেইক্ষেত্রে [২][***] জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৯০ এর বিধান অনুযায়ী, আইনের উক্ত ধারা কার্যকর রহিয়াছে এইরূপ স্থানে, আপতিত দায় নাকচ করিবার ক্ষমতাসহ উক্ত রায়তী স্বত্ব অথবা জোত-জমা ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থকে যে-

(ক) বকেয়া পাওনা হইবার কমপক্ষে তিনমাস পূর্বে নিবন্ধিত কোনো দলিলের প্রতিলিপি সরকারের উপর জারি করা হইয়াছে অনুরূপ দলিল দ্বারা সৃষ্ট কোনো দায় বা নির্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না; এবং

(খ) কোনো নাকচের ক্ষমতা কেবল নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৪) এ আইনের অন্যত্র যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, বকেয়া খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে বা [৩][* * *] কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ এর অধীন বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ায় প্রজাস্বত্ব বা জমিজমার

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "ইস্ট বেঙ্গল" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

কোনোরূপ বিক্রয়ই [১][বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডার, ১৯৭৩] এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের বা [২][বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭৩] এর অধীন গঠিত [৩][বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক] এর বা [৪][* * *] সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ এর অধীন গঠিত কোনো সমবায় সমিতির এইরূপ কোনো স্বত্ব বা স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না যাহা উপ-ধারা (৩) এর (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি বিজ্ঞাপিত ও নিবন্ধিত পাওনা, যদি না, ক্রোক আদেশ বা বিক্রয় ঘোষণা ইস্যুর সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার এইরূপ আদেশ এবং ঘোষণার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বা [৫][বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক] বা সমবায় সমিতি বরাবর নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাইয়া দেন।

(৫) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক একজন শরিক হিসাবে মালিক হইয়াছেন এবং সার্টিফিকেটটি শুধু তাহার নিজস্ব অংশের খাজনার জন্য, সেইক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (৩) এর শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

২১। বাদির পক্ষে নিলাম ক্রয়ের কারণে ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে না।- (১) নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সার্টিফিকেট অফিসার দ্বারা প্রত্যায়িত হইলে শুধুমাত্র বাদির পক্ষে বা যাহার মাধ্যমে বাদি দাবি করে এইরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে ক্রয় করা হইয়াছিল - এই অজুহাতে উক্ত শ্রেণির ক্রয়ের আওতায় স্বত্ব দাবিকারী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধেই কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(২) এই ধারায় স্বত্ব প্রচারের ডিক্রি লাভের জন্য মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, কোনো কিছুই বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদি তাহা এই মর্মে হয় যে, উল্লিখিতভাবে প্রত্যায়িত কোনো ক্রেতার নাম সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের মধ্যে প্রতারণামূলকভাবে বা আসল ক্রেতার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত বা নির্দিষ্ট সম্পত্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অধিকারে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল যদিও প্রত্যায়িত ক্রেতার নিকট সম্পত্তিটি বিক্রয় সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া দেখানো হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, প্রকৃত মালিকের রিরুদ্ধে এই শ্রেণির তৃতীয় ব্যক্তির কোনো দাবি পরিশোধের বিষয়ে দায়গ্রস্ত ছিল।

নিলাম বিক্রয় রদকরণ

২২। অর্থ জমা প্রদান করিয়া অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিক্রয় রদের আবেদন।- (১) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জারির প্রক্রিয়ায় কোনো অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হয়, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার বা উক্ত বিক্রিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এইরূপ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিক্রয়ের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যেকোনো সময় সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট বিক্রয়টি রদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং উহার সহিত টাকা জমা দিতে হইবে এই মর্মে যে-

(ক) অনুরূপ টাকা বিক্রয় ঘোষণায় নির্দিষ্ট অর্থ যাহা আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ধারককে প্রদান করিতে হইবে এবং তৎসহ বিক্রয় ঘোষণার তারিখ হইতে টাকা জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত হিসাব করিয়া শতকরা বার্ষিক ৬১/৪ টাকা হার সুদে উক্ত টাকা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) জরিমানা হিসাবে ক্রয়মূল্যের শতকরা ৫% অর্থের সমপরিমাণ টাকা ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু এক টাকার কম নয়; এবং

---

১ "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩" শব্দ, কমা, ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৫২" শব্দ, কমা, ও সংখ্যাগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২ "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "এ্যগরিকালচারাল ডেভলাপমেন্ট ব্যাংক অব্ পাকিস্তান" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩ "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ বলে "এগ্রিকালচারাল ডেভলাপমেন্ট ব্যাংক অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৪ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৫ "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭৩" শব্দ, কমা, ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৫২" শব্দ, কমা, ও সংখ্যাগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(গ) কালেক্টর কর্তৃক প্রত্যায়িত হয় যে, সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক প্রদেয় টাকা প্রদান করা হইয়াছে, বলবৎ রহিয়াছে এইরূপ যেকোনো আইনে সরকারের বকেয়ারূপে প্রাপ্য পাওনা, যাহা কালেক্টরকে প্রদান করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় রদ করার জন্য কোনো ব্যক্তি ২৩ ধারায় আবেদন করেন, সেইক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি তাহার উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাহার করিয়া না নেন, ততক্ষণ এই ধারা অনুযায়ী সেই ব্যক্তি কোনো আবেদন করিতে পারিবেন না।

২৩। স্থাবর সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ে, নোটিশ জারি না করা বা অন্য কোনো অনিয়মের কারণে রদের আবেদন।- (১) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ায় কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক, সার্টিফিকেট দেনাদার, অথবা উক্ত বিক্রয়ের কারণে স্বার্থক্ষুণ্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি, সম্পত্তি বিক্রয়ের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে যেকোনো সময়, ধারা ৭ এর নোটিশ জারি হয় নাই অথবা সার্টিফিকেট কার্যক্রমে বা উক্ত বিক্রয় সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে বা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর কোনো অনিয়মের কারণে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট বিক্রয় রদের আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) এইরূপ কোনো কারণে বিক্রয় রদ হইবে না যদিনা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশ জারি না হইবার কারণে বা অনিয়মের কারণে, দরখাস্তকারী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; এবং

(খ) সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক এই ধারার অধীন দাখিলকৃত কোনো দরখাস্ত অনুমোদিত হইবে না, যদিনা দরখাস্তকারী সার্টিফিকেট কার্যকরকরণ প্রক্রিয়ায় তাহার নিকট হইতে আদায়যোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ জমা দেয় বা সার্টিফিকেট অফিসারকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, আবেদনকারী উক্ত অর্থ প্রদানে দায়ী নহেন।

(২) এই ধারার উপ-ধারা (১) এ যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, বিক্রয়ের তারিখ হইতে ষাট দিন অতিবাহিত হইবার পর দাখিল করা হইয়াছে এইরূপ দরখাস্ত সার্টিফিকেট অফিসার গ্রহণ করিতে পারেন যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এইরূপ আবেদন পেশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

২৪। বিক্রয়স্বার্থ নাই বা সম্পত্তির অস্তিত্ব নাই এমন বিক্রয় রদের আবেদন।- সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ায় স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ে অংশগ্রহণকারী ক্রেতা বিক্রয়ের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে যেকোনো সময়ে উক্ত বিক্রয় রদ করিবার জন্য এই মর্মে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যে, সার্টিফিকেট দেনাদারের বিক্রীত সম্পত্তিতে কোনো বিক্রয়যোগ্য স্বার্থ ছিল না বা বিক্রয়ের তারিখে উক্ত সম্পত্তির কোনো অস্তিত্বও ছিল না।

২৫। যখন নিলাম চূড়ান্ত হইবে।- (১) এই আইনের ধারা ২২, ২৩ বা ২৪ এর বিধান অনুসারে কোনো আবেদন পেশ করা হয় নাই, অথবা অনুরূপ আবেদন পেশ করিবার পর নামঞ্জুর হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়াছে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং অনুরূপ নির্দেশে বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে।

(২) এইরূপ আবেদন পেশ করিবার পর যখন তাহা মঞ্জুর হয়, এবং যখন, ধারা ২২ এর অধীন পেশকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে, বিক্রয়ের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত ধারার চাহিদা মোতাবেক দেয় অর্থ জমা করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিক্রয়টি রদ করিবার জন্য সার্টিফিকেট অফিসার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিক্রয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন এইরূপ সকল ব্যক্তির উপর উক্ত আবেদনের কপি জারি না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইবে না।

জারি কার্যকরকরণের মাধ্যমে সম্পদের বিলিবন্দেজ

২৬। সার্টিফিকেট জারি কার্যকরকরণের মাধ্যমে সম্পদের বিলিবন্দেজ।- (১) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ায় বিক্রয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রকারে, সম্পদ অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে উহার বিলিবন্দেজ নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সার্টিফিকেট ধারককে তাহার ব্যয়িত অর্থ প্রথমেই প্রদান করা;

(খ) পরবর্তীতে, যে সার্টিফিকেটটি কার্যকর করিবার ফলশ্রুতিতে সম্পদ অর্জিত হইয়াছে উহার ধারককে তাহার সার্টিফিকেট পাওনা পরিশোধ করা;

(গ) অনুরূপ অর্থ প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, উহা হইতে বর্তমান আইন দ্বারা নির্ধারিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় অন্যকোনো অর্থ আদায়যোগ্য হইলে উহা সার্টিফিকেট ধারককে প্রদান করা; এবং

(ঘ) দফা (গ) তে অংশে উল্লিখিত অর্থ (যদি থাকে) পরিশোধের পর, অবশিষ্টাংশ (যদি থাকে) সার্টিফিকেট-দেনাদারকে প্রদান করা।

(২) যদি সার্টিফিকেট-দেনাদার দফা (গ) তে উল্লিখিত সার্টিফিকেট-ধারকের কোনো দাবির বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত বিরোধ মীমাংসা করিবেন।

ক্রেতাকে, বিক্রয়োত্তর বাধাদান

২৭। স্থাবর সম্পত্তি দখল গ্রহণে প্রতিহত বা বাধাদানের বিরুদ্ধে ক্রেতার আবেদন।- (১) সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ায় ক্রয়কৃত কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতাকে উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণে কেহ প্রতিহত বা বাধাদান করিলে, তিনি সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) অনুরূপ বিষয়ে তদন্তের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন, এবং যে পক্ষের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা হইয়াছে তাহাকে হাজির হইয়া জবাব দেওয়ার জন্য সমন জারি করিবেন।

২৮। এইরূপ দরখাস্তের উপর কার্যবিধি।- (১) যদি কোনো সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো যথাযথ কারণ ছাড়াই সার্টিফিকেট দেনাদার বা তাহার পক্ষে অন্য ব্যক্তি দ্বারা বাধা প্রদান করা হইয়াছে বা প্রতিহত করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীর নিকট সম্পত্তির দখল দেওয়া হউক এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং, অনুরূপ নির্দেশ প্রদানের পরেও যদি আবেদনকারীকে প্রতিহত করা হয় বা দখল গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সার্টিফিকেট অফিসার আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট দেনাদার বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ানি কারাগারে অনধিক ত্রিশ দিন আটক রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) যদি সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, (সার্টিফিকেট দেনাদার ব্যতীত) কোনো ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে তাহার নিজ স্বার্থে বা সার্টিফিকেট দেনাদার ভিন্ন অন্য কাহারও স্বার্থে সম্পত্তির দখলে থাকিতে চাহিতেছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার দরখাস্তটি নামঞ্জুর করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

গ্রেফতার, আটক ও মুক্তিদান

২৯। গ্রেফতার এবং আটক রাখিবার ক্ষমতা।- (১) কোনো সার্টিফিকেট জারি কার্যকর করণের পদ্ধতিতে তাহার দেনাদারের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার গ্রেফতারি পরোয়ানা অথবা দেওয়ানি কারাগারে আটকমূলক কোনো রকম নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না যতক্ষণ না দেনাদারকে তাহার কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানের পর সার্টিফিকেট অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করে এই মর্মে নিশ্চিত হইবেন যে-

(ক) সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ার পথে বাধা সৃষ্টি বা বিলম্ব করার লক্ষ্যে সার্টিফিকেট দেনাদার-

(অ) পালানোর চেষ্টা করিতেছে বা সার্টিফিকেট অফিসারের আওতার বা এলাকার বাহিরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; অথবা

(আ) সার্টিফিকেট অফিসারের কার্যালয়ে সার্টিফিকেটটি দাখিল করিবার পর নির্দিষ্ট সম্পত্তি অসৎ মনোভাব নিয়া হস্তান্তর বা গোপন করিয়াছেন কিংবা তাহার অংশবিশেষ অপসারিত করিয়াছেন; অথবা

(খ) সার্টিফিকেটটি নথিভুক্তির দিন হইতে সার্টিফিকেট দেনাদারের এইরূপ সামর্থ্য ছিল বা রহিয়াছে যে, তিনি যে পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হইয়াছে তাহা অথবা সে পরিমাণ অর্থের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিশোধ করার সঙ্গতি তাহার রহিয়াছে এবং তিনি উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করেন বা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই দফার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সার্টিফিকেট দেনাদারের সঙ্গতি হিসাব করিবার সময়, কোনো আইনের অধীন বা দ্বারা অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের কার্যকারিতা সম্পন্ন কোনো আইন বা প্রথার অধীন সার্টিফিকেট জারিতে ক্রোকাদেশ হইতে রেহাই প্রাপ্ত অর্থ বাদ যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো সার্টিফিকেট দেনাদার জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট হাজির হইবে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-ধারকের আবেদনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেট অফিসার শুনানি গ্রহণ শুরু করিবেন এবং তাহার দেয় সমুদয় ন্যায্য প্রমাণাদির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং অতঃপর কেন তাহাকে দেওয়ানি কারাগারে প্রেরণ করা হইবে না এই মর্মে সার্টিফিকেট দেনাদারকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৩) এই ধারার উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী, সম্পাদিত তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সার্টিফিকেট অফিসার তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, দেনাদারকে সার্টিফিকেট অফিসারের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো কর্মকর্তার হেফাজতে আটক রাখা হউক বা পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনবোধে হাজির হইবে - এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করা হইলে দেনাদারকে নিরাপত্তা জামানত প্রদান সাপেক্ষে, তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন ।

(৪) এই ধারার উপ-ধারা (৩) অনুসারে সম্পাদিত তদন্ত কার্য সম্পন্ন হইলে ধারা ৩১ এর বিধান অনুযায়ী দেওয়ানি কারাগারে দেনাদারকে সোপর্দ করার জন্য সার্টিফিকেট অফিসার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সার্টিফিকেট পাওনা পরিশোধ করিতে সার্টিফিকেট দেনাদারকে সুযোগ দানের লক্ষ্যে আটকাদেশ প্রদানের পূর্বে সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট দেনাদারকে ১৫ দিনের নির্দিষ্ট মেয়াদে তাহাকে গ্রেফতারকারী অফিসার বা অপর কোনো অফিসারের হেফাজতে রাখিবেন বা তাহাকে খালাস প্রদান করিতে পারিবেন; যদি সার্টিফিকেট দেনাদার নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পর হাজির হইবে বলিয়া সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট পূর্বেই জামানত প্রদান করিয়া থাকেন।

৩০। গ্রেফতার হইতে মুক্তি এবং পুনরায় গ্রেফতার।- (১) সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার প্রক্রিয়ায় গ্রেফতার হওয়া কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারকে কালেক্টর মুক্তির আদেশ দিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সার্টিফিকেট দেনাদার তাহার সমুদয় সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা সার্টিফিকেট অফিসারের কর্তৃত্বাধীনে জমা করিয়াছেন এবং এইক্ষেত্রে তাহার কোনো প্রকার অসৎ মনোভাব ছিল না।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক প্রকাশিত সম্পদ বিবরণীটি অসত্য, এইরূপ ধারণা সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট ভিত্তিহীন মনে না হইলে তিনি সার্টিফিকেট জারি কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সার্টিফিকেট দেনাদারকে পুনঃগ্রেফতার করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন, তবে এইক্ষেত্রে দেওয়ানি কারাগারে আটকের সর্বমোট মেয়াদ ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর অনুমোদিত মেয়াদের বেশি হইবে না।

৩১। কারাগারে আটক রাখা এবং কারাগার হইতে মুক্তি লাভ।- (১) সার্টিফিকেট জারি কার্যকর করিবার জন্য দেওয়ানি কারাগারে আটককৃত কোনো ব্যক্তিকে এইরূপে আটক রাখা যাইবে-

(ক) ছয় মাসের জন্য- যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দাবির পরিমাণ ৫০ টাকার বেশি; এবং

(খ) ৬ সপ্তাহের জন্য- অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে-

(অ) যদি তাহার আটক পরোয়ানায় বর্ণিত টাকা দেওয়ানি কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করা হয়; অথবা

(আ) যদি সার্টিফিকেট দেনা অন্য কোনোভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়, বা সার্টিফিকেটটি বাতিল করা হয়; অথবা

(ই) যে ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটটি দাখিল করা হইয়াছিল তাহার বা কালেক্টরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে; অথবা

(ঈ) যে ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে সার্টিফিকেটটি দাখিল করা হইয়াছিল তিনি সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত জীবনযাপনের ভাতা প্রদানে বিরত থাকিলে:

আরও শর্ত থাকে যে, সার্টিফিকেট অফিসারের আদেশ ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তিকে (ই) ও (ঈ) অনুচ্ছেদের অধীন আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া যাইবে না।

(২) কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারকে এই ধারার অধীন আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হইলে, কেবলমাত্র উক্ত মুক্তির কারণে, তাহাকে দেনা পরিশোধের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না; তবে, কোনো সার্টিফিকেট জারি প্রক্রিয়ায় একজন দেনাদারকে একবার দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখা হইলে এইজন্য তাহাকে পুনঃগ্রেফতার করা যাইবে না।

৩২। অসুস্থতার কারণে খালাস।- (১) কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিবার পর যেকোনো সময়ে, একজন সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত দেনাদারের গুরুতর অসুস্থতার কারণে গ্রেফতারি পরোয়ানাটি বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতার করা হইলে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবেন যদি, উক্ত সার্টিফিকেট অফিসারের বিবেচনায়, সার্টিফিকেট দেনাদার এইরূপ সুস্থ নহেন যে, তাহাকে দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখিয়া শাস্তি দেওয়া যাইবে।

(৩) কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারকে দেওয়ানি কারাগারে প্রেরণ করা হইলে, তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে-

(ক) কোনো ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধির কারণে, কালেক্টর কর্তৃক; বা

(খ) কোনোরূপ মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগিলে, সার্টিফিকেট অফিসার বা কালেক্টর কর্তৃক।

(৪) এই ধারায় মুক্তিলাভকারী সার্টিফিকেট দেনাদারকে পুনরায় গ্রেফতার করা যাইতে পারে, কিন্তু দেওয়ানি কারাগারে তাহার অবসহানের সময়সীমা সর্বসাকুল্যে ধারা ৩১ এর (১) উপ-ধারা (১) এ অনুমোদিত সময়সীমার বেশি হইবে না।

৩৩। মহিলা এবং অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার ও আটক রাখা নিষিদ্ধ।- এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো সার্টিফিকেট অফিসার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার বা দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখিবার আদেশ দিবেন না-

(ক) কোনো মহিলা; অথবা

(খ) কোনো ব্যক্তি যিনি, তাহার বিবেচনায়, একজন নাবালক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি।

চতুর্থ খন্ড

দেওয়ানি আদালতে মামলা প্রেরণ

৩৪। সার্টিফিকেট খারিজ বা সংশোধনের নিমিত্তে দেওয়ানি আদালতে মামলা।- একজন সার্টিফিকেট দেনাদার,

(১) তাহার উপরে ধারা ৭ অনুসারে নোটিশ জারি হইবার তারিখ হইতে; অথবা

(২) এই আইনের ধারা ৯ অনুসারে, দায় অস্বীকারমূলক আবেদন দাখিল করিলে, উক্ত আবেদনের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে; অথবা

(৩) ধারা ১০ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে, ধারা ৫১ অনুসারে আপিল দায়ের করিলে, উক্ত আপিলের রায়ের তারিখ হইতে, ৬ মাসের মধ্যে যেকোনো সময়ে-

সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটটির বাতিল বা সংশোধনী চাহিয়া, এবং ফলশ্রুতিতে উহা পাইবার অধিকারী হন এইরূপ আরও কোনো প্রতিকারের জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো মামলাই আদালত গ্রহণ করিবেন না-

(ক) যাহাই ঘটুক না কেন, যদি সার্টিফিকেট দেনাদার ধারা ৯ অনুসারে, দায় অস্বীকারমূলক আবেদন করিতে, অথবা দায় অস্বীকারমূলক আবেদনে সার্টিফিকেটটি বাতিল বা সংশোধনের দাবি উত্থাপনের কারণ উল্লেখ হইতে বিরত থাকেন, এবং এইরূপ বিচ্যুতির সঙ্গত কারণ ছিল এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন; অথবা

(খ) প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ বা অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত কোনো পাওনা আদায়ের সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট দেনাদার সার্টিফিকেটের দেয় অর্থ সার্টিফিকেট অফিসারকে পরিশোধ না করিলে-

(অ) ধারা ৭ অনুসারে নোটিশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে; অথবা

(আ) ধারা ৯ অনুসারে দায় অস্বীকারমূলক আবেদন করিলে, উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে; অথবা

(ই) এই আইনের ধারা ৫১ এর বিধান অনুযায়ী আপিল করিলে আপিলের রায়ের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে।

৩৫। দেওয়ানি আদালত কর্তৃক সার্টিফিকেট নাকচ বা সংশোধনের কারণসমূহ।- (১) এই আইনের অধীন যথার্থভাবে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত কোনো কারণ ব্যতীত দেওয়ানি আদালত কর্তৃক নাকচ করা হইবে না, যেমন-

(ক) যে সার্টিফিকেটটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বেই প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে বা উক্ত দেনা মওকুফ করা হইয়াছে;

(খ) সার্টিফিকেটে উল্লিখিত অর্থের কোনো অংশ সার্টিফিকেট দেনাদারের নিকট সার্টিফিকেট ধারকের পাওনা ছিল না; অথবা

(গ) যেকোনো আইনে অথবা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো বিধি অনুযায়ী কালেক্টর বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা নির্ধারিত কোনো জরিমানার ক্ষেত্রে অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো খরচ, চার্জ, ক্ষতি, ব্যয়, শুল্ক বা ফিসের ক্ষেত্রে উক্ত কালেক্টর বা সরকারি কর্মকর্তার গৃহীত কার্যধারা কিংবা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধি চাহিদা ব্যবস্থার সহিত মৌলিকভাবে গরমিল হইতেছে এবং অনুরূপ কার্যক্রমের ফলে কিছু ত্রুটি অনিয়ম ও ভুলের কারণে সার্টিফিকেট দেনাদারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হইয়াছে ।

(২) এই আইনের অধীন যথাযথভাবে দাখিলকৃত কোনো সার্টিফিকেট দেওয়ানি আদালত কর্তৃক সংশোধিত হইবে না, যদিনা উক্ত সার্টিফিকেটে নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের মধ্যে যেকোনো একটির অস্তিত্ব থাকে-

(ক) যে কথিত বা অভিযুক্ত ঋণের কোনো অংশ বিশেষ অনাদায়ী ছিল না;

(খ) সার্টিফিকেট দেনাদার তাহার ঋণের কোনো অংশ পরিশোধ করিয়াছে কিন্তু উহার জমা রসিদ পান নাই।

৩৬। নোটিশ জারি না হওয়ার কারণে স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা নিলাম বিক্রয় রদের জন্য মামলা।- ইতঃপূর্বে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, কোনো সার্টিফিকেট জারিতে স্থাবর সম্পত্তির নিলামে বিক্রয় ধারা ৭ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় নোটিশ জারি না হওয়ার কারণে তাহা বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে না; তবে অনুরূপ কারণে এবং অনিয়মের ফলে বাদির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হওয়ায় উক্ত সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার কিংবা তাহা নিলাম বিক্রয় রদের জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মামলা গ্রাহ্য হইবে না যদি-

(ক) যে তারিখে ক্রেতার নিকট সম্পত্তির দখল অর্পণ করা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক সময়ের পর, উক্ত মামলা করা হইয়া থাকে; অথবা

(খ) সার্টিফিকেট কার্যক্রমের সময় সার্টিফিকেট দেনাদার উপস্থিত থাকেন বা উক্ত নিলাম বিক্রয় রদ করিবার জন্য ধারা ২২ বা ধারা ২৩ এর অধীন সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট আবেদন করেন।

৩৭। প্রতারণার অভিযোগের ক্ষেত্র ব্যতীত দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের সাধারণ প্রতিবন্ধক।- এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সার্টিফিকেটধারক এবং সার্টিফিকেট দেনাদার বা তাহাদের প্রতিনিধির মধ্যে এই আইনের অধীন যথাযথভাবে নথিভুক্ত সার্টিফিকেট প্রস্তুত, জারি, তাহার পাওনা মওকুফ বা পূরণ সংক্রান্ত কিংবা এইরূপ সার্টিফিকেট জারিতে অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয় এই আইনের অধীন কোনো আদেশের দ্বারা বহাল রাখা বা রদ করিবার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে মামলার দ্বারা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত নয় বরং অনুরূপ প্রশ্ন যে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট উত্থাপিত হইয়াছে তাহার বা তিনি যে সার্টিফিকেট অফিসার নিযুক্ত করিবেন তাহার আদেশ দ্বারা গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোনো প্রশ্নে প্রতারণার অভিযোগ আনিয়া দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

পঞ্চম খণ্ড

বিধিসমূহ

৩৮। দ্বিতীয় তফসিলের বিধিসমূহকে মূল আইনের ধারা হিসাবে স্বীকৃতি।- দ্বিতীয় তফসিলের বিধিসমূহ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা এই আইনের মূল অংশেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যতক্ষণ না এই খণ্ডের বিধানাবলি দ্বারা উহা পরিবর্তন বা রদ করা হয়।

৩৯। পদ্ধতিগত বিধি প্রণয়নে রাজস্ব বোর্ডের ক্ষমতা।- (১) [১][ভূমি প্রশাসন বোর্ড], ধারা ৫ অনুযায়ী রিকুইজিশন প্রদানকারী ব্যক্তি বা এই আইনের অধীন কর্মরত কালেক্টরগণের ও সার্টিফিকেট অফিসারগণের অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে প্রকাশ করত [২][* * *] বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; এবং এইরূপ বিধির দ্বারা দ্বিতীয় তফসিলের যেকোনো বিধি পরিবর্তন, সংযোজন বা রদ করিতে পারিবেন।

---

১ "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দগুলি আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ) এর তফসিলবলে "গভার্নমেন্ট" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২ "এ্যান্ড উইথ দ্যা প্রিভিয়াস স্যাংশান অব্ দ্যা প্রভিনশিয়াল গভর্নমেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (রহিতকরণ এবং সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর তফসিল অনুসারে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(২) এই বিধিসমূহ বর্তমান আইনের মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না, বরং, মূল অংশের বিধানসমূহের কার্যকারিতা সাপেক্ষে, এবং, বিশেষভাবে, উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ব্যাহত না করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বিষয় বা উহাদের যে কোনোটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে, যেমন-

(ক) ধারা ৫ এর অধীন সম্পাদিত স্বাক্ষর ও অধিযাচনপত্র যাচাই কার্যক্রম;

(খ) সার্টিফিকেট দাখিলের অধিযাচনপত্রসমূহ যে সকল সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট পাঠানো হইবে;

(গ) যে সকল ক্ষেত্রে উক্ত অধিযাচনপত্রের জন্য কোনো ফি ধার্য হইবে না;

(ঘ) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারি, এই আইনের অধীন অন্যান্য নোটিশ কিংবা পরোয়ানা জারি, এবং সে পদ্ধতিতে উক্ত সকল জারি প্রমাণ করা যাইবে;

(ঙ) ধারা ৯ এর অধীন দায় অ-স্বীকারমূলক আবেদনে স্বাক্ষর ও যাচাই;

(চ) এইরূপ আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অন্যান্য অফিসারের নিকট প্রেরণ;

(ছ) এই আইনের ধারা ১৬(গ) অনুযায়ী আদায়যোগ্য অর্থের হার বা মাত্রা;

(জ) ক্রোককৃত গবাদিপশু এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের নিমিত্তে ধার্য্যযোগ্য ফিস, উক্ত সকল গবাদিপশু ও অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়, এবং বিক্রীত অর্থের নিষ্পত্তি;

(ঝ) সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে এইরূপ রেজিস্টার, হিসাব বই ও হিসাব, এবং জনগণের দ্বারা উহা পরিদর্শন;

(ঞ) দ্বিতীয় তফসিলের বিধি ৫৯ অনুযায়ী সংরক্ষিত সার্টিফিকেট সমূহের রেজিস্টার পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত ফিস;

(ট) ধারা ১৬ এর দফা (খ), এবং ধারা ৪৫ এ খরচ ধার্যের মাধ্যমে সার্টিফিকেট সম্পাদনে ব্যায়িত অর্থের আদায়কার্য;

(ঠ) খোয়াড়ে রাখিবার ফি আদায়;

(ড) এই আইনের অধীন ব্যবহারযোগ্য ফরমসমূহ।

৪০। ধারা ৩৯ এর অধীন প্রণয়নকৃত বিধির প্রকাশনা ও প্রভাব।- (১) ধারা ৩৯ এর অধীন প্রণীত ও অনুমোদিত বিধিসমূহ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে, এবং প্রকাশনার তারিখ হইতে বা নির্ধারিত অন্য কোনো তারিখ হইতে এইরূপে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হইবে যেন উহা দ্বিতীয় তফসিলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(২) এই আইনের যেখানেই দ্বিতীয় তফসিলের নির্দেশনা রহিয়াছে এইরূপ সকল ক্ষেত্রই সংশোধিত বিধিমালা দ্বারা দ্বিতীয় তফসিলের বর্তমান অবস্থাকে বুঝাইবে।

ষষ্ঠ খন্ড

সম্পূরক বিধানাবলি

৪১। নাবালক ও মানসিক রোগির ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা।- যখন কোনো সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, সার্টিফিকেট দেনাদার নাবালক বা মানসিক বিকারগ্রস্ত, তিনি অবশ্যই, এই আইনের অধীন যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদারের স্বপক্ষে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

৪২। সার্টিফিকেট কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।- নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো সার্টিফিকেট কার্যক্রমের অবসান ঘটিবে না-

(ক) দাবির সহিত সম্পর্কিত সম্পত্তির উপর কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের জিম্মাদারি বা ব্যবস্থাপনার অবসান ঘটিলে; অথবা

(খ) সার্টিফিকেট-ধারকের মৃত্যু হইলে।

৪৩। সার্টিফিকেট দেনাদারের মৃত্যুতে গৃহীত কার্যপ্রণালী।- সার্টিফিকেট দেনা পূর্ণরূপে পরিশোধিত হইবার পূর্বেই কোনো সার্টিফিকেট-দেনাদার মৃত্যুবরণ করিলে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার, মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি বরাবর নির্ধারিত ফরমে নোটিশ জারি করিয়া; উক্ত আইনগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেটটি কার্যকর করিবার উদ্যোগ নিবেন; এবং এইক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত আইনগত প্রতিনিধিই ছিলেন সার্টিফিকেট-দেনাদার এবং উক্ত নোটিশটিই ছিল ধারা ৭ এর অধীন ইস্যুকৃত নোটিশ:

তবে শর্ত থাকে যে এইরূপ কোনো আইনগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কার্যকর করা হইলে, তিনি কেবল উক্ত পরিমাণে দায়বদ্ধ হইবেন যাহা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ হিসাবে তাহার হস্তগত হইয়াছে এবং যথাবিহিত বিলিবণ্টন করা হয় নাই; এবং, এইরূপ দায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, সার্টিফিকেট কার্যকরকরণে নিয়োজিত সার্টিফিকেট অফিসার, তাহার নিজ উদ্যোগে বা সার্টিফিকেট-ধারকের আবেদনের ভিত্তিতে, উক্ত আইনগত প্রতিনিধিকে এইরূপ হিসাব-নিকাশ দাখিলে বাধ্য করিতে পারেন যাহা উক্ত সার্টিফিকেট অফিসার উপযুক্ত মনে করেন।

৪৪। সার্টিফিকেট বাতিলকরণ।- (১) সার্টিফিকেট-ধারকের অনুরোধক্রমে একজন সার্টিফিকেট অফিসার যেকোনো সার্টিফিকেট নাকচ বা বাতিল করিয়া দিবেন।

(২) সার্টিফিকেট দেনাদারের অকারণ অবহেলার কারণে এই আইনের ধারা ৬ এর অধীন নথিভুক্ত কোনো সার্টিফিকেট একজন সার্টিফিকেট অফিসার বাতিল করিতে পারিবেন।

৪৫। খরচা।- অনুমোদিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন যেকোনো কার্যক্রমের প্রাপ্তি, খরচ বা আনুষঙ্গিক ব্যয় কার্যনির্বাহী অফিসারের ইচ্ছাধীন হইবে, এবং এইরূপ খরচাদি কাহার দ্বারা কি পরিমাণে পরিশোধিত হইবে সেই বিষয়ে নির্দেশনা দানেও উক্ত কার্যনির্বাহী অফিসারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

৪৬। ক্ষতিপূরণ।- সার্টিফিকেট অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ধারা ৫ এর বিধান অনুযায়ী কোনো অধিযাচনপত্র পাঠানো হইয়াছে, তবে তিনি সার্টিফিকেট দেনাদারের বরাবর উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহা তিনি উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন; এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনে উল্লিখিত খরচ আদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সার্টিফিকেট ধারকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৭। বাসগৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত।- (১) এই আইনের অধীন জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকরকরণে, অথবা এই আইনে নির্দেশিত বা অনুমোদিত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের কার্যক্রম কার্যকরকরণে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, সূর্যাস্তের পরে অথবা সূর্যদোয়ের পূর্বে কোনো বাসগৃহে প্রবেশ করিবে না।

(২) কোনো বাসগৃহের সদর দরজা ভাঙিয়া উন্মুক্ত করা যাইবে না যদিনা সার্টিফিকেট দেনাদার উক্ত বাসগৃহের বা তাহার কিছু অংশের দখলদার হন এবং তিনি বা উক্ত বাড়ির অপর কোনো বাসিন্দা বাড়িতে প্রবেশে নিষেধ করেন বা কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন; তবে, এইরূপ পরোয়ানা বা অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি কোনো বাসগৃহে যথাবিহিত প্রবেশাধিকার লাভ করিলে, তিনি যেকোনো কক্ষের দরজা ভাঙিয়া উন্মুক্ত করিতে পারেন এবং প্রবেশ করিতে পারেন, যদি তাহার এইরূপ মনে করিবার কারণ থাকে যে উদ্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তাহার উক্ত কক্ষে প্রবেশ করা আবশ্যক।

(৩) বাসগৃহের কোনো একটি কক্ষের প্রকৃত বাসিন্দা যখন একজন মহিলা হন যিনি, দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে, জনসম্মুখে আসেন না, তাহা হইলে কার্যক্রম সম্পাদনে নিয়োজিত ব্যক্তি তাহাকে স্বেচ্ছায় উক্ত কামরা ত্যাগের নোটিশ দিবেন; এবং তাহাকে স্থান ত্যাগের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় ও সুযোগ দেওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কক্ষটিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন; এবং যদি উহা সম্পত্তি ক্রোকের কার্যক্রম হয়, তবে তিনি একই সময়ে উক্ত সম্পত্তির গোপন-স্থানান্তর প্রতিহত করিবার লক্ষ্যে, এই ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

৪৮। ১৮৫০ সনের ১৮ নং আইনের প্রয়োগ।- প্রত্যেক কালেক্টর, সার্টিফিকেট অফিসার, সহকারী কালেক্টর বা ডেপুটি কালেক্টর, এবং ধারা ৫ এর অধীন অধিযাচনপত্র প্রদানকারী প্রত্যেক সরকারি অফিসার, এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, বিচারিক কর্মকর্তা সুরক্ষা আইন, ১৮৫০ আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বিচারিক কার্যে নিয়োজিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪৯। কতিপয় ক্ষেত্রে বিচারিক অফিসারদের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা।- এই আইনের আওতায় কার্যরত প্রত্যেক কালেক্টর, সার্টিফিকেট অফিসার, ডেপুটি কালেক্টর বা সহকারী কালেক্টরের সাক্ষ্য গ্রহণ, শপথ পরিচালনা, সাক্ষীদের উপস্থিতি কার্যকরকরণ এবং দলিলপত্র পেশে বাধ্যকরণের ক্ষেত্রে, দেওয়ানি আদালতের ন্যায় ক্ষমতাবান হইবেন।

৫০। অফিসারদের উপর নিয়ন্ত্রণ।- সকল সার্টিফিকেট অফিসার (কালেক্টর ব্যতীত), সহকারী কালেক্টর এবং ডেপুটি কালেক্টরগণ, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, কালেক্টরের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন।

৫১। আপিল।- (১) এই আইনের আওতায় প্রদত্ত যেকোনো [১][* * *] আদেশের বিরুদ্ধে-

(ক) যদি আদেশটি কোনো সহকারী কালেক্টর বা ডেপুটি কালেক্টর বা কালেক্টর ব্যতীত অন্য কোনো সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালেক্টরের বরাবর; অথবা

(খ) যদি আদেশটি কালেক্টর স্বয়ং প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে [২][কমিশনার] এর বরাবর আপিল দায়ের করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২২ এর অধীন দেয় আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে না।

(২) মূল আদেশ প্রদান করিবার তারিখ হইতে দফা (ক) এর ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে অথবা দফা (খ) এর ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে অনুরূপ যেকোনো আপিল দায়ের করিতে হইবে।

(৩) [৩][কমিশনার] এর পূর্বানুমতিক্রমে কালেক্টর-

(ক) কোনো এস.ডি.ও কে; বা

(খ) সার্টিফিকেট অফিসারের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ধারা ৩ এর (৩) অনুচ্ছেদের অধীন নিয়োজিত কোনো অফিসারকে উপ-ধারা (১) এর অধীন কালেক্টরের আপিল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে, আদেশ দ্বারা, ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) অনুরূপভাবে কোনো অফিসারকে ক্ষমতা প্রদান করা হইলে, কালেক্টর উপ-ধারা (১) এর অনুচ্ছেদ (ক) তে বর্ণিত কোনো আপিল শুনানি গ্রহণের জন্য স্থানান্তর করিতে পারিবেন, যদিনা যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে তাহা উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে প্রদান করা হইয়া থাকে।

(৫) কোনো বিচারাধীন আপিলের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ স্থগিত রাখা যাইবে, যদি আপিল আদালত সেইরকম নির্দেশনা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যথায় নহে।

---

১ "অরিজিন্যাল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (রহিতকরণ এবং সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর তফসিল অনুসারে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "কমিশনার" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর তফসিলবলে "সিভিল কোর্টস" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩ "কমিশনার" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর তফসিলবলে "সিভিল কোর্টস" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৫২। নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের দ্বিতীয় আপিল নিষিদ্ধ।- কালেক্টর অথবা ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে একবার আপিল দায়ের করা হইলে এবং প্রথম আপিলটি নিষ্পত্তি হইয়া গেলে, পরবর্তীতে একইরূপ বিরোধের বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো আপিল করা যাইবে না।

[১]**[৫৩। রিভিশন।-** (১) এই আইনের অধীন সার্টিফিকেট অফিসার, ডেপুটি কালেক্টর বা সহকারী কালেক্টর কর্তৃক প্রদানকৃত যেকোনো আদেশ বা নির্দেশ কালেক্টর পরিমার্জন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কোনো কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো আদেশ বা নির্দেশ কমিশনার পরিমার্জন করিতে পারিবেন।

[২][(৩) এই আইনের অধীন কোনো কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো আদেশ বা নির্দেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব বোর্ড পরিমার্জন করিতে পারিবে।]

৫৪। পুনর্বিচার।- নির্দিষ্ট সার্টিফিকেট প্রণয়নে বা গ্রহণের কার্যক্রমে কোনো রকম ভুল-ত্রুটি দেখা দিলে যে কর্মকর্তা কথিত আদেশ বা হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন তৎকর্তৃক বা তাহার উত্তরসূরি হিসাবে নিযুক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নোটিশ প্রদানের পর, অনুরূপভাবে প্রদত্ত যেকোনো আদেশ বা নির্দেশের বিষয়টি পুনর্বিচার করিতে পারিবেন।

[৩]**[৫৪ক। সরকার কর্তৃক ক্ষমতার্পণ।-** এই আইনের অধীন সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কালেক্টর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল অথবা যেকোনো এক বা একাধিক ক্ষমতা একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার বা যুগ্ম-কমিশনারের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।]

৫৫। অন্যান্য আইনের হেফাজত।- এই আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা সরকারি পাওনা ঋণ ও দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য আপাতত বলবৎ কোনো আইন বলে প্রদত্ত যেকোনো ক্ষমতার ব্যতিক্রম না হইয়া উহার অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং স্পষ্ট বিধান ব্যতীত, এই আইন দ্বারা আইনগত প্রতিকার কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৫৬। ১৯০৮ সনের তামাদি আইনের কার্যকারিতা।- (১) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলা, আবেদন বা আপিলের ক্ষেত্রে তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৬ হইতে ৯ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ঘোষণা ব্যতীত, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর বিধানাবলি এই আইনের অধীন সকল কার্যধারার ক্ষেত্রে এইরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন ইহার অধীন দায়েরকৃত সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটটি কোনো দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি ।

৫৭। সার্টিফিকেট অফিসার আদালত বলিয়া গণ্য হইবেন।- তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ১৪ এর বিধান অনুযায়ী সার্টিফিকেট অফিসার আদালত হিসাবে তাহার নিকট কিংবা তৎকর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম বা কার্যধারা কোনো দেওয়ানি আদালতের গৃহীত কার্যক্রম বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৮। দন্ড।- যদি কেহ কোনো সম্পত্তি বা উহার স্বার্থ সার্টিফিকেট কার্যক্রমে গৃহীত হইবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতারণা করিয়া স্থানান্তর করেন, গোপন করেন, হস্তান্তর করেন বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট অর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি [৪][দন্ডবিধি]র ধারা ২০৬ এর অধীন শাস্তি যোগ্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

---

১ ধারা ৫৩ বাংলাদেশ আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর তফসিলবলে ধারা ৫৩ এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২ উপ-ধারা (৩) আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ) এর তফসিলবলে পূর্বতন উপ-ধারা (৩) এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৩ ধারা ৫৪ক বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকভারি (সেকেন্ড এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং ৪৩ অব্ ১৯৬১) এর ২ ধারা বলে ধারা ৫৪ক এর স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৪ "দন্ডবিধি" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "পাকিস্তান পেনাল কোড" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৫৯। মিনিস্টারিয়াল অফিসার কর্তৃক দলিলে স্বাক্ষর।- (১) একজন সার্টিফিকেট অফিসার এই আইনের অধীন তৎকর্তৃক ইস্যুকৃত কোনো দলিলের কপি বা প্রতিলিপিতে প্রতিস্বাক্ষর করিবার জন্য কোনো মিনিস্টারিয়াল অফিসারকে লিখিত আদেশ দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এ আইনের অধীন সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সার্টিফিকেট অফিসারদেরকে তাহাদের দ্বারা জারিকৃত যেকোনো ধরনের মূল নোটিশ, সমন বা ঘোষণাপত্র বা বিজ্ঞপ্তিতে তাহাদের পক্ষে প্রতিস্বাক্ষর করিবার জন্য মিনিস্টারিয়াল অফিসারদেরকে লিখিত আদেশ প্রদানের ক্ষমতা আরোপ করিতে পারিবে।

৬০। [বেঙ্গল সরকারি দাবি আদায় (সংশোধন) আইন, ১৯৪২ (১৯৪২ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৬ বলে রহিতকৃত।]

৬১। [বেঙ্গল সরকারি দাবি আদায় (সংশোধন) আইন, ১৯৪২ (১৯৪২ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৬ বলে রহিতকৃত।]

৬২। বেঙ্গল রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯৪৬ (১৯৪৬ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে রহিতকৃত।

৬৩। [বেঙ্গল সরকারি দাবি আদায় (সংশোধন) আইন, ১৯৪২ (১৯৪২ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৬ বলে রহিতকৃত।]

৬৪। [বেঙ্গল সরকারি দাবি আদায় (সংশোধন) আইন, ১৯৪২ (১৯৪২ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৬ বলে রহিতকৃত।]

তফসিল ১

সরকারি পাওনা

[ধারা ৩(৬) এবং ৩৪(খ) অনুসারে]

[১][* * *]

৩। আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা পুনরুদ্ধারযোগ্য বা আদায়যোগ্য বকেয়া রাজস্ব বা ভূমি রাজস্ব কিংবা অনুমোদিত পদ্ধতিতে পুনরুদ্ধারযোগ্য বা আদায়যোগ্য কোনো বকেয়া রাজস্ব বা গণ-রাজস্ব বা সরকারি রাজস্বকে বুঝাইবে।

৪। কোনো অর্থ যাহা আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা ঘোষিত-

(ক) একটি দাবি বা একটি গণ-দাবি; কিংবা

(খ) একটি আদায়যোগ্য বকেয়া দাবি বা বকেয়া গণ-দাবি, অথবা একটি আদায়যোগ্য দাবি বা গণ-দাবি; অথবা

[২][* * *]

৫। কোনো কৃষক কর্তৃক চাষকৃত সংশ্লিষ্ট মহালের রাজস্ব বাবদ উক্ত কৃষকের জামিনদারের নিকট প্রাপ্য কোনো বকেয়া অর্থকে বুঝাইবে।

৬। আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা আইনি ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো বিধি অনুসারে কোনো রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফি বা খরচ হিসাবে ধার্যকৃত অর্থকে বুঝাইবে।

৭। ভূমি, চারণভূমি, বনভূমি, মৎস্য খামার বা অনুরূপ প্রকৃতির কায়-কারবারে স্বার্থভোগী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, উক্ত স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, কালেক্টরকে প্রদেয় কোনো দাবিকৃত অর্থকে বুঝাইবে, যখন উল্লিখিত ভূমি, চারণভূমি, বনভূমি, মৎস্য খামার বা অন্যকিছুর ব্যবহার ও ভোগদখলের শর্ত হিসাবে উক্ত দাবি আরোপ করা হয়।

[৩][**৮।** যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো বেসরকারি ব্যক্তির পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে বা ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে কোনো বকেয়া খাজনা, বা খাজনা হিসাবে আদায়যোগ্য পাওনা, যাহা উক্ত কোর্ট বা কর্তৃপক্ষের উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে বা পরে যখনই বকেয়া হইয়া থাকুক না কেন।]

৯। [৪][কোনো সরকারি অফিসার] [৫][* * *] এর নিকট প্রদেয় কোনো অর্থ, যেক্ষেত্রে দেনাদার ব্যক্তি, লিখিত, ও যথাযথভাবে নিবন্ধিত, কোনো দলিলের মাধ্যমে এই মর্মে সম্মত হইয়াছেন যে, উক্ত অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

---

১ অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাতিল হইয়াছে।

২ শর্ত (৩) বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাতিল হইয়াছে।

৩ প্রকাশ্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকা ট্রাস্ট এস্টেট এবং বেসরকারি ব্যক্তির পক্ষে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ব্যবসহাপনায় সংযুক্ত থাকা ট্রাস্ট এস্টেটগুলির ক্ষেত্রে বকেয়া খাজনাসমূহ অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীন আদায়যোগ্য। গৃহের ও দোকানের ভাড়ার ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হইবে না, এবং এইরূপ ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যাইবে না যদিনা, যথাযথভাবে নিবন্ধিত কোনো লিখিত দলিলমূলে, উক্তরূপ ভাড়া পরিশোধে দায়বদ্ধ পক্ষসমূহ এইমর্মে সম্মত হয় যে উক্ত ভাড়াসমূহ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪ অনুচ্ছেদ ৯ক বেঙ্গল সরকারি দাবি আদায় (ইস্ট বেঙ্গল সংশোধনী) আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ৩ বলে সংযোজিত হইয়াছে।

৫ অনুচ্ছেদ ১২ক বেঙ্গল সরকারি দাবি আদায় (ইস্ট বেঙ্গল সংশোধনী) আইন, ১৯১৮ (১৯১৮ সনের ১ নং আইন) বলে সংযোজিত হইয়াছে।

[১]**[৯ক।** সরকার বা সরকারি কোনো অফিসারের নিকট প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা কোনো ব্যক্তিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কোনো লিখিত দলিলের দ্বারা এই মর্মে সম্মত হইয়াছেন যে, উক্ত ঋণ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'অর্থ' বলিতে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত বস্তুর মূল্যকেও বুঝাইবে, যাহার হার লিখিত দলিলের শর্ত অনুসারে বা, লিখিত দলিলে এইরূপ কোনো শর্ত না থাকিলে ঋণ আদায়কালীন সময়ে প্রচলিত বাজার দর অনুসারে নির্ধারিত হইবে।]

১০-১২। [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে।]

[২]**[১২ক।** সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২১ নং আইন) এর [৩]৯০ ধারার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো লিকুইডেটরের আদেশে উক্ত সমিতির সম্পদের কর বা অবসায়নের খরচা হিসাবে আদায়যোগ্য অর্থ।]

[৪]**[১২খ।** [৫][***] সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ভূমি বন্ধক ব্যাংকের পাওনা অর্থ, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট প্রদত্ত কোনো বন্ধকের মূলদাবি বা উহার সুদ বাবদ উক্ত ব্যাংকের কোনো স্বত্ব নিয়োগীর প্রাপ্য যেকোনো অর্থ।]

১৩। এই আইনের অধীন সার্টিফিকেট জারিতে অংশগ্রহণকারী কোনো নিলামক্রেতার নিকট পাওনা যেকোনো অর্থ, উক্ত বিক্রয় চালু অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক।

[৬]**১৪।** কোনো অর্থ যাহা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে, যেমন, [৭]কোনো পৌরসভা, শহর কমিটি, বা জেলা বোর্ড।

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ (পি.ও.নং. ২৬, ১৯৭২) এর অধীন গঠিত কোনো নূতন ব্যাংককে কৃষি ঋণ বাবদ প্রদেয় অর্থ।

১৬। পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত কোম্পানি) কে প্রদেয় অর্থ।

---

১ "৯০ ধারার" শব্দ ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "সাব-সেকশন (১) অব সেকশান ৪২ অব দি কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট, ১৯১২, অর দি বেঙ্গল" শব্দ, সংখ্যা এবং কমাগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২ অনুচ্ছেদ ১২খ বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকভারী (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ৫ নং আইন) বলে সংযোজিত হইয়াছে।

৩ "কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট, ১৯১২" শব্দ ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) বলে বাতিল হইয়াছে।

৪ "পৌরসভা বা কোনো শহর কমিটি বা কোনো জেলা বোর্ড" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে "এ মিউনিসিপ্যাল কমিটি অর এ টাউন কমিটি অর এ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল" শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৫ অনুচ্ছেদ ১৫ (সর্বজনীন) সরকারি দাবি আদায় (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৩৫ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা বলে সংযোজিত হইয়াছে।

৬ "কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে" শব্দ ও কমাগুলি (সর্বজনীন) সরকারি দাবি আদায় (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ বলে বাতিল হইয়াছে।

৭ অনুচ্ছেদ ১৬ (সর্বজনীন) সরকারি দাবি আদায় (সংশোধনী) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২ বলে সংযোজিত হইয়াছে।

[১]তফসিল-২

বিধিসমূহ

(ধারা ৩৮ দ্রষ্টব্য)

সার্টিফিকেট অধিযাচনপত্র,স্বাক্ষরকরণ ও প্রতিপাদন

১। সার্টিফিকেটের জন্য অধিযাচনপত্র স্বাক্ষর ও সত্যতা প্রতিপাদন।- (১) ধারা ৫ অনুসারে প্রতিটি অধিযাচনপত্রের নীচের অংশে স্বাক্ষরদানকারী ও প্রতিপাদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) অধিযাচনপত্রে উল্লেখ থাকিবে যে, বর্ণিত অর্থ যথার্থই অনাদায়ী রহিয়াছে বলিয়া অধিযাচনপত্র স্বাক্ষরদানকারীর নিকট সন্তোষজনকরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে।

(৩) প্রতিপাদনটি উহার প্রণেতা দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে এবং স্বাক্ষরদানের তারিখ উল্লেখ থাকিবে।

নোটিশ জারি

২। জারি পদ্ধতি।- এই আইনের ধারা ৭ কিংবা অন্যকোনো বিধি-বিধান অনুসারে ইস্যুকৃত নোটিশ জারির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-অফিসার অথবা তৎকর্তৃক এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মিনিস্টারিয়াল অফিসার কর্তৃক উহা স্বাক্ষরিত হইবার পর, উহার একটি কপি সার্টিফিকেট-অফিসারের সিলমোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করিয়া অর্পণ কিংবা প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। সার্টিফিকেট-দেনাদার অথবা তাহার প্রতিনিধির উপর জারি।- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট দেনাদারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ জারি করিতে হইবে, যদিনা তাহার নোটিশ গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি থাকে, এইরূপ ক্ষেত্রে এজেন্টের নিকট বিলিকৃত জারি-নোটিশ যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। সার্টিফিকেট দেনাদারের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যের উপর জারি।- যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-দেনাদারকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় এবং নোটিশ গ্রহণের জন্য তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি না থাকে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-দেনাদারের সহিত একত্রে বসবাসকারী তাহার পরিবার প্রাপ্তবয়স্ক কোনো পুরুষ সদস্যের উপর নোটিশ জারি করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই বিধির মর্মমতে কোনো গৃহভৃত্য পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না।

৫। জারি গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।- যেক্ষেত্রে জারিকারক কর্মকর্তা নোটিশের অনুলিপি সার্টিফিকেট-দেনাদারকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার কোনো প্রতিনিধি কিংবা তৎপক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট অর্পণ বা প্রেরণ করিবেন সেইক্ষেত্রে এতৎসঙ্গে তিনি মূল নোটিশের উপর প্রাপ্তি স্বীকারের প্রমাণ স্বরূপ জারি গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

৬। সার্টিফিকেট দেনাদার নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বা তাহাকে পাওয়া না গেলে নোটিশ জারির পদ্ধতি।- যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার বা তাহার কোনো প্রতিনিধি কিংবা উপরিউক্ত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন, সেইক্ষেত্রে জারিকারী ব্যক্তি যথোপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা করিবার পরেও সার্টিফিকেট দেনাদারকে না পাইলে বা তাহার পক্ষে নোটিশ গ্রহণের জন্য নিয়োজিত কোনো প্রতিনিধি না থাকিলে বা জারি করা যাইতে পারে এইরূপ কোনো ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, জারিকারক তখন-

(ক) সার্টিফিকেট দেনাদারের বাড়ির বাহিরের সদর দরজায় বা তাহার বাড়ির এইরূপ একটি প্রকাশ্য স্থানে নোটিশের অনুলিপিটি সাটাইয়া দিবেন - যেইখানে উক্ত ব্যক্তি প্রায়শ বসবাস করেন কিংবা ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা অলাভজনক কোনো কাজ কারবার করেন, বা করিয়া থাকেন; অথবা

---

[১] এই 'তফসিল ২' দ্বারা বোর্ড কর্তৃক নোটিফিকেশন নং ৩৯৪৮ C.P. বলে ২১ ডিসেম্বর ১৯১৪ সনে জারিকৃত 'পূর্বতন তফসিল ২' প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(খ) নোটিশের আওতায় কোনো জমি থাকিলে, সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এবং উক্ত জমির কোনো বিশেষ অংশে নোটিশের একটি অনুলিপি ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে, এবং অতপর মূল নোটিশটি, উহার উপরে লিখিত কিংবা উহার সহিত সংযোজিত একটি প্রতিবেদনসহ সার্টিফিকেট ইস্যুকারী অফিসারের নিকট ফেরত দিতে হইবে; নোটিশের কপিটি যে অনুরূপভাবে লাগানো হইয়াছে এবং যে অবস্থাধীনে উহা লাগানো হইয়াছে তাহা এবং যিনি উক্ত বাড়ি বা জমি সনাক্ত করিয়াছেন এবং যাহার সম্মুখে কপিটি লাগানো হইয়াছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা এই প্রতিবেদনে বিবৃত থাকিতে হইবে।

৭। সময় ও জারি পদ্ধতি সম্পর্কে পৃষ্ঠাঙ্কন।- যে সকল ক্ষেত্রে ধারা ৫ অনুসারে নোটিশ জারি করা হইয়াছে এইরূপ সর্বক্ষেত্রে জারিকারী ব্যক্তি কখন ও কি পদ্ধতিতে নোটিশটি জারি করা হইয়াছিল তাহা এবং যাহার উপর জারি করা হইয়াছিল তাহার সনাক্তকারী ব্যক্তিবর্গের (যদি থাকে) এবং যাহাদের উপস্থিতিতে জারি করা হইয়াছিল তাহাদের নাম ঠিকানার বর্ণনা সম্বলিত একখানা রিটার্ন বা রিপোর্ট মূল নোটিশের পশ্চাতে লিখিয়া পেশ করিবেন কিংবা কোনো কাগজে রিপোর্টটি লিখিয়া মূল নোটিশটির সহিত সংযোজিত আকারে পেশ করিবেন।

৮। জারিকারী কর্মচারীকে পরীক্ষা।- যেক্ষেত্রে ৬ নং বিধি অনুযায়ী নোটিশ জারি হইয়া ফেরত দেওয়া হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই বিধি অনুসারে রিটার্নটি জারিকারী কর্মচারীর দ্বারা সম্পাদিত শপথ দ্বারা পরীক্ষা করা না হইয়া থাকিলে, সার্টিফিকেট কর্মকর্তা জারিকারী কর্মচারীকে হলফ পড়াইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন কিংবা অন্য কোনো সার্টিফিকেট অফিসার দ্বারা এই নিয়মে পরীক্ষা করাইতে পারিবেন এবং কালেক্টরের সাধারণ নির্দেশদান সাপেক্ষে কোনো সহকারী কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর কিংবা সাব-ডেপুটি কালেক্টর দ্বারা তাহার রিপোর্টটি পরীক্ষা করাইতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে, তিনি বিষয়টিতে অধিকতর তদন্ত করাইতে পারিবেন এবং নোটিশটি যথাযথ বা আইনানুগভাবে জারি হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবেন অথবা তিনি যেভাবে যথাযথ বিবেচনা করিবেন সেইভাবে নোটিশটি জারির নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৯। ডাকযোগে জারি।- ইতোমধ্যে সন্নিবেশিত বা সংশ্লিষ্ট চাহিদার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, সার্টিফিকেট কর্মকর্তা চাহিলে এবং এই মর্মে নির্দেশ দান করিলে নোটিশটি ডাকযোগেও জারি করা যাইবে।

ধারা ৯ এর অধীন দায় অস্বীকারমূলক দরখাস্ত (Petition)

১০। দায় অস্বীকারমূলক দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।- (১) দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করত ধারা ৯ এ পেশকৃত প্রতিটি দরখাস্ত সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি ঘটনার সত্যতা বা বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন বলিয়া সার্টিফিকেট কর্মকর্তার বিশ্বাস জন্মাইয়াছে উক্তরূপ ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও পরীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) উক্ত সত্যপাঠ তাহার সম্পাদনকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং যেই তারিখে উহা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই তারিখটি অবশ্যই উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দরখাস্তটির দুইটি কপি দাখিল করিতে হইবে যেন উহার এক কপি সার্টিফিকেট ধারকের নিকট পাঠানো যায়।

১১। অনুরূপ দরখাস্ত বদলি।- (১) এতদবিষয়ে কালেক্টরের কোনো সাধারণ কিংবা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে সার্টিফিকেট অফিসার, ধারা ৯ এর অধীন দায়েরকৃত আবেদনটি কালেক্টরের অধীন কোনো সহকারী কালেক্টর অথবা ডেপুটি কালেক্টরের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে সহকারী কালেক্টর কিংবা ডেপুটি কালেক্টর শুনানি গ্রহণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কালেক্টর এইরূপ হস্তান্তরিত দরখাস্ত পুনরায় হস্তান্তর সাপেক্ষে মূল সার্টিফিকেট অফিসারকে উহার শুনানি গ্রহণ করত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন যে সহকারী কালেক্টর অথবা ডেপুটি কালেক্টরের নিকট উক্ত দরখাস্ত হস্তান্তরমূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আসিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে ধারা ১০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

সার্টিফিকেট জারিকরণ

১২। অন্য জেলায় জারিকরণ।- সার্টিফিকেট জারি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে উহার কোনো অনুলিপি এই আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে অন্য কোনো সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইলে তিনি উহার জারি কার্যকর করিতে পারিবেন।

অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, ইত্যাদি

১৩। সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন।- সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলে থাকা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন করিবার সময়, সার্টিফিকেট ধারক কর্তৃক ঘোষণা করিতে হইবে যে, উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৪০ টাকার কম অথবা বেশি। যদি ঘোষিত হয় যে, সম্পত্তির মূল্য ৪০ টাকার অধিক, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক কর্তৃক বিক্রয় ইশতেহার প্রকাশের খরচ বহন করিতে হইবে। তবে যদি সম্পত্তির মূল্য ৪০ টাকা বা উহার কম বলিয়া ঘোষিত হইবার পর, ১৪ বিধি অনুসারে উহার মূল্য ৪০ টাকার অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সার্টিফিকেট ধারক ক্রোকী নোটিশ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরই বিক্রয় ইশতেহার প্রকাশের যাবতীয় খরচাদি পরিশোধ করিবেন।

১৪। ৪০ টাকা পর্যন্ত বা তদূর্ধ্ব মূল্যমানের অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্রোকের পদ্ধতি।- যখন ক্রোককারী কর্মকর্তা ক্রোককৃত সম্পত্তির মূল্য ৪০ টাকার বেশি নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন তিনি দেনাদার অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক উপস্থিত সদস্যকে অবহিত করিবেন যে, কোনো ইশতেহার প্রকাশ করা ব্যতিকেকেই অবিলম্বে সম্পত্তিটি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। তাৎক্ষনিকভাবে সার্টিফিকেট ধারক অথবা সার্টিফিকেট দেনাদার কিংবা তৎপক্ষে উপস্থিত অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এতদবিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে ক্রোককারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তিসহ আশপাশের কমপক্ষে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক গণ্য-মান্য পুরুষ অধিবাসী সমন্বয়ে একটি পঞ্চায়েত আহবান করিবেন। তাহাদের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৪০ টাকার বেশি নির্ধারিত হইলে ক্রোককারী কর্মকর্তা অধিক মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় ক্রয়েচ্ছুক খরিদ্দারগণকে পরিস্থিতি অনুযায়ী, যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রসর হইবেন।

১৫। সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলী স্থিত (কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য ব্যতীত) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক।- যেক্ষেত্রে ক্রোকযোগ্য সম্পত্তি (কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য ব্যতীত) সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলে থাকা অস্থাবর সম্পত্তি হয়, বাস্তবিক অর্থে জব্দ করিবার মাধ্যমে উহা ক্রোক করা হইবে, এবং ক্রোককারী অফিসার ক্রোককৃত সম্পত্তিটি তাহার নিজ জিম্মায় অথবা তাহার অধস্তন একজন অফিসারের জিম্মায় রাখিবেন এবং উহার যথাযথ হেফাজত করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জব্দকৃত সম্পত্তি দ্রুত পচনশীল এবং স্বাভাবিকভাবে ক্ষয়শীল হইলে অথবা উহা হেফাজতে রাখিবার খরচ উহার মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ক্রোককারী কর্মকর্তা উক্ত সম্পত্তি অবিলম্বে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

১৬। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রোক।- ক্রোককৃত সম্পত্তি কৃষিজাত দ্রব্য হইলে, উহা নিম্নোক্তভাবে ক্রোকী পরোয়ানার একখানি অনুলিপি সাঁটিয়া দিবার মাধ্যমে ক্রোক করা হইবে-

(ক) যেক্ষেত্রে এইরূপ দ্রব্য বাড়ন্ত ফসল হয়, যে জমির উপর এইরূপ ফসল উৎপন্ন হয় সেই জমির উপর; অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে এইরূপ উৎপাদিত শস্য কাটা হইয়াছে কিংবা শস্য মাড়াই চত্তর, বা দানা-ছাড়ানোর স্থান বা অনুরূপ কোনো স্থানে জমা করা হইয়াছে, অথবা গো-খাদ্যের গাদা, যে স্থানে বা যাহার উপর এইরূপ জমা করা হইয়াছে সেখানে, এবং অন্য একটি নকল যে বাড়িতে সার্টিফিকেট দেনাদার সাধারণত বসবাস করেন সেই বাড়ির সদর দরজায় অথবা অন্য কোনো বিশেষ প্রকাশ্য অংশে অথবা সার্টিফিকেট অফিসারের সম্মতিক্রমে দেনাদার যে বাড়িতে ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন কিংবা কোনো লাভজনক কাজ করিতেছেন বা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছেন সেই বাড়ির সদর দরজায় বা অন্য কোনো বিশেষ অংশে নোটিশের একটি অনুলিপি সাঁটিয়া দিবেন; এবং

তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদিতে সার্টিফিকেট অফিসারের দখল বর্তাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। ক্রোকাধীন কৃষিজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কিত বিধান।- (১) যেক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রোক করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উহার হেফাজতের উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন যাহা তাহার নিকট যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট অফিসার এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন যাহাতে বাড়ন্ত ফসল ক্রোকের প্রতিটি আবেদনে ফসল কাটা অথবা সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত সময় সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত থাকিবে এবং অনুরূপ আবেদনে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত উক্ত ফসল পাহারা দিবার বা সংরক্ষণ বা পরিচর্যা বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য আদালত যে পরিমাণ অর্থ জমা দিতে বলিবেন সেই পরিমাণ অর্থ আবেদনকারী আদালতে জমা দিবেন।

(২) এতদুদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক ক্রোকাদেশ আরোপিত অনুরূপ কোনো শর্তাবলি সাপেক্ষে বা আদেশ সাপেক্ষে সার্টিফিকেট দেনাদার উক্ত ফসল পরিচর্যা করিতে, কাটিতে, সংগ্রহ করিতে ও গোলাজাত করিতে এবং উহার পুষ্ট করাসহ সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো কার্য করিতে পারিবেন; এবং সার্টিফিকেট দেনাদার উল্লিখিতরূপ সকল বা কোনো একটি কার্য করিতে ব্যর্থ হইলে সার্টিফিকেট অফিসারের অনুমতিক্রমে এবং অনুরূপ শর্তসাপেক্ষে, সার্টিফিকেট ধারক নিজে কিংবা এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত তৎকর্তৃক নিযুক্ত অপর কোনো ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ সকল বা যেকোনো একটি কার্য করিতে বা করাইতে পারিবেন; এবং ইহাতে সার্টিফিকেট ধারকের যে খরচ হইবে উহা সার্টিফিকেটের আদায়যোগ্য অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাড়ন্ত ফসল হিসাবে ক্রোক করা হইয়া থাকিলে উহা কেবল মাটি হইতে বিচ্ছন্ন করা হইয়াছে এই কারণে মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না, অথবা পুনরায় উহার ক্রোক করিবার কোনো প্রয়োজনীয়তাও থাকিবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো আদেশ বাড়ন্ত ফসল ক্রোক করিবার জন্য ফসল কাটা বা সংগ্রহের যথেষ্ট সময় পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে; সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত সময় পর্যন্ত আদেশ কার্যকরকরণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় ক্রোকাদেশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ফসল স্থানান্তর নিষিদ্ধ করিবার জন্য আরও একটি আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কোনো বাড়ন্ত ফসল যাহা উহার প্রকৃতির কারণেই গোলাজাত হওয়া অসম্ভব, উহা কর্তিত বা সংগৃহীত হইবার উপযুক্ত সময়ের ২০ দিনের কম সময় পূর্বে এই বিধির অধীন ক্রোক করা যাইবে না।

১৮। দেনা, শেয়ার এবং সার্টিফিকেট দেনাদারের দখল বহির্ভূত অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক।- (১) যে সকল ক্ষেত্রে-

(ক) কোনো দেনা যাহা হস্তান্তরযোগ্য দলিল দ্বারা সংরক্ষিত নয়;

(খ) কোনো কর্পোরেশনের মূলধনের শেয়ার; অথবা

(গ) কোনো আদালতে জমাকৃত বা আদালতের হেফাজতে রক্ষিত অথবা জামানত হিসাবে গচ্ছিত সম্পত্তি ব্যতীত সার্টিফিকেট দেনাদারের দখল বহির্ভূত অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি, ক্রোক করা সাপেক্ষে কোনো লিখিত আদেশ দ্বারা নিষিদ্ধ করে-

(অ) দেনার বিষয়ে সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে পাওনাদারকে দেনা আদায় করিতে এবং দেনাদারকে অর্থ পরিশোধ করিতে;

(আ) শেয়ারের বিষয়ে যে ব্যক্তির নামে শেয়ার রহিয়াছে তাহাকে শেয়ার কিংবা উহার লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে; এবং

(ই) অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি (উপরোল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে) উহার দখলদারকে সার্টিফিকেট দেনাদারের নিকট হস্তান্তর করিতে।

(২) এইরূপ কোনো আদেশের একটি অনুলিপি সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসের প্রকাশ্য বিশেষ স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে; এবং অন্য একটি দেনার ক্ষেত্রে দেনাদারের নিকট, শেয়ারের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট এবং অস্থাবর সম্পত্তির (উপরোল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে) ক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তির দখলদার ব্যক্তির নিকট।

(৩) কোনো দেনাদার উপবিধি (১) এর উপদফা (অ) এর অধীন নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট তাহার দেনার অর্থ পরিশোধ করিতে পারিবেন, এইরূপ অর্থ পরিশোধের ফলে তিনি দেনার দায় হইতে অনুরূপভাবে অব্যাহতি পাইবেন যেইরূপ তিনি পাওনাদার পক্ষের নিকট প্রদান করা হইলে পাইতেন।

(৪) উপবিধি (১) এর অধীন কোনো অধস্থন মধ্যস্থতাকারী, বা যেকোনো রায়ত বা যেকোনো অধীনস্থ রায়তের উপর সার্টিফিকেট দেনাদারের পাওনা খাজনা আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকাদেশ প্রদানের পূর্বে সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট ধারকের আবেদনক্রমে, সার্টিফিকেট দেনাদারের উপর নোটিশ জারিপূর্বক তাহাকে নির্দেশ দিতে পারেন যে, তাহার পরিমাণ লিপিবদ্ধ একটি বিবরণী বিধি ১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষর ও প্রতিপাদন করিয়া উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে; এবং সার্টিফিকেট অফিসার দাখিলকৃত বিবরণী বিবেচনাপূর্বক উপবিধি (১) এর অধীন ক্রোকাদেশ জারি করিবেন। যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার অনুরূপ নোটিশ জারি হওয়া স্বত্ত্বেও এই উপ-ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উল্লিখিতরূপ বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার এই উপ-ধারাতে ক্রোকাদেশের জন্য আবেদনে যে ব্যক্তির নাম অধস্তন মধ্যস্বত্বাধীকারী রায়ত বা অধীন রায়ত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের উপর উপবিধি (১) অনুসারে ক্রোকাদেশ জারি করিবেন।

১৮ক। সার্টিফিকেট দেনাদারের অধস্তন স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট ধারকের বকেয়া খাজনা আদায় সম্পর্কিত বিধি।- "গার্নিশি বিধি"- (১) অধীনস্থ মধ্য স্বত্ত্বাধিকারী কিংবা রায়ত বা তদধীন রায়তের নিকট সার্টিফিকেট দেনাদারের পাওনা বকেয়া খাজনা যাহা ধারা ১৮ এর অধীন ক্রোক করা হইয়াছে এতৎসংক্রান্ত পরবর্তী আটটি বিধিতে বর্ণিত পন্থায় বিহিত করা যাইতে পারে।

(২) এই বিধিতে "গার্নিশি" শব্দটি অনুরূপ মধ্যস্বত্ত্বাধিকারী রায়ত বা অধীনস্থ প্রজার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

১৮খ। সার্টিফিকেট অফিসার খাজনা পরিশোধে বাধ্য "গার্নিশি" দেনাদারের উপর নোটিশ জারি করিবেন।- (১) সার্টিফিকেট অফিসার, সার্টিফিকেট ধারকের আবেদনক্রমে খাজনা পরিশোধে বাধ্য গার্নিশির প্রতি নোটিশ জারি করত তাহার নিকট সার্টিফিকেট দেনাদারের বকেয়া খাজনা অথবা সার্টিফিকেটে বর্ণিত পাওনা অর্থ প্রদান, এবং ইহা জারির জন্য খরচাসহ পর্যান্ত অর্থ সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট পরিশোধ করিতে কিংবা কেন পরিশোধ করিবেন না তৎমর্মে নোটিশে বর্ণিত তারিখে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইতে বলিবেন।

(২) এই বিধিতে অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপবিধি (১) এর অধীন বর্ণিত আদেশ যুগপৎ জারি করা যাইবে।

(৩) অনুরূপ আবেদনপত্র হলফনামা দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন সাপেক্ষে এবং হলফকারীর বিশ্বাসমতে গার্নিশি সার্টিফিকেট দেনাদারের নিকট গার্নিশি দেনাগ্রস্ত বলিয়া উল্লেখ থাকিতে হইবে।

যেখানে সরকার স্বয়ং সার্টিফিকেট ধারক সেখানে এই উপবিধি প্রযোজ্য হইবে না।

১৮গ। গার্নিশিকে নোটিশের শর্তাবলি পালন করিবার জন্য সার্টিফিকেট অফিসার আদেশ দিবেন।- যেক্ষেত্রে গার্নিশি তাহার নিকট সার্টিফিকেট দেনাদারের বকেয়া পাওনা অর্থ কিংবা উহা হইতে সার্টিফিকেট দ্বারা দাবিকৃত অর্থ বা উহা জারির জন্য খরচা নির্বাহের নিমিত্তে পর্যাপ্ত অর্থ সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট পরিশোধ না করেন অথবা হাজির না হন কিংবা উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান সাপেক্ষে কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার গার্নিশিকে অনুরূপ জারিকৃত নোটিশের শর্ত পালনের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে ক্রোকাদেশ জারি করা যাইবে এইরূপে যেন আদেশটিই তাহার বিরুদ্ধে বকেয়া খাজনা আদায়ের দরুন সার্টিফিকেটের ন্যায় একটি সার্টিফিকেট।

১৮ঘ। যেক্ষেত্রে গার্নিশি বিতর্কিত দেনাদার সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার নোটিশ সংশোধন করিবেন।- (১) গার্নিশি দেনার অংশের উপর আপত্তি করিলে, সার্টিফিকেট অফিসার স্বীকৃত দেনার পরিমাণ মোতাবেক নোটিশ সংশোধন করিবেন, এবং এইরূপ সংশোধিত পরিমিত অর্থ অবিলম্বে সার্টিফিকেট অফিসারকে পরিশোধ করা না হইলে, তিনি ধারা ১৮(গ) এর অধীন প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে গার্নিশি সমুদয় দেনা বা উহার অংশবিশেষ অস্বীকার করে এবং সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং নোটিশে বর্ণিত সমুদয় কিংবা আংশিক দেনার জন্য উক্ত গার্নিশি দায়ী কিনা তৎমর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তদানুযায়ী নোটিশটি বাতিল, সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ সংশোধিত নোটিশে বর্ণিত পাওনা অর্থ অবিলম্বে পরিশোধ করা না হইলে, সার্টিফিকেট অফিসার বিধি ১৮গ মোতাবেক প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবেন।

১৮ঙ। বিধি ১৮গ এর অধীন আদেশের ক্ষেত্রে বিধি ৪৩ এর প্রয়োগ।- বিধি ৪৩ এর বিধানাবলি বিধি ১৮গ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৮চ। তৃতীয় ব্যক্তির কোনো দাবি থাকিলে সার্টিফিকেট অফিসার উহার বিবরণ প্রদানের আদেশ দান করিবেন।- যেক্ষেত্রে ধার্যকৃত অর্থের মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি থাকে, অথবা উহার কোনো মুনাফায় তৃতীয় ব্যক্তির দাবি থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, সার্টিফিকেট অফিসার এইরূপ তৃতীয় ব্যক্তিকে হাজির হইয়া তাহার অনুরূপ অর্থ দাবির প্রকৃতি ও বিবরণ দাখিল করিতে এবং প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮ছ। তৃতীয় ব্যক্তি হাজির না হইলে সার্টিফিকেট অফিসার বিধি ১৮খ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।- শুনানি অন্তে অনুরূপ তৃতীয় ব্যক্তি এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ হাজির হইবার আদেশ পাওয়ার পরও তৃতীয় ব্যক্তি এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ হাজির হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইবার পরও হাজির না হইলে অথবা যেক্ষেত্রে এইরূপ তৃতীয় ব্যক্তি কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পূর্বে হাজির হইবার জন্য আদেশ পাইবার পরও হাজির হন নাই, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার বিধি ১৮ঘ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

১৮জ। বিধি ১৮খ অথবা ১৮গ মোতাবেক পরিশোধ।- বিধি ১৮খ এর অধীন কোনো নোটিশ কিংবা বিধি ১৮গ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ মোতাবেক গার্নিশি কোনো অর্থ পরিশোধ করিলে উহা সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা উক্তরূপে হাজির হইবার আদেশ প্রাপ্ত অপর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ অর্থ পরিশোধের নিমিত্তে সার্টিফিকেট নাকচ বা পরিবর্তন করা হইলেও আরোপিত দায় হইতে বৈধভাবে খালাস ও মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৮ঝ। খরচাদি।- বিধি ১৮খ এর অধীন যেকোনো আবেদনের এবং উহা হইতে উদ্ভূত কার্যধারা বাবদ অথবা অনুরূপ খরচাদি সার্টিফিকেট অফিসার স্বীয় অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে নির্ধারণ করিবেন।

১৯। অস্থাবর সম্পত্তির অংশ ক্রোক করা।- যেক্ষেত্রে ক্রোকযোগ্য সম্পত্তিটি সার্টিফিকেট দেনাদার এবং অন্যকোনো সহ-মালিকানাভুক্ত অথবা স্বার্থের অংশ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির অংশ বা স্বার্থের অংশ হস্তান্তর করা কিংবা কোথাও কোনোরূপ দায়বদ্ধ করা হইতে নিষিদ্ধ করত সার্টিফিকেট দেনাদারকে নোটিশ জারির মাধ্যমে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারে।

২০। সরকারি কর্মকর্তা বা রেলওয়ে কোম্পানির অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর বেতন অথবা ভাতা ক্রোক।- (১) যেক্ষেত্রে ক্রোকযোগ্য সম্পত্তি হিসাবে কোনো সরকারি কর্মকর্তার বা কোনো রেলওয়ে কোম্পানির বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর বেতন অথবা ভাতা ক্রোক করা হয়, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা ব্যয়-নির্বাহ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের স্থানীয় সীমার আওতাভুক্ত হউক বা না হউক এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত অর্থ অনুরূপ বেতন বা ভাতা হইতে এককালীন বা মাসিক কিস্তিতে সার্টিফিকেট অফিসারের নির্দেশ অনুসারে আটক করিতে হইবে; এবং সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে যে অফিসারকে নিয়োগ করিবেন তাহাকে অথবা তাহার অনুরূপ বেতন কিংবা ভাতা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষেত্রমত অনুরূপ আদেশ অনুযায়ী দাবিকৃত অর্থ এককালীন কিংবা আটক করত সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে অনুরূপ বেতন বা ভাতার ক্রোকযোগ্য অংশ কোনো পূর্ববর্তী অসন্তুষ্ট ক্রোকাদেশের প্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে আটক করা সাপেক্ষে কোনো সার্টিফিকেট অফিসার বা দেওয়ানি আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অফিসার এতদুদ্দেশ্যে পরবর্তী আদেশটি অনতিবিলম্বে বরাদ্দকারী অফিসারের নিকট ফেরত পাঠাইবেন এবং তৎসহ বিদ্যমান ক্রোকের বিবরণ সংযুক্তি সহকারে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাঠাইবেন।

(৩) এই বিধির অধীন প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ, উপবিধি (২) এর বিধানাবলি অনুসারে ফেরত পাঠানো না হইয়া থাকিলে এবং রায়ের দেনাদার যদি এই আইনের বর্তমানে বলবৎ স্থানীয় আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থান করে, এবং সে যদি উক্ত মামলার বাহিরে অবস্থান করিয়া সরকারি রাজস্ব হইতে বা রেলপথের অথবা বাংলাদেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে বেতন বা ভাতাদি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সরকার বা রেলপথ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত নোটিশ বা অন্য কোনো পরোয়ানা ছাড়াই বাধ্য করিবে এবং এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হইবে, সংশ্লিষ্ট সরকার, রেলপথ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যেই হউক, তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

২১। হস্তান্তরযোগ্য দলিল ক্রোক।- যেক্ষেত্রে সম্পত্তি কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল যাহা কোনো আদালত বা কোনো সরকারি কর্মকর্তার হেফাজতে রক্ষিত নহে, সেইক্ষেত্রে উহা প্রকৃত অর্থে জব্দ করিয়া ক্রোক করা যাইতে পারে এবং উক্ত দলিল সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবরে আনিত হইবে এবং তাহার আদেশ অনুসারে সংরক্ষিত হইবে।

২২। আদালত অথবা সরকারি কর্মকর্তার হেফাজতে থাকা সম্পত্তি ক্রোক।- যেক্ষেত্রে ক্রোককৃত সম্পত্তি যেকোনো আদালত অথবা সরকারি অফিসারের হেফাজতে থাকে, সেইক্ষেত্রে উহা ক্রোক করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত বা সরকারি অফিসারের প্রতি নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে এই মর্মে অনুরোধ করিতে হইবে যে, উক্ত সম্পত্তি এবং উহার উপর যেকোনো স্বার্থ বা কোনো লভ্যাংশ অর্জিত হইয়া থাকিলে, উহা যেন নোটিশ বরাদ্দকারী সার্টিফিকেট অফিসারের পরবর্তী আদেশ প্রদান সাপেক্ষে আটক করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তি আদালতের হেফাজতে রক্ষিত থাকে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক এবং সার্টিফিকেট দেনাদার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি স্বত্বনিয়োগী হিসাবে কিংবা ক্রোক অথবা অন্য কোনো প্রকারে অর্জিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আদালতের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তিত হইবে।

২৩। স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক।- যেক্ষেত্রে সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তি হয়, সেইক্ষেত্রে, বিক্রয়ের পূর্বে ক্রোক করা নিষ্প্রয়োজন হইবে।

২৪। সন্তোষজনক উপায়ে অথবা সার্টিফিকেট বাতিলকরণ সাপেক্ষে ক্রোক অপসারণ।- যেক্ষেত্রে-

(ক) যেকোনো সম্পত্তি ক্রোকের দ্বারা বিক্রয়ের ফলে পাওনা অর্থ অথবা বিক্রয়ের দরুন খরচাদি ও অন্যান্য সকল দায় এবং ব্যয়সমূহ সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রদান করা হয়; অথবা

(খ) সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়;

সেইক্ষেত্রে ক্রোক প্রত্যাহার হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, এবং স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার যথেষ্টরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে তাহার নিজ খরচে উক্ত প্রত্যাহার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে এবং অনুরূপ বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি বিধি ৪৭ এর উপবিধি (১) মোতাবেক নির্দেশিত পদ্ধতিতে লটকাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে।

ক্রোককালীন সময়ে গবাদিপশু ও

অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির পরিচালন ও হেফাজত

২৫। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির হেফাজত।- বিধি ১৫ এর অধীন জব্দকৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মকর্তা কিংবা তাহার অধীনস্ত একজন কর্মকর্তার দায়িত্বে রক্ষিত থাকিবে।

২৬। ক্রোককৃত সম্পত্তি আদালতে স্থানান্তর।- ক্রোককৃত সম্পত্তির হেফাজের জন্য উক্ত গ্রামে কোনো উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে, ক্রোককারী কর্মকর্তা সার্টিফিকেট ধারকের খরচে আদালতে স্থানান্তর করিবেন। সার্টিফিকেট ধারক সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় খরচ বহনে অপারগ হইলে ক্রোক প্রত্যাহৃত হইবে।

২৭। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির তালিকা।- যেক্ষেত্রে ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোকস্থলে রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রোককারী কর্মকর্তা অবিলম্বে সার্টিফিকেট অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং তৎসঙ্গে জব্দকৃত সম্পত্তির একটি প্রকৃত তালিকা প্রেরণ করিবেন, যাহাতে সার্টিফিকেট অফিসার তদনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে নিলাম বিক্রয় সংক্রান্ত ইশতেহার জারি করিতে পারেন।

২৮। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ে দেনাদারের সম্মতি।- নির্ধারিত শর্তাবলি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যদি দেনাদার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয়ে তাহার লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে অফিসার উহা গ্রহণ করিবেন এবং অবিলম্বে উহা সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট উপস্থান করিবেন।

২৯। আদালতে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির হেফাজত।- ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি আদালতে স্থানান্তরিত হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালতের নাজির, সার্টিফিকেট অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে, তাহার নিজের একক দায়িত্বে উহা সংরক্ষণ করিবেন। যদি সম্পত্তির আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে আদালত প্রাঙ্গণ কিংবা নাজিরের ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখিবার ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে নাজির সার্টিফিকেট অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে তাহার নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য স্বল্প ব্যয়ে সর্বাধিক সুবিধাজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং আদালতের কর্মকর্তা নহেন এইরূপ ব্যক্তি যাহার হেফাজতে উক্তরূপ সম্পত্তি রক্ষিত রাখা হয় তাহাকে প্রদেয় উপযুক্ত পারিতোষিক সার্টিফিকেট অফিসার নির্ধারণ করিবেন।

৩০। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তিতে সার্টিফিকেট ধারক ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তির দাবি।- যেক্ষেত্রে ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোকস্থলে ক্রোককারী কর্মকর্তার হেফাজতে থাকে, এবং সার্টিফিকেট দেনাদার ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশ দাবি করেন, তাহা হইলে, সার্টিফিকেট ধারক তদুপরি উক্তরূপ দাবিকৃত সম্পত্তির উপর হইতে ক্রোক প্রত্যাহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মকর্তার দখলে থাকিবে, এবং দাবিদারকে তাহার দাবি সরাসরি সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট উপস্থাপন করিবার নির্দেশ দিবেন।

৩১। ক্রোক প্রত্যাহার।- যদি সার্টিফিকেট ধারক ক্রোক প্রত্যাহার করেন, অথবা যদি উহা ২৬ নং বিধি বা ৩৩ নং বিধি অনুসারে প্রত্যাহৃত হয়, তাহা হইলে ক্রোককারী কর্মকর্তা দেনাদার বা তাহার অনুপস্থিতিতে দেনাদারের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে এই মর্মে অবহিত করিবেন যে, উক্ত সম্পত্তি তাহার দায়িত্বে রহিয়াছে। এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য কেহ না থাকিলে অথবা সার্টিফিকেট দেনাদার ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তির দাবি অফিসারের নিকট পরিদৃষ্ট হইলে, যদি উক্ত সম্পত্তি আটকস্থল হইতে অন্যত্র অপসারিত না হইয়া থাকে; তাহা হইলে উহা আটক করিবার সময় যে স্থানে ছিল, উক্ত অফিসার উহা উক্ত স্থানে পুনঃস্থাপন করিবেন।

৩২। ক্রোকাধীন গো-সম্পদের খাদ্যদান এবং প্রতিপালন।- যেক্ষেত্রে ক্রোককৃত গবাদি পশুসম্পদ ক্রোকস্থলে রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে ক্রোককারী কর্মকর্তার তত্তাবধানে সার্টিফিকেট দেনাদারের যথাযথ প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবারাহ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন; তবে পরবর্তীতে সার্টিফিকেট ধারকের অধিযাচন সাপেক্ষে এবং সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রয়োজনীয় খরচ প্রদান করা হইলে উক্ত পশু সম্পদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৩৩। গবাদি পশুর খাদ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত খরচ এবং আদালতে স্থানান্তরের জন্য ব্যয়।- পর্যায়ক্রমে ক্রোকাবদ্ধ গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহ ও প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, ক্রোককারী কর্মকর্তা সার্টিফিকেট ধারককে ক্রোকস্থলে উহার খাদ্য সরবরাহের দরুন খরচ পরিশোধ অথবা আদালতে স্থানান্তর সংক্রান্ত ব্যয় বহন করিবার জন্য তলব করিবেন, যদি সার্টিফিকেট ধারক উহার কোনো ব্যবস্থাই না করিতে পারেন তাহা হইলে ক্রোককারী কর্মকর্তা এতদ্বিষয়ে অবিলম্বে, সার্টিফিকেট অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে তিনি উক্ত ক্রোক প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৩৪। নিরাপদ হেফাজত এবং যথাযথ খাদ্য সরবরাহে নাজিরের দায়িত্ব।- যেক্ষেত্রে ক্রোকাবদ্ধ গবাদি পশু আদালতে আনীত হয়, ক্রোকাবদ্ধ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত নাজির উক্ত গবাদি পশুর নিরাপদ হেফাজত ও যথাযথ খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩৫। সরকারি খোয়াড়ে গবাদি পশুর নিরাপদ হেফাজত।- আদালতের নিকটবর্তী কোনো স্থানে অথবা আদালত যেখানে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে কোনো সরকারি খোয়াড় থাকিলে, সেইস্থানে নাজির স্বেচ্ছায় যতগুলি পশু রাখা যায় ততগুলি রাখিতে পারিবেন, এই ক্ষেত্রে খোয়াড় রক্ষক উক্ত পশু সম্পদের জন্য নাজিরের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং উহার স্থান সংকুলান করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কারণে, অনুরূপভাবে বর্ণিত খোয়াড়ে আটক পশুর ক্ষেত্রে যে হারে মাশুল প্রদেয় হয় সেই অনুপাতে মাশুল গ্রহণ করিবেন।

৩৬। গবাদি পশু হেফাজত সংক্রান্ত নাজিরের দায়িত্ব।- যদি এমন কোনো খোয়াড় সহজে পাওয়া না যায় অথবা যদি সার্টিফিকেট অফিসার ক্রোকাবদ্ধ গবাদি পশু রাখা অসুবিধাজনক মনে করেন, তাহা হইলে নাজির তাহার নিজ

আজ্ঞিনায় অথবা স্বীয় মনোনীত এবং সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্বাসযোগ্য যেকোনো ব্যক্তির নিকট রাখিতে পারিবেন। উক্ত সম্পদের হেফাজতের জন্য নাজির সকল ক্ষেত্রে দায়ী থাকিবেন।

৩৭। বিভিন্ন বর্ণনার গবাদি পশুর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়ের নির্ধারিত হারের অনুমোদন।- বিভিন্ন বর্ণনার গবাদি পশুর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে, প্রদেয় ব্যয়ের হার কালভেদে এবং সরেজমিন পরিস্থিতি বিবেচনায় ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়ের নির্ধারিত হারে অনুমোদন সময় সময় নির্ধারণ করিতে পারিবেন। কালেক্টর এইরূপ নির্ধারণের যেকোনো রূপ পরিবর্তন উপযুক্ত বিবেচনায় রদবদল করিতে পারিবেন।

৩৮। প্রকৃত আটকের দ্বারা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক পদ্ধতিতে ধার্য ফিস।- (১) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আটক দ্বারা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য পরোয়ানা জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে ফিস ধার্য হইবে, এবং এইরূপ সম্পত্তি ক্রোকের জন্য নিয়োজিত অফিসারকে একটি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যাহাতে বর্তমান ধারা অনুসারে পরিশোধিত ফিসের মেয়াদ উল্লেখ থাকিবে।

(ক) যেক্ষেত্রে মামলার বিষয়বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য = ১০০০ টাকার অধিক সেইক্ষেত্রে-

টাকা-আনা-পাই

(অ) ক্রোকাদেশ বলে আটক বাবদ ... ...

২-০-০

(আ) এইরূপে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে; যখন এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত দখলে থাকে, দিনপ্রতি ০-৬-০

(খ) যেখানে মামলার বিষয়বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য = ১০০০/- টাকা অথবা উহার কম, কিন্তু ৫০/- টাকার অধিক-

টাকা-আনা-পাই

(অ) ক্রোকাদেশ বলে আটক বাবদ ১-০-০

(আ) এইরূপে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে; যখন এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত দখলে থাকে, দিনপ্রতি ০-৪-০

টিকা (১)।- যখন প্রকৃত অর্থে অস্থাবর সম্পত্তি আটক করত ক্রোক করিবার জন্য পরোয়ানা জারি করা হয়, তখন আপাতত বলবৎ আইনের ধারা ১৩ ও ১৪ মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থার ফলে উপরিউক্ত বিধির অধীন ধার্যকৃত ফিস্ আদায় করা যাইবে। এই পর্যায়ে, ১৯৩৪ সনের বেঙ্গল প্রাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিউর ম্যানুয়েলের ১৮ পৃষ্ঠায় ১৬৬ (ক) বিধিতে কোনো সাধারণ নির্বাহী রাজস্ব পরোয়ানা বাবদ বার (,) আনা ফিস্ যাহা সার্টিফিকেট দাবির প্রাথমিক পর্যায়ে, এই আইনের ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংযোজিত হয়, উহা পুনরায় আরোপ করা যাইবে না।

টিকা (২)।- প্রকৃত আটক সাপেক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পর পরোয়ানা দ্বারা সার্টিফিকেট পাওনা আদায়ের চেষ্টা সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যর্থতায় পুনরায় জারি করা হইলে উপরিউক্ত বিধি মোতাবেক ধার্যকৃত ফিস্ যা, পরোয়ানা, নেজারতের কর্মচারীদের কোনো ভুল বা ত্রুটির কারণে পুনরায় জারি করিতে হয়, সেইক্ষেত্র ব্যতীত, নূতনভাবে আরোপ করা যাইবে।

(গ) যেখানে মামলার বিষয়বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য ৫০/- টাকা অথবা উহার কম,

টাকা আনা পাই

(অ) ক্রোকাদেশ বলে আটক বাবদ ০ ৮ ০

(আ) এইরূপে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে; যখন এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত দখলে থাকে, দিনপ্রতি ০-৪-০

(২) যেক্ষেত্রে একই কিংবা প্রতিবেশি গ্রাম সম্পর্কিত কিছু সংখ্যক মামলায় ক্রোকী পরোয়ানা ইস্যু করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপরিউক্ত ফি (ক) প্রত্যেক মামলা বাবদ দেয় এবং দৈনিক ফি, (খ) কেবল কার্যক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দিতে হইবে। সার্টিফিকেট অফিসার যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিন বাবদ; পরোয়ানা গ্রহণের সময় দৈনিক ফি (খ) প্রদত্ত হইবে, তবে উক্ত অফিসার সম্পত্তির দখলে না থাকিলে কেবল যাতায়াত, ক্রোক কার্যকরকরণ ও প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় দৈনিক ফি প্রদান করা যাইবে। সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক নথিভুক্ত তালিকায় যদি দেখা যায় যে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা উহার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচের পরিমাণ অধিক হইতে পারে, তাহা হইলে সার্টিফিকেট অফিসার বিধি ১৫ এর মর্মানুসারে দৈনিক ফি ধার্য করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীন সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক কোনো কারণবশত নির্ধারিত সংখ্যক দিন, যাহার জন্য ফিস্ প্রদান করা হইয়াছে তদপেক্ষা বেশি, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক আরও প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিন ধার্য করিবার জন্য সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট আবেদন করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ফিস্ উপবিধি (৩) অনুসারে প্রদান করিতে হইবে।

টিকা (৩)।- "মামলার বিষয়বস্তুর আর্থিক পরিমাণ অথবা মূল্য" অভিব্যক্তি দ্বারা মূল দাবি বুঝাইবে, যাহা ধারা ১০ অনুসারে অনুবর্তীকালে আনীত কোনো সংশোধনী সাপেক্ষে ধারা ৪ কিংবা ধারা ৬ অনুসারে স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেটের মূলদাবি।

টিকা (৪)।- সার্টিফিকেটের পাওনা আদায় পাওনা আদায় প্রচেষ্টা সামগ্রিক বা আংশিকভাবে ব্যর্থতায় পুনরায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করা হইলে উপরিউক্ত বিধি মোতাবেক নির্ধারিত ফিস্; পরোয়ানা নেজারতের কোনো কর্মচারীর ভুল বা ত্রুটির কারণে পুনরায় জারি করার ক্ষেত্র ব্যতীত নূতনভাবে আরোপ করা যাইবে।

টিকা (৫)।- উপরিউক্ত বিধি অনুসারে ধার্যযোগ্য ফিস্ ব্যতীত এবং ১৯৩৪ সনের প্রাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিউর ম্যানুয়েল এর ১৮ নং পৃষ্ঠার ১৬৬(গ) বিধির অধীন ধার্য্য নৌকার ভাড়া আদায়যোগ্য।

এইরূপে ধার্যকৃত অতিরিক্ত ফিস্ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে এবং যে সময়ের জন্য ফিস্ প্রদান করা হইয়াছে সেই সময় অন্তে এইরূপ ক্রোকের অবসান ঘটিবে।

গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুর ফি।- (৩) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলায় পদ্ধতিগতভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে ফিস্ ধার্য করা হইবে:

(অ) সার্টিফিকেট মূল্য ৫০ টাকা বা উহার কম হইলে ১ টাকা

(আ) সার্টিফিকেট মূল্য ১০০০ টাকা অথবা উহার কম, কিন্তু ৫০ টাকার বেশি হইলে ৪ টাকা

(ই) সার্টিফিকেট মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে ১০ টাকা

(৪) এই বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস্ পরোয়ানা জারি কিংবা কার্যকরকরণের আবেদন দাখিল করিবার সময় অগ্রিম প্রদেয় হইবে এবং উল্লেখ্য আবেদনপত্র বৈধভাবে দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প ফি'র অতিরিক্ত কোর্ট ফি স্ট্যাম্প আবেদনপত্রের সহিত আঁটিয়া দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত অগ্রিম ফি পরিশোধিত হইবে।

৩৮ক। হেফাজতের ফেরত।- হেফাজত ফিস্ ফেরত প্রদত্ত হইলে সকল ক্ষেত্রেই ৮নং রেজিস্টারে লিখিত হইবে এবং দাবি গ্রহণযোগ্য কিনা তৎসম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হইবে। যদি রিপোর্টদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরত প্রদান মঞ্জুর যোগ্য, তাহা হইলে কালেক্টর, যে কাগজে কোর্ট ফি স্ট্যাম্প লাগানো হইয়াছে উহার উল্টা পৃষ্ঠায় তাহাকে অর্থ প্রদানের আদেশ দান সাপেক্ষে ক্ষমতা প্রদান করিবেন। প্রদত্ত ফেরত "৯ স্ট্যাম্পস ফেরত বাদ" খাতের অধীন সমন্বয়যোগ্য হইবে।

দাবি ও অভিযোগ অনুসন্ধান

৩৯। সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক অনুসন্ধান।- (১) সার্টিফিকেট জারি কার্যকরকরণে ক্রোক বা বিক্রয়াধীন কোনো সম্পত্তি, অনুরূপভাবে ক্রোক বা বিক্রয়যোগ্য নহে বলিয়া কোনো কারণে দাবি বা আপত্তি দাখিল করা হইলে, সার্টিফিকেট অফিসার উত্থাপিত দাবি বা আপত্তির কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো দাবি বা আপত্তি অনুসন্ধান করা যাইবে না, যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার মনে করেন যে, উক্ত দাবি বা আপত্তি অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কিংবা অহেতুক বিলম্ব ঘটাইবার উদ্দশ্যে উত্থাপিত হইয়াছে।

(২) যে সম্পত্তির বিষয়ে উক্তরূপ দাবি বা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, উহা ইতোমধ্যে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিলে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসার উল্লিখিতরূপ দাবি বা আপত্তির তদন্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় মুলতুবি করিতে পারিবেন অথবা আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, নিরাপত্তার কারণ ব্যতিরিকে; সেইরূপ শর্তে স্থগিত রাখিবেন।

৪০। সাক্ষ্য উপস্থাপন করা।- অবশ্যই দাবিদার বা আপত্তি উত্থাপনকারী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে,

(ক) (স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির তারিখ; অথবা

(খ) (অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ক্রোক করিবার তারিখে,

সার্টিফিকেট দেনাদার কিংবা তাহার জিম্মায় অন্য কোনো ব্যক্তির দখলে বা তাহাকে খাজনা প্রদানকারী কোনো প্রজা কিংবা খাজনা পরিশোধকারী অন্য কোনো ব্যক্তির ভোগ দখলে ছিল না অথবা উক্ত তারিখে সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলে থাকিলেও তাহা নিজের হিসাবে বা নিজের সম্পত্তিরূপে দখলে ছিল না বরং অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি জিম্মায় বা আংশিকভাবে নিজের স্বত্ব হিসাবে এবং আংশিকভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির হিসাবে কেবল তাহার দখলে ছিল মাত্র, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক অথবা তাহার মতে উপযুক্ত পরিমাণ অংশ ক্রোক অথবা বিক্রয় ব্যবস্থা হইতে অবমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪১। ক্রোক বা বিক্রয়ের আওতা হইতে সম্পত্তির অবমুক্তি।- যেক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত তদন্ত সাপেক্ষে সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বর্ণিত কারণে দাবি বা আপত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি-

(ক) (স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির তারিখে; অথবা

(খ) (অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ক্রোক করিবার তারিখে,

সার্টিফিকেট দেনাদার কিংবা তাহার জিম্মায় অন্য কোনো ব্যক্তির দখলে বা তাহাকে খাজনা প্রদানকারী কোনো প্রজা কিংবা খাজনা পরিশোধকারী অন্য কোনো ব্যক্তির ভোগ দখলে ছিল না, অথবা উক্ত তারিখে সার্টিফিকেট দেনাদারের দখলে থাকিলেও তাহা নিজের হিসাবে বা নিজের সম্পত্তিরূপে দখলে ছিল না বরং অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি জিম্মায় বা আংশিকভাবে নিজের স্বত্ব হিসাবে এবং আংশিকভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির হিসাবে কেবল তাহার দখলে ছিল মাত্র, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ বা উহার যথোপযুক্ত অংশ ক্রোক বা বিক্রয় প্রক্রিয়া হইতে অবমুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪২। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির দাবি প্রত্যাখ্যান।- যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উল্লিখিত তারিখে, উক্ত সম্পত্তিটি অন্য কোনো ব্যক্তির হিসাবে নহে বরং সার্টিফিকেট দেনাদারের স্বীয় সম্পত্তি হিসাবেই তাহার দখলে ছিল অথবা তৎপক্ষে তাহার জিম্মাদার অন্য কোনো ব্যক্তির কিংবা প্রজার ভোগ দখলাধিকারে ছিল; সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উক্তরূপ দাবিটি প্রত্যাখান করিবেন।

৪৩। ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়েরের অধিকার সংরক্ষণ।- যেক্ষেত্রে কোনো দাবি বা আপত্তি উত্থাপনের পর কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদত্ত হয়, সেইক্ষেত্রে যাহার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া হয়; বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিতর্কিত সম্পত্তিতে যে অধিকার দাবি করেন তাহা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন। কিন্তু এইরূপ মোকদ্দমার ফলাফলের ভিত্তিতে (যদি থাকে) উক্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

সাধারণভাবে বিক্রয়

৪৪। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দানের ক্ষমতা।- সার্টিফিকেট জারি কার্যক্রম গ্রহণকারী যেকোনো সার্টিফিকেট অফিসার এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, বিক্রয়ের জন্য দায়বদ্ধ যেকোনো সম্পত্তি অথবা

উহার এমন কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ-বিশেষ যাহা সার্টিফিকেটের দাবি পূরণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহা বিক্রয় করা হইবে।

৪৫। বিধি ১৫ এর মর্মানুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তি অথবা অনধিক ৪০ টাকার মূল্যের সম্পত্তি বিক্রয়।- বিধি ১৫ এর বিধান অনুসারে অনধিক ৪০ টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অকুস্থলে অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ বিক্রয় প্রয়োজন অনুযায়ী পিয়নগণই সম্পন্ন করিবেন যদি তাহারাই ক্রোককারী কর্মকর্তা হন। উহার অধিক মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি বিধি ৪৬ এর অধীন কেবল ইশতেহার জারির পর অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু ভাল দরে বিক্রয়ার্থে সুবিধাজনক মনে হইলে উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় অকুস্থলে, সদরে অথবা মহকুমা সদর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, যদি যথাস্থান, এবং সময় ইশতেহারে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পিয়নদের চাইতে উচ্চতর মর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে, যখন সম্পত্তির মূল্য ৫০ টাকার অধিক ধার্য হয় তখনই ইশতেহার জারি করিতে হইবে। যদি উহার মূল্য ৪০ টাকা হইতে ৫০ টাকার মধ্যে হয়, তাহা হইলে কালেক্টর অথবা সার্টিফিকেট অফিসার তদুদ্দেশ্য বিবেচনাপূর্বক বিশেষ নির্দেশ দ্বারা একজন পিয়ন নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৪৬। প্রকাশ্য নিলামের উদ্দেশ্যে বিক্রয় ইশতেহার।- (১) যেক্ষেত্রে ৪০ টাকার অধিক মূল্যমানের কোনো স্থাবর সম্পত্তি কিংবা কোনো অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় আদেশ হয়, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার জেলা আদালতের ভাষায় অভিষ্ট বিক্রয় সংক্রান্ত ইশতেহার প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) এইরূপ ইশতেহার সার্টিফিকেট দেনাদারের প্রতি নোটিশ জারির পর প্রকাশ করিতে হইবে, এবং বিক্রয়ের সঠিক স্থান ও সময় সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে যথাসম্ভব তথ্যাদি বর্ণিত থাকিবে,-

(ক) বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি;

(খ) (যেক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি কোনো স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এস্টেট কিংবা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এস্টেটের অংশ হয় যাহা হইতে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করা হয়) এস্টেট বা এস্টেটের অংশের উপর ধার্যকৃত রাজস্ব;

(গ) উক্ত বিক্রয়াদেশে প্রদত্ত আদায়যোগ্য দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ; এবং

(ঘ) অন্য যেকোনো কিছু; উক্ত সম্পত্তির প্রকৃতি ও বাস্তবিক মূল্যমান সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ক্রেতার গোচরীভূত করা আবশ্যক বলিয়া সার্টিফিকেট অফিসার বিবেচনা করেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো প্রজাসত্ত্ব, অথবা কোনো রায়তি জোত সংক্রান্তে বকেয়া খাজনার দায়ে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি [১][* * *] প্রজাসত্ত্ব আইন, ১৮৮৫ এর অধ্যায় ১৪ প্রযোজ্য এইরূপ কোনো স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত, সেইক্ষেত্রে উক্ত ইশতেহারে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হইবে যে, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত-জমা নিবন্ধিত ও বিজ্ঞাপিত দায় সাপেক্ষে নিলাম বিক্রয় হইবে, এবং নিলাম ডাকের অর্থ যদি সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ ও খরচাদি পরিশোধের নিমিত্তে পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সম্পত্তিটি উল্লিখিত সকল দায় সাপেক্ষে বিক্রয় করা হইবে; এবং অন্যথায় উহা, সার্টিফিকেট ধারকের ইচ্ছানুযায়ী পরবর্তী দিনে, সকল দায় রদ করিবার ক্ষমতা সহকারে বিক্রয় হইবে, যাহা নোটিশে উল্লেখ থাকিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো দখলীজোত [২][* * *] প্রজাসত্ত্ব আইন, ১৮৮৫ এর অধ্যায় ১৪ প্রযোজ্য স্থানীয় এলাকার মধ্যে অবস্থিত, উহার বকেয়া খাজনার দায়ে সার্টিফিকেট জারি কার্যক্রমে বিক্রয়যোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত ইশতেহারে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উল্লিখিত জোত সকল দায় রদ করিবার ক্ষমতা সহকারে বিক্রয় হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক একজন সহ-অংশীদার ভূ-স্বামী এবং সার্টিফিকেটটি কেবল তাহার অংশের খাজনা বাবদ হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-দফা (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৬) ইশতেহারে উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নির্ধারণের নিমিত্তে, সার্টিফিকেট অফিসার সমন প্রদানযোগ্য যেকোনো ব্যক্তিকে সমন দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ গৃহীত যেকোনো বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করত তাহার দখলভুক্ত কোনো দলিল বা তৎসম্পৃক্ত ক্ষমতা (সম্বলিত দলিল) পেশ করিতে নির্দেশ দিবেন।

৪৭। ইশতেহার কার্যকর করিবার পদ্ধতি।- (১) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিটি ইশতেহার অনুরূপ কোনো স্থানের উপর বা উহার নিকটবর্তী কোনো স্থানে ঢোল সহরত বাজাইয়া কিংবা অন্যকোনো প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রচার করিতে হইবে এবং ইশতেহারের একটি অনুলিপি সার্টিফিকেট অফিসারের দপ্তরের বিশেষ কোনো প্রকাশ্য অংশে লটকাইয়া দিতে হইবে।

(২) সার্টিফিকেট অফিসারের নির্দেশক্রমে অনুরূপ ইশতেহার সরকারি গেজেটে অথবা স্থানীয় সংবাদপত্রে অথবা উভয় পদ্ধতিতে প্রকাশিত হইতে পারে; এবং এইরূপ প্রকাশনার খরচ বিক্রয়ের খরচার ন্যায় গণ্য হইবে।

(৩) [১][* * *] প্রজাসত্ব আইন, ১৮৮৫ এর অধ্যায় ১৪ যে এলাকায় বলবৎ রহিয়াছে যদি ঐরূপ এলাকায় অবস্থিত নির্ধারিত হারের মধ্যস্বত্ব, কোনো রায়তি-জোত, অথবা দখলী জোত উহার বকেয়া খাজনা পাওনার দায়ে সার্টিফিকেট জারি কার্যক্রমের দ্বারা বিক্রয়যোগ্য হয়, তাহা হইলে ইশতেহারটি জোতটির *মালকাচারী* কিংবা উহার খাজনা আদায়ের অফিসে এবং স্থানীয় থানায় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি পৃথকভাবে বিক্রয়ের লক্ষ্যে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অংশের জন্য পৃথক পৃথক ইশতেহার প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে না, যদিনা সার্টিফিকেট অফিসার মনে করেন যে, উক্ত বিক্রয়ের যথার্থ নোটিশ, অন্য কোনো পদ্ধতিতে প্রদান করা সম্ভব হইবে না।

৪৮। বিক্রয়ের সময়।- বিধি ১৫ তে বর্ণিত শর্তাধীন বিবেচিত সম্পত্তির বিষয় ব্যতীত, সার্টিফিকেট দেনাদারের লিখিত সম্মতি ব্যতীত ইশতেহারের অনুলিপি যে তারিখে সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসের বিশেষ কোনো অংশে; অথবা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে তারিখে উহার কোনো বিশিষ্ট অংশে লাগানো হইয়াছে তন্মধ্যে হিসাব করিয়া, স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ত্রিশ দিন শেষ না হইলে এই বিধির নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে এলাকায় [২][* * *] প্রজাসত্ব আইন, ১৮৮৫ এর অধ্যায় ১৪ বলবৎ রহিয়াছে সেই এলাকায় অবস্থিত নির্ধারিত হারের মধ্যস্বত্ব, রায়তি জোত, অথবা দখলী জোত যদি উহার বকেয়া খাজনা পাওনার দায়ে সার্টিফিকেট জারির নিমিত্ত নিলাম বিক্রয়যোগ্য হয়, তাহা হইলে সার্টিফিকেট দেনাদারের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে-

(ক) যে তারিখে সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসের বিশেষ কোনো প্রকাশ্য স্থানে ইশতেহারের অনুলিপি লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অথবা

(খ) যে তারিখে এস্টেটের মালকাচারী কিংবা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির খাজনা আদায়ের অফিসে কিংবা স্থানীয় থানায় প্রকাশিত ইশতেহারের অনুলিপি লটকাইয়া জারি করা হইলে, যেখানে সর্বশেষে জারি হইয়াছে,

উক্ত জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইবে না।

৪৯। সার্টিফিকেট ধারক কর্তৃক সম্পত্তি ক্রয়।- (১) সার্টিফিকেট জারিতে যে সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইবে, উক্ত সার্টিফিকেট ধারক সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের প্রকাশ্য পূর্বানুমতি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির নিলাম ডাকিতে কিংবা নিলাম খরিদ করিতে পারিবেন না।

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(২) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক পূর্বোল্লিখিতরূপে অনুমতিক্রমে খরিদ করেন, সেইক্ষেত্রে, নিলাম ক্রয়মূল্য এবং সার্টিফিকেটে বর্ণিত পাওনা অর্থের মধ্যে সমন্বয় করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে সার্টিফিকেট অফিসার সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেটের দাবি সম্পূর্ণ বা আংশিক পূরণ হইয়াছে মর্মে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো সার্টিফিকেট-ধারক নিজে অথবা অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে অনুরূপ পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিলাম খরিদ করিবেন, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার উপযুক্ত বিবেচনায় সার্টিফিকেট দেনাদার কিংবা অন্য যে ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়াছে তাহার আবেদনক্রমে উক্ত নিলাম বিক্রয় আদেশ দ্বারা নাকচ করিতে পারিবেন, এবং এতৎসংক্রান্ত সকল ব্যয় সার্টিফিকেট-ধারক কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে সরকার সার্টিফিকেট-ধারক হয় সেইক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

৫০। বিক্রয় বন্ধ অথবা মুলতুবি রাখা।- (১) সার্টিফিকেট অফিসার তাহার স্বীয় অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলে এতৎসম্পর্কিত কোনো বিক্রয় নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় পর্যন্ত মুলতুবি রাখিতে পারিবেন; এবং এইরূপ বিক্রয় পরিচালনাকারী অফিসার, মুলতুবির কারণ লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিক্রয় মুলতুবি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বিক্রয়টি সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসে অথবা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসারের অনুমতি ব্যতীত এইরূপ বিক্রয় মুলতুবি করা যাইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে উপবিধি (১) অনুসারে বিক্রয় এক পঞ্জি মাসের অধিক কালের জন্য মুলতুবি করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে বিধি ৪৭ এর অধীন সার্টিফিকেট দেনাদার গোচরীভূত হওয়ার পর উহা বাদ দিতে সম্মতি প্রদান না করিলে নূতন ইশতেহার জারি করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেকটি বিক্রয় বন্ধ হইবে যদি, দরপত্র খোলার পূর্বেই দেনা ও খরচা (বিক্রয় খরচাসহ) বিক্রয় পরিচালনাকারী অফিসারকে প্রদান করা না হয় এবং তাহার সন্তোষ মোতাবেক প্রমাণ না দেওয়া হয় যে, অনুরূপ দেনা ও খরচার অর্থ উক্ত বিক্রয়ের আদেশ দানকারী সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রদত্ত হইয়াছে।

৫১। পুনঃবিক্রয়ে লোকসানের জন্য খেলাপী ক্রেতার উত্তরদায়।- ক্রেতার কোনোরকম ত্রুটি বা খেলাপের দরুন পুনঃবিক্রয়ে যেকোনোরূপ মূল্যহ্রাসজনিত ঘাটতি, এবং অনুরূপ পুনঃবিক্রয় সংক্রান্ত সকল ব্যয়, বিক্রয় অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা কিংবা, তজ্জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করা হইবে এবং এই আইনে বর্ণিত বিধান অনুসারে সার্টিফিকেট-ধারক অথবা সার্টিফিকেট-দেনাদারের ধারণাক্রমে খেলাপি ক্রেতার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না যদিনা পুনঃবিক্রয়ের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে তাহা দাখিল করা হয়।

৫২। নিলাম ডাকে কিংবা খরিদ করিতে অফিসারদের উপর বিধি-নিষেধ।- যেকোনো বিক্রয় সংক্রান্ত কর্মে নিয়োজিত কোনো অফিসার অথবা অনুরূপ কর্মে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রীত সম্পত্তিতে নিহিত কোনো স্বার্থ অর্জন বা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিলাম ডাক দিবেন না।

৫৩। খোয়াড়ের ফিস আরোপ।- (১) সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন কোনো বিক্রয়ের আদায়কৃত সাকুল্য অর্থের উপর, শতকরা হারের উপর অথবা খোয়াড়ের মাসুল বাবদ প্রত্যেকটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০০০/- টাকা পর্যন্ত সাকুল্য অর্থ বাবদ শতকরা ২ ভাগ হারে এবং সাকুল্য অর্থের পরিমাণ ১০০০/- টাকার অধিক হইলে অতিরিক্ত অর্থ বাবদ শতকরা ১ ভাগ হারে আরোপযোগ্য হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন আরোপযোগ্য শতকরা হার অথবা খোয়াড় মাশুল নিলাম খরিদ্দার কর্তৃক (সার্টিফিকেট ধারক অথবা অপর কোনো ব্যক্তি) অনতি বিলম্বে তাহার ডাক গ্রহণকারী আদালতে কোর্ট ফিস্ স্ট্যাম্প আকারে পরিশোধ করিতে হইবে, এবং সেই মোতাবেক উক্ত নিলাম বিক্রয় পরিপূর্ণ হইবে।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীন আরোপযোগ্য শতকরা হার বহুবিধ হিসাবকৃত ২৫ টাকা ধরে হিসাব করিতে হইবে অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ ১০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রত্যেক ২৫ টাকার বা উহার অংশবিশেষের জন্য আট আনা হারে খোয়াড় মাসুল

এবং বিক্রয়লব্ধ মুনাফা ১০০০/- টাকার অধিক হইলে প্রত্যেক ২৫ টাকা বা উহার অংশবিশেষের জন্য চার আনা হারে অতিরিক্ত ফিস্ আরোপ করা যাইবে।

(৪) কেবল যেক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট পরিতুষ্টির জন্য কয়েকটি সম্পত্তি বিক্রয় হয়, সেইক্ষেত্রে মাত্র একটি খোয়াড় মাসুল, বিক্রয়লব্ধ সাকুল্য অর্থের উপর হিসাব করিয়া আরোপ করা যাইবে; যাহা ১০০০/- টাকা পর্যন্ত সাকুল্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাবদ শতকরা ২ ভাগ এবং এইরুপ ১০০০/- টাকার অধিক অর্থ বাবদ শতকরা ১ ভাগ হারে মাসুল আরোপিত হইবে।

(৫) সার্টিফিকেট কার্যকরকরণ দ্বারা লব্ধ অর্থ এতদুদ্দেশ্যে আদালতের বাহিরে লিখিত দরখাস্ত দ্বারা যথাস্থানে জমা দেওয়া যাইবে।

(৬) যে সকল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-ধারক বিধি ৪৯ এর উপবিধি (১) অনুযায়ী খরিদ করিবার অনুমতির জন্য আবেদন করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থের বিপরীতে দাবিকৃত অর্থের সমন্বয় সাধনের আদেশ উক্ত আবেদনক্রমে প্রদত্ত হইবে না। যদি কোনো সার্টিফিকেট ধারক নিলাম খরিদ্দার অনুরূপ কোনো সমন্বয় সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি তদুদ্দেশ্যে খোয়াড় মাসুল প্রদানের সময় আলাদাভাবে একখানি আবেদন দাখিল করিবেন।

(৭) যখন ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নাকচ করা হয়, তখন উপবিধি (২) অনুযায়ী নিলাম খরিদ্দার (সার্টিফিকেট ধারক অথবা অপর কোনো ব্যক্তি) কর্তৃক প্রদত্ত খোয়াড় মাসুল, সার্টিফিকেট দেনাদার কিংবা যে ব্যক্তির মাধ্যমে বিক্রয়টি নাকচ করা হইয়াছে তৎকর্তৃক প্রদানের নিমিত্তে সার্টিফিকেট অফিসার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৪। সার্টিফিকেটে খরচা ইত্যাদি সংযোজন এবং সার্টিফিকেট অর্থ উহার অধিক ক্রয়মূল্য সার্টিফিকেট ধারক কর্তৃক প্রদান।- উপরিউক্ত বিধি ৫৩ এর উপবিধি (৬) তে উল্লিখিত আবেদন শুনানি অন্তে সার্টিফিকেট জারি কার্যকরকরণের খরচা, খোয়াড় মাসুলসহ সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ ও অনুরূপ খরচা অপেক্ষা অধিক সেই সকল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ধারক নিলাম খরিদ্দার সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট, সার্টিফিকেটের অর্থ ও অনুরূপ খরচা কর্তনের পর ক্রয়মূল্যের উদ্বৃত্ত অংশের শতকরা ২৫ টাকা হারে প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট অর্থ বিধি ৫৯ অনুসারে বিক্রয়ের দিন হইতে ১৫তম দিন অথবা উহার পূর্বে পরিশোধ করিবেন।

৫৪ক। ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণের নিমিত্তে সার্টিফিকেট-ধারকের দাবির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট দেনাদার যে সময়ের মধ্যে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন উহার সময়সীমা।- কোনো সার্টিফিকেট অফিসার যদি ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর বিধান অনুযায়ী কোনো অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্তে সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবরে আবেদন করেন, তাহা হইলে সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট দেনাদারের প্রতি নোটিশ জারি করিবেন, যিনি নোটিশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত দাবির বিরোধিতা করিতে পারিবেন। যদি সার্টিফিকেট দেনাদার উক্ত দাবির বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে সার্টিফিকেট অফিসার ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত বিরোধিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে দাবির অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। যদি সার্টিফিকেট দেনাদার উক্তরূপ দাবির বিরোধিতা না করেন, তাহা হইলে সার্টিফিকেট-ধারক কর্তৃক দাবিকৃত অর্থ উক্ত ত্রিশদিন অতিবাহিত হইবার পর উল্লিখিত ধারার উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) তে বর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে সার্টিফিকেট-ধারককে প্রদান করা হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

৫৫। কৃষি উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়।- (১) যেক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি কৃষি উৎপাদিত পণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে-

(ক) যদি এইরূপ পণ্য বাড়ন্ত ফসল হয়, তাহা হইলে যেই জমিতে উহা উৎপন্ন হইয়াছে সেই জমিতে অথবা উহার নিকটতম স্থানে; অথবা

(খ) এইরূপ উৎপাদিত শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইয়া থাকিলে উহার মাড়াই করা, দানা ছাড়ানো বা চূর্ণ করা বা অনুরূপ কাজের স্থানে অথবা শষ্য বা খড়ের গাদা বা যেখানে উহা জমা করা হইয়াছে সেই স্থানে কিংবা উহার নিকটবর্তী স্থানে:

তবে শর্ত থাকে যে, সার্টিফিকেট অফিসারের সরাসরি নির্দেশক্রমে; যদি তিনি শস্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে জনবসতির নিকটতম স্থানে বিক্রয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছে-

(ক) বিক্রয় পরিচালনাকারী ব্যক্তির প্রাক্কলিত ন্যায্য মূল্যে খরিদের প্রস্তাব না পাইলে; এবং

(খ) শস্য পণ্যাদির মালিক, অথবা তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরবর্তী দিবস পর্যন্ত বিক্রয় স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন করিলে, অথবা যদি বিক্রয়স্থলে পরবর্তী হাট বারে কোনো বাজার অনুষ্ঠিত হয়,

তদানুযায়ী বিক্রয়টি স্থগিত রাখিতে হইবে, এবং অতঃপর উক্ত পণ্য সামগ্রী প্রস্তাবিত যেকোনো মূল্যে বিক্রয়সম্পন্ন করিতে হইবে।

৫৬। বাড়ন্ত ফসল সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা।- (১) যেক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি বাড়ন্ত ফসল হয়, এবং এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, উহা গুদামজাত করিতে হয় কিন্তু গুদামজাত করা হয় নাই, তাহা হইলে এইরুপে উহার বিক্রয়ের দিন ধার্য করিতে হইবে যেন উক্ত ফসল অনুরূপ নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বেই গুদামজাত করা সম্ভব হয়, এবং যতক্ষণ না উক্ত শস্যাদি কর্তন, সংগৃহীত ও গুদামজাত করিবার নিমিত্তে প্রস্তুতি গ্রহণ করা না হয় ততক্ষণ নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে ফসল এইরূপ প্রকৃতির হয় যে উহা গুদামজাত করার উপযোগী নহে, অথবা কাঁচা অবস্থায় (যেমন কাঁচা গম) বিক্রয় করা যাইতে পারে; এবং খরিদ্দার ফসলের জমিতে প্রবেশ করত উহার পরিচর্যা, কর্তন অথবা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করিবার অধিকারী হইবেন।

৫৭। প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয়।- (১) যেক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লটের মূল্য বিক্রয়কালীন পরিশোধ করিতে হইবে অথবা অনতিবিলম্বে বিক্রয় পরিচালনাকারী অফিসার কিংবা নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তির নির্দেশের পর প্রদান করিতে হইবে, এবং মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উক্ত সম্পত্তি অনতিবিলম্বে পুনঃবিক্রয় করিতে হইবে।

(২) ক্রয়মূল্য পরিশোধের পর, বিক্রয় অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী কর্মকর্তা অথবা কোনো ব্যক্তি ক্রয়মূল্য বাবদ রসিদ প্রদান করিবেন এবং তাৎক্ষণিক উক্ত বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তি সার্টিফিকেট দেনাদার এবং কোনো সহ-মালিকের পণ্যের শেয়ার হয় এবং এইরূপ সহ-মালিক সহ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির কোনো লটের জন্য যথাক্রমে একই ডাক দেন, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ডাকটি সহ-মালিকের ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৮। অনিয়ম বিক্রয় অকার্যকর করে না; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা করিতে পারে।- অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত প্রকাশনা অথবা বিক্রয় সংঘটনের বিষয়ের কোনো অনিয়মের দরুন বিক্রয়টি বাতিল হইবে না; কিন্তু কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ অনিয়ম সংঘটনের ফলে অন্য কোনো ব্যক্তি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে ক্ষতিপূরণ অথবা (যদি এইরূপ ব্যক্তি ক্রেতা হয়) উক্ত সুনির্দিষ্ট সম্পত্তি আদায়ের জন্য অথবা এইরূপ আদায়ে ব্যর্থ হইলে দেওয়ানি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন।

৫৯। অস্থাবর সম্পত্তি, দেনা ও শেয়ার হস্তান্তর।- (১) যেক্ষেত্রে বিক্রীত সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে জব্দ করা হইয়াছে উহা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে বিক্রীত সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা সার্টিফিকেট দেনাদার ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তির দখলে রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে দখলদারকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতার নিকট দখল হস্তান্তর করিতে এবং একমাত্র ক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট সম্পত্তির দখল হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণে দখলদারকে উক্ত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে বিক্রীত সম্পত্তি কোনো দেনা হয়, যাহা কোনো হস্তান্তরযোগ্য দলিল দ্বারা সুরক্ষিত নয়, অথবা কোনো কর্পোরেশনের শেয়ার হয়, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসারের লিখিত আদেশ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অর্পণ সম্পন্ন করিতে হইবে এইরূপ আদেশে পাওনাদারকে দেনা বা উহার সুদ গ্রহণ করিতে এবং দেনাদারকে ক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দেনা পরিশোধ করিতে অথবা যাহার নামে শেয়ার প্রচলিত রহিয়াছে তাহাকে উক্ত শেয়ার ক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে কিংবা তৎসংক্রান্ত মুনাফা বা সুদ বাবদ প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিতে, এবং ক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট অনুরূপ কোনো হস্তান্তর বা অর্থ প্রদানের অনুমতি দিতে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো যথাযথ কর্মকর্তাকে নিষেধ করা হয়।

৬০। হস্তান্তরযোগ্য দলিল এবং শেয়ার হস্তান্তর।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো দলিলের কার্য সম্পাদন কিংবা যাহার নামে কোনো বিনিময়যোগ্য দলিল বা কর্পোরেশনের শেয়ার চালু রহিয়াছে, যাহা হস্তান্তরের জন্য অনুরূপ দলিলে বর্ণিত উহার মালিক বা শেয়ার মালিক পক্ষের পৃষ্ঠাঙ্কন প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর কিংবা তৎপক্ষে এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুসারে এইরূপ সম্পাদন বা পৃষ্ঠাঙ্কনের ন্যায় কার্যকারিতা সম্পন্ন হইবে।

(২) উক্তরূপ সম্পাদন অথবা পৃষ্ঠাঙ্কন নিম্নরূপ হইতে পারে,-

[১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর অধীন গৃহীত কোনো কার্যবিবরণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ..... অমুক .....জেলার কালেক্টর সি,ডি, কর্তৃক এ,বি, এর বিরুদ্ধে সি, ডি, ইত্যাদি।

(৩) উক্তরূপ হস্তান্তরযোগ্য দলিল বা শেয়ার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত সার্টিফিকেট অফিসার আদেশ দ্বারা উহার উপর হইতে প্রাপ্য সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণ করা, এবং এইরূপে প্রাপ্তি রসিদ স্বাক্ষর করিবার জন্য একজন লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ স্বাক্ষরিত কোনো রসিদ সর্বক্ষেত্রে বা সকল উদ্দেশ্যে এইরূপ বৈধ ও কার্যকর হইবে যেন উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৬১। অন্য সম্পত্তি অর্পণাদেশ।- যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে বিহিত করা হয় নাই, সার্টিফিকেট অফিসার তাহার খরিদ্দার কিংবা তাহার নির্দেশ অনুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে অর্পণাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন কিংবা তদনুসারে এইরূপ সম্পত্তি অর্পিত হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

৬২। নিবন্ধিত এবং বিজ্ঞাপিত দায়-দায়িত্ব সাপেক্ষে ধার্য হারের মধ্যস্বত্ব অথবা জোত-জমা নিলাম বিক্রয়।- (১) যেখানে প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ (১৮৮৫ সনের ৮নং আইন) এর ১৪ নং [২][* * *] বলবৎ রহিয়াছে সেই এলাকায় অবস্থিত নির্ধারিত হারের মধ্যস্বত্ব বা জোত বকেয়া খাজনার দায়ে সার্টিফিকেট জারি কার্যক্রমের দ্বারা বিধি ৪৬ এর অধীন বিক্রয়ের জন্য প্রজ্ঞাপিত হইয়া থাকিলে, উহা নিবন্ধিত ও বিজ্ঞাপিত দায় সাপেক্ষে নিলামে উঠানো হইবে; এবং নিলাম ডাকের অর্থ যদি সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ ও বিক্রয়ের খরচাদি পরিশোধের জন্য যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত এইরূপ দায় দায়িত্ব সাপেক্ষে বিক্রয় হইবে।

(২) নিলাম খরিদ্দার, অনুরূপ [৩][* * *] প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ধারা ১৬৭ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে, এবং অন্য কোনো পন্থায় নহে, নিবন্ধিত ও বিজ্ঞাপিত এইরূপ মধ্যস্বত্ব বা জোত এর উপর অন্য কোনো দায় নাকচ করিতে পারিবেন।

৬৩। যাবতীয় দায় পরিহারের ক্ষমতাসহ নির্দিষ্ট হারের মধ্যস্বত্ব অথবা জোত বিক্রয়।- (১) বিধি ৬২ অনুযায়ী যদি কোনো নির্দিষ্ট হারের মধ্যস্বত্ব কিংবা জোত নিলামে উঠানো হয়, নিলাম ডাকের অর্থ দ্বারা সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ ও খরচাদি পরিশোধে যথেষ্ট গণ্য না হইলে, তৎপ্রেক্ষিতে সার্টিফিকেট-ধারক যদি মনে করেন যে, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতটি উহার যাবতীয় দায় পরিহারের ক্ষমতাসহ বিক্রয় করা হউক, তাহা হইলে বিক্রয় পরিচালনাকারী ব্যক্তি উক্ত

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বিক্রয় মুলতুবি করিবেন এবং বিধি ৪৬ এর অধীন একটি নূতন ঘোষণা প্রদান করিবেন যে, নিলাম মুলতুবির তারিখ হইতে ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ঘোষণায় উল্লিখিত তারিখে উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতটি নিলামে উঠানো হইবে এবং যাবতীয় দায় পরিহারের ক্ষমতা সহকারে উহা বিক্রয় হইবে, এবং উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিনের পর, উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত নিলামে দেওয়া হইবে এবং যাবতীয় দায় প্রত্যাহারের ক্ষমতা সহকারে উহা বিক্রয় হইবে।

(২) এই বিধির অধীন নিলাম খরিদ্দার কেবল [১][* * *] প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ (১৮৮৫ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ তে বর্ণিত পদ্ধতিতেই উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোত সংক্রান্ত যেকোনো দায় নাকচ করিতে পারিবেন, অন্য কোনো পন্থায় নহে।

৬৪। যাবতীয় দায় পরিহারের ক্ষমতা সহকারে দখলী জোত-জমা বিক্রয়।- (১) যে এলাকায় [২][* * *] প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ১৪ অধ্যায় বলবৎ রহিয়াছে, সেইখানে অবস্থিত কোনো দখলী জোত-জমা বকেয়া খাজনা আদায়ের নিমিত্তে সার্টিফিকেট জারি কার্যক্রমের আওতায় বিক্রয়ের জন্য বিধি ৪৬ এর অধীন প্রজ্ঞাপিত হইলে উহা নিলামে উঠানো যাইবে এবং সকল দায় দায়িত্ব পরিহারের ক্ষমতা সহকারে বিক্রয় হইবে।

(২) এই বিধির অধীন নিলাম খরিদ্দার কেবল [৩][* * *] প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ (১৮৮৫ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ এ বর্ণিত পদ্ধতিতেই তৎসংক্রান্ত যেকোনো দায় নাকোচ করিতে পারিবেন, ভিন্ন কোনো পন্থায় নহে।

৬৫। যে সকল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-ধারক সম্পত্তির সহ-অংশীদার, সেইক্ষেত্রে বিধি ৬২, ৬৩ ও ৬৪ প্রযোজ্য হইবে না।- যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট-ধারক একজন সহ-অংশীদার জমির মালিক এবং সার্টিফিকেট তাহার আংশের খাজনার জন্য জারি হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে বিধি ৬২, ৬৩ এবং ৬৪ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৬৬। সার্টিফিকেটের প্রাপ্য অর্থ বর্ধিত করণার্থে সার্টিফিকেট দেনাদারকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে বিক্রয় মুলতুবিকরণ।- (১) যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার যদি সার্টিফিকেট অফিসারকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, এইরূপ সম্পত্তি কিংবা উহার কোনো অংশ অথবা সার্টিফিকেট দেনাদারের অন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা ইজারা প্রদান সাপেক্ষে অথবা বেসরকারিভাবে বিক্রয়ের দ্বারা সার্টিফিকেটের প্রাপ্য অর্থ বর্ধিত করা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত দেনাদারের আবেদনক্রমে সার্টিফিকেট অফিসার এইরূপে অর্থ বর্ধিতকরণে সমর্থ করিবার নিমিত্তে তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত শর্তে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আদেশ দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তির বিক্রয় মুলতুবি করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট দেনাদারকে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিবেন যে, সার্টিফিকেটে বর্ণিত সময়ের মধ্যে এবং ধারা ৮ বা ধারা ১৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রস্তাবিত বন্ধক, ইজারা অথবা বিক্রয় সম্পাদনের জন্য তাহাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বন্ধক, ইজারা কিংবা বিক্রয়ের অধীন প্রদেয় সকল অর্থ সার্টিফিকেট দেনাদারকে নহে, বরং সার্টিফিকেট অফিসারকে প্রদেয় হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীন কোনো বন্ধক, ইজারা কিংবা বিক্রয়, সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬৭। সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক মধ্যস্বত্ব বা জোত ক্রয় নিষিদ্ধ।- (১) যে স্থানীয় এলাকায় [৪][* * *] প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ১৪ অধ্যায় বলবৎ রহিয়াছে সেই এলাকায় অবস্থিত কোনো মধ্যস্বত্ব বা জোত বকেয়া খাজনা আদায়ের

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

নিমিত্তে সার্টিফিকেট জারিতে নিলামে উঠানো হইলে, সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট দেনাদার উক্ত মধ্যস্বত্ব বা জোতের নিলাম ডাক দিবেন না বা খরিদ করিবেন না।

(২) সার্টিফিকেট দেনাদার নিজে কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে বেনামে, উক্ত সার্টিফিকেট-ধারকের অথবা বিক্রয়ে অন্য কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনক্রমে, আদেশ দ্বারা মধ্যস্বত্ব বা জোত ক্রয় নাকচ করিতে পারেন; এবং এইরূপ আবেদন বা আদেশ উহার খরচা, ও পুনঃবিক্রয়ে সংঘটিত যেকোনো রকম মুল্য হ্রাস, এবং এতৎসংক্রান্ত সকল ব্যয় সার্টিফিকেট দেনাদার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

৬৮। খরিদ্দার কর্তৃক অর্থ জমাদান এবং অপারগতায় পুনঃবিক্রয়।- স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেক বিক্রয়ে ঘোষিত ক্রেতা ব্যক্তি অনুরূপ ঘোষণার পর অবিলম্বে ক্রয়মূল্যের শতকরা ২৫ টাকা সার্টিফিকেট অফিসার অথবা বিক্রয় কার্যক্রমে নিয়োজিত অপর কোনো ব্যক্তির নিকট জমাদান করিবেন; এবং এইরূপ জমাদানে খেলাপ করিলে, উক্ত সম্পত্তি অবিলম্বে পুনঃবিক্রয় হইবে।

৬৯। সমুদয় ক্রয়মূল্য পরিশোধের সময়।- খরিদ্দার কর্তৃক ক্রয় মূল্যের সমুদয় অর্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের ১৫ দিনের মধ্যে কিংবা তৎপূর্বে সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট পরিশোধ করিতে হইবে।

৭০। অর্থ প্রদানে ব্যর্থতায় পদ্ধতি।- বিধি ৬৯ এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, সার্টিফিকেট অফিসার, উপযুক্ত মনে করিলে নিলাম বিক্রয় বাবদ খরচা নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সম্পত্তি পুনঃবিক্রয় লব্ধ অর্থের যেকোনো অংশের উপর তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

৭১। পুনঃবিক্রয়ের পূর্বে নূতন ইশতেহার।- ক্রয়মূল্য পরিশোধে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যেকটি নিলাম বিক্রয়, বিক্রয় সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং মেয়াদের জন্য নূতন কোনো ইশতেহার প্রদানের পর নিষ্পন্ন হইবে।

৭২। নিলাম ডাকে সহ-অংশীদারের অগ্রাধিকার।- যেক্ষেত্রে বিক্রীত সম্পত্তি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির অংশ হয়, এবং একজন সহ-অংশীদারসহ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, এইরূপ সম্পত্তি কিংবা কোনো লটের জন্য যথাক্রমে নিলাম ডাকের হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ডাক সহ-অংশীদারের ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ফেরত দান।- যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় নাকচ করা হয়, সেইক্ষেত্রে খরিদের দরুন খরিদ্দার কর্তৃক পরিশোধিত অথবা জমাকৃত অর্থ ধারা ২২ এর দফা (খ) অনুযায়ী কোনো দন্ড (যদি থাকে) এবং সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত সুদসহ ক্রেতাকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৭৪। খরিদ্দারকে সার্টিফিকেট প্রদান।- (১) যেক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার সংশ্লিষ্ট বিক্রীত সম্পত্তির এবং যে ব্যক্তি বিক্রয়ের সময় খরিদ্দার ঘোষিত হইয়াছে তাহাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(২) এইরূপ সার্টিফিকেটে যে তারিখে বিক্রয়টি চূড়ান্ত হইয়াছে সেই তারিখ ও দিবসের উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭৫। সার্টিফিকেট দেনাদার দখলস্থিত সম্পত্তির দখল অর্পণ।- যেক্ষেত্রে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তি সার্টিফিকেট দেনাদার কিংবা তৎপক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির অথবা ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ প্রদানের পর সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা দেনাদার কর্তৃক সৃষ্ট কোনো স্বত্বের দাবিদার ব্যক্তির দখলে থাকে, এবং এতৎসম্পর্কে বিধি ৭৪ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার খরিদ্দারের আবেদনক্রমে, এইরূপ খরিদ্দারকে অথবা তৎপক্ষে সম্পত্তির দখল গ্রহণের নিমিত্তে তৎকর্তৃক নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তিকে দখল প্রদান সাপেক্ষে, এবং প্রয়োজন বোধে, যে ব্যক্তি উহা খালি করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তাহাকে অপসারণপূর্বক সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

৭৬। প্রজা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির দখলী সম্পত্তি অর্পণ।- যেক্ষেত্রে বিক্রীত সম্পত্তি কোনো প্রজা অথবা উহা দখলে রাখিবার অধিকারী কোনো ব্যক্তির দখলে থাকে, এবং তৎসম্পর্কে ধারা ৭৪ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, সার্টিফিকেট অফিসার, ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে সার্টিফিকেটের অনুলিপি সম্পত্তির কোনো বিশেষ

প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া, এবং সার্টিফিকেট দেনাদারের স্বার্থ খরিদ্দারের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে মর্মে কোনো সুবিধাজনক স্থানে ঢোল সহরত বাজাইয়া কিংবা অন্য কোনো প্রথাগত বিধান অনুসারে দখলদারের প্রতি ঘোষণা করত উক্ত সম্পত্তির দখলার্পণ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

গ্রেফতার ও আটক

৭৭। সার্টিফিকেট দেনাদারকে কারাগারে আটক রাখিবার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর অনুমতিদানে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা।- (১) সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা ইস্যু করিবার পূর্বে সার্টিফিকেট অফিসার নোটিশ জারি করত নোটিশে উল্লিখিত ধার্য তারিখে সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবর হাজির হইয়া এবং কেন তাহাকে দেওয়ানি কারাগারে সোপর্দ করা হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য আহ্বান করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার উক্ত নোটিশের মর্মানুযায়ী হাজির না হয়, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা ইস্যু করিতে পারিবেন।

৭৮। খোরাকি ভাতা।- (১) ধারা ৪ এর বিধান অনুসারে অথবা ধারা ৫ এর অধীন কোনো অধিযাচনপত্র অনুসারে কোনো সার্টিফিকেট স্বাক্ষরিত হইলে, কোনো সার্টিফিকেট দেনাদারকে সার্টিফিকেট জারিতে গ্রেফতার করা হইবে না যদি না এবং যতক্ষণ না সার্টিফিকেট-ধারক এইরূপ অর্থ জমা করেন যাহাতে সার্টিফিকেট দেনাদারের গ্রেফতার কাল হইতে সার্টিফিকেট অফিসারের বরাবর হাজির করিবার তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য তাহার খোরাকি বাবদ সার্টিফিকেট অফিসারের বিবেচনায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সার্টিফিকেট-ধারক আদালতে জমা না দেন।

পরিশিষ্ট

৭৯। সার্টিফিকেট নিবন্ধন বহি।- (১) এই আইনের অধীন প্রত্যেক সার্টিফিকেট অফিসার তাহার অফিসে দাখিলকৃত সার্টিফিকেটসমূহের একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবেন, এবং এইরূপ নিবন্ধন বহিতে অনুরূপ সার্টিফিকেটসমূহের উল্লেখযোগ্য সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করাইবেন।

(২) অনুরূপ নিবন্ধন বহি অফিস চলাকালীন, প্রত্যহ অন্যূন দুই ঘন্টা, এবং অনুরূপভাবে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, আগ্রহী যেকোনো লোকের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে; এবং এইরূপ প্রতিটি পরিদর্শনের জন্য এক আনা হারে ফি আদায়যোগ্য হইবে।

নোট। -পরিদর্শনের জন্য আবেদনের সহিত পূর্বেই স্ট্যাম্প আকারে কোর্ট ফি আটিয়া দিয়া ধার্য ফি জমা দেওয়া যাইবে।

৮০। কিস্তিতে পরিশোধ।- (১) যে সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসে সরাসরি সার্টিফিকেট দাখিল করা হইয়াছে তিনি যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে যেকোনো সার্টিফিকেটের অধীন পাওনা অর্থ কিস্তিতে পরিশোধিত হইতে পারে।

(২) এইরূপে পরিশোধিত প্রতিটি কিস্তি বিধি ৭৯ তে বর্ণিত নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮১। হস্তান্তরিত সার্টিফিকেট জারির আওতায় প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট প্রেরণ।- যখন ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সার্টিফিকেটের কোনো অনুলিপি অন্য অফিসারের নিকট প্রেরিত হয়, তখন অনুরূপ সার্টিফিকেটের অধীন এইরূপ অফিসার কর্তৃক গৃহীত, সরকারি চাহিদা ব্যতীত, সকল অর্থ যে সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসে মূল সার্টিফিকেটটি দাখিল করা হইয়াছিল তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৮২। পরিতুষ্টিতে নথিভুক্তকরণ।- যখন কোনো সার্টিফিকেটের অধীন পাওনা সম্পূর্ণ অর্থ বা উহার যেকোনো অংশ আদায় হইয়া যায়, তখন যে সার্টিফিকেট অফিসারের অফিসে মূল সার্টিফিকেটটি দায়ের করা হইয়াছিল, তিনি উক্ত আদায়ের বিষয়টি সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিধি ৭৯ তে উল্লিখিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করাইবেন।

৮৩। পরিতুষ্টির বিষয় অন্যান্য ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করা।- যখন ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো সার্টিফিকেটের অনুলিপি অন্য কোনো অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হয়, অথবা যখন কোনো সার্টিফিকেট অধিযাচক

অনুসারে স্বাক্ষরিত হয়, সেইক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যায়িত হইলে তাহা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অফিসার অথবা অনুরূপ অধিযাচন প্রদানকারীর উদ্দেশ্যে প্রতিপাদন করিতে হইবে।

৮৩ক। সমবায় সমিতির লিকুইডেটরকে অধিযাচন বাবদ প্রাপ্য এডভ্যালুরেম ফি প্রদান হইতে রেহাই দান।- অধিযাচনসমূহ যাহা সমবায় সমিতি আইন, ১৯১২ (১৯১২ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ৪২(১) অনুসারে অথবা [১][***] সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৯০ এর অধীন নিযুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের লিকুইডেটর কর্তৃক প্রেরিত এবং [২][***] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর ধারা ৫(১) এর শর্তাধীন সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হয়, তাহা হইলে উহা কোনো সরকারি কর্মকর্তার অবেদন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুসারে এডভ্যালুরেম ফি প্রদান হইতে রেহাই পাইবে।

৮৩খ। সার্টিফিকেট দায়েরের পূর্বে দুই বা ততোধিক সার্টিফিকেট।- দেনাদারের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি, (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৪ কিংবা ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে সার্টিফিকেট দাখিল হইবার পূর্বেই দুই বা ততোধিক সার্টিফিকেট দেনাদারের একজন মৃত্যুবরণ করে, সেইক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফিসার, উপযুক্ত মনে করিলে, মামলার যেকোনো পর্যায়ে এবং শর্তারোপ করত এই মর্মে আদেশদান করিতে পারিবেন যে, মৃতের নাম কর্তনপূর্বক তদস্থলে তাহার বৈধ প্রতিনিধির নাম সংযোজন করা হউক, অনুরূপ পদ্ধতিতে সার্টিফিকেটটি সংশোধিত হইবে।

(২) উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে সার্টিফিকেটটি সংশোধিত হইলে, সার্টিফিকেট অফিসার সংশোধিত সার্টিফিকেটটি জারির নিমিত্তে ধারা ৭ এর বিধান অনুসারে নূতন সার্টিফিকেট দেনাদারগণের উপর, এবং সার্টিফিকেট অফিসার উপযুক্ত মনে করিলে, অন্যান্য সার্টিফিকেট দেনাদারগণের উপর সার্টিফিকেটের কপি জারি করিবেন।

(৩) নূতন সার্টিফিকেট দেনাদারের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কার্যকরকরণ, তাহার উপর এইরূপ নোটিশ এবং সার্টিফিকেট জারির পর হইতেই শুরু হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৪। পরিশিষ্টে উত্থাপিত ফরম।- পরিশিষ্টে উত্থাপিত ফরমসমূহ পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োজনীয় তারতম্য সহকারে ব্যবহৃত হইবে।

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

ফরমসমূহ

(বিধি ৮৪ দ্রষ্টব্য)

ফরম-১

সরকারি দাবি আদায়ের সার্টিফিকেট

(ধারা ৪ এবং ৬ দ্রষ্টব্য)

(জেলার নাম) জেলা সার্টিফিকেট অফিসারের কার্যালয়ে দাখিলকৃত

সার্টিফিকেট নং	সার্টিফিকেট দাবিদারের নাম ও ঠিকানা	সার্টিফিকেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা	সরকারি দাবির পরিমাণ (সুদ এবং ৫(২) ধারা অনুসারে প্রদেয় ফি সমেত) যাহার জন্য সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করা হইয়াছে এবং যে সময়ের জন্য দাবি প্রাপ্য	স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট সংক্রান্তে অধিকতর তথ্য
১	২	৩	৪	৫

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত _____ টাকা উপরিউক্ত নামের ব্যক্তিদের নিকট প্রাপ্য।

[৫ ধারায় অধিযাচনের প্রেক্ষিতে যদি সার্টিফিকেট স্বাক্ষরিত হয়]

এই মর্মে আরও প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত _____টাকা যথাযথভাবে আদায়যোগ্য এবং আইন অনুসারে মোকদ্দমার মাধ্যমে উক্ত আদায় তামাদি হয় নাই।

তারিখ:

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-২
সার্টিফিকেটের নিমিত্তে অধিযাচনপত্র
(ধারা ৫ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: _____ (জেলার নাম) জেলার সার্টিফিকেট অফিসার

সাটিফিকেট দেনাদারের নাম	সাটিফিকেট দেনাদারের ঠিকানা	অধিযাচনপত্রে উল্লিখিত সরকারি দাবির পরিমাণ	সরকারি দাবির ধরণ ও যে জন্য এই অধিযাচন চাওয়া হইয়াছে
১	২	৩	৪

উপরিউক্ত _____ টাকা আদায় করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

তদন্ত করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, জনাব _____ এর নিকট হইতে _____ বাবদ উক্ত টাকা পাওনা আছে।

_____তারিখে আমার দ্বারা যাচাইকৃত।

_____
(পদবি)

_____

ফরম-৩
সার্টিফিকেটে দেনাদার বরাবর নোটিশ
(ধারা ৭ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: _____

(সার্টিফিকেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা)

এতদ্দ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আপনার নিকট_____ বাবদ প্রাপ্য _____ টাকার জন্য [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর _____ ধারা অনুসারে আপনার বিরুদ্ধে আমার কার্যালয়ে একটি সার্টিফিকেট মামলা রজু করা হইয়াছে। এই নোটিশ জারি করিবার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি _____ টাকা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাইয়া আমার অফিসে দরখাস্ত করিতে পারেন। উক্ত ৩০ দিনের মধ্যে আপনি দায়দেনা অস্বীকৃতিমূলক আবেদনপত্র দায়ের না করিলে অথবা পর্যাপ্ত কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে, অথবা কেন এইরূপ সার্টিফিকেট কার্যকর করা হইবে না এই মর্মে কারণ না দর্শাইলে সার্টিফিকেটটি কার্যকর করা হইবে। উক্ত টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনাকে এই মর্মে নিষেধ করা যাইতেছে যে, আপনার স্থাবর সম্পত্তি অথবা এর অংশবিশেষ গোপন, অপসারণ অথবা হস্তান্তর করা হইয়া থাকিলে, সার্টিফিকেটটি অবিলম্বে কার্যকর করা হইবে।

উপরে বর্ণিত সার্টিফিকেটের একটি অনুলিপি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

সার্টিফিকেট নম্বর এবং বৎসর উল্লেখপূর্বক আপনি উক্ত টাকা মানি অর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

তারিখ:

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

---

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ফরম-৪
দেনাদার অস্বীকারমূলক নোটিশ
(ধারা ৯ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____ এর সার্টিফিকেট অফিসার

(আবেদনকারীর নাম) ও (ঠিকানা)

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, _____,_____ _____ এর বিরুদ্ধে সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর _____ ধারা অনুসারে_____ সনের _____নং সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, আবেদনকারী বিনীতভাবে উক্ত _____ টাকার দেনা (অথবা, দেনা আংশিক স্বীকার করত _____ টাকার অধিক দায় পরিশোধে), নিম্নোক্ত কারণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছে:

যেহেতু উল্লিখিত কারণসমূহ আবেদনকারীর সর্বোচ্চ জ্ঞান-বিশ্বাসে সত্য।

সেহেতু, উক্ত সার্টিফিকেট বাতিল (/সংশোধন/পরিবর্তন) করিবার জন্য আপনার নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি।

_____
আবেদনকারী

_____

ফরম-৫
নিলাম কেন রদ্ করা হইবে না তৎসংক্রান্ত কারণ দর্শাইবার নোটিশ
(ধারা ২৫(২) দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:

যেহেতু _____ তারিখ _____ সনের সার্টিফিকেট মামলা নং _____ কার্যকর করিবার ফলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং যেহেতু সার্টিফিকেট দাবিদার (অথবা সার্টিফিকেট দেনাদার) নিম্নলিখিত কারণে উক্ত সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় রদের জন্য আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন;

সেহেতু আপনাকে এই মর্মে অবগত করানো যাইতেছে যে, উক্ত আবেদন কেন মঞ্জুর করা হইবে না তৎসম্পর্কে আপনার নিকট উপস্থাপন করিবার মত কোনো কা রণ থাকিলে তদ্বিষয়ে প্রমাণসমেত _____তারিখ _____সময় এই অফিসে হাজির থাকিবেন যখন উক্ত আবদনটি সম্পর্ক শুনানিপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

সম্পত্তির বিবরণ:

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-৬
হাজির হইয়া সার্টিফিকেট কার্যকরকরণে বাধাদান সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব দানের জন্য সমন
[ধারা ২৭(২) দ্রষ্টব্য]

সার্টিফিকেট নং _____

প্রাপক:

যেহেতু, _____ সার্টিফিকেট দাবিদার এই আদালতে উল্লিখিত সার্টিফিকেটে মামলায় এই মর্মে নালিশ করিয়াছেন যে, আপনি সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রতিরোধ (বা বাধা প্রদান) করিয়াছেন যিনি দখল হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কর্মরত ছিলেন;

সেহেতু আপনাকে _____ তারিখে _____ সময় এই আদালতে হাজির হইয়া উল্লিখিত নালিশটির জবাব দেওয়ার জন্য সমন জারি করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ সমনটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-৭
কারাগারে প্রেরণের পরোয়ানা
(ধারা ২৮ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

_____ দেওয়ানি কারাগার

যেহেতু _____ নং সার্টিফিকেট মামলাটি _____ তারিখ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে জনাব _____ এর নিকট নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট যে, আসামি_____ কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়াই উক্ত নিলাম ক্রেতাকে সম্পত্তির দখল গ্রহণে প্রতিরোধ (বাধা প্রদান) করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি প্রতিরোধ (বাধা প্রদান) অব্যাহত রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত ক্রেতা_____ বাধাদানকারীকে দেওয়ানি কারাগারে প্রেরণ করিবার জন্য এই আদালতে আবেদন করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত_____ কে দেওয়ানি কারাগারে লইয়া গিয়া তথায় _____ দিন আটক রাখিবার জন্য আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ পরোয়ানাটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-৮
গ্রেফতারি পরোয়ানা
(ধারা ২৯ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

_____

যেহেতু সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ_____ [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর _____ ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট দেনাদার _____ এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল, এবং নিম্নে বর্ণিত _____ টাকা উক্ত সার্টিফিকেট অনুসারে তাহার নিকট প্রাপ্য,

	টাকা	পয়সা
মূল দাবি	...	...
সুদ	...	...
খরচা	...	...
কার্যকরকরণ	...	...
মোট		...

এবং যেহেতু উক্ত_____ টাকা সার্টিফিকেট দাবি মিটাইবার নিমিত্তে সার্টিফিকেট ধারককে পরিশোধ করা হয় নাই দাবিদারের নিকট উক্ত সার্টিফিকেটের দাবি মিটাইবার নিমিত্তে পরিশোধ করা হয় নাই, সেহেতু আপনাকে এতদ্দ্বারা উল্লিখিত সার্টিফিকেট দেনাদারকে গ্রেফতার করিতে এবং, যদিনা উল্লিখিত সার্টিফিকেট দেনাদার আপনার নিকট, সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার খরচ বাবদ_____ টাকার সহিত, উক্ত _____ টাকার দাবি পরিশোধ করে, তাহাকে, যত দ্রুত সম্ভব, আদালতের সম্মুখে হাজির করিবার জন্য আপনাকে আদেশ প্রদান করা হইল।

আপনাকে আরও আদেশ প্রদান করা হইতেছে যে, _____ তারিখ অথবা এর পূর্বে কোনো দিন এবং কি প্রক্রিয়ায় পরোয়ানাটি কার্যকর করা হইয়াছে, অথবা কি কারণে উহা কার্যকর করা হয় নাই উল্লেখপূর্বক একখানি লিখিত প্রত্যয়নপত্রসহ পরোয়ানাটি ফেরত দেওয়া হউক।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ পরোয়ানাটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ফরম-৯

সার্টিফিকেট দেনাদারকে দেওয়ানি কারাগারে সোপর্দ করিবার আদেশ

(ধারা ২৯ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

_____ দেওয়ানি কারাগার

যেহেতু জনাব _____ কে এই অফিসে দায়েরকৃত _____ নং সার্টিফিকেট মামলার প্রেক্ষিতে [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর_____ ধারার অধীন আমার সম্মুখে অদ্য _____ তারিখ আনয়ন করা হইয়াছে এবং উক্ত সার্টিফিকেটে এই মর্মে আদেশ ছিল যে, দেনাদার _____ _____ টাকা পরিশোধ করিবে, এবং যেহেতু দেনাদার _____ উক্ত টাকা পরিশোধ করেন নাই বা তিনি আটকাবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার অধিকারী এই মর্মেও আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই;

সেহেতু এতদ্দ্বারা আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত_____কে দেওয়ানি কারাগারে লইয়া গিয়া তথায় আটক রাখিবেন সর্বোচ্চ _____ দিন বা, যতদিন উল্লেখ্য সার্টিফিকেট দেনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয় অথবা, উক্ত _____এই আইনের ধারা ৩১ ও ৩২ অনুসারে মুক্তি লাভের অধিকারী হন; এবং আমি এতদ্দ্বারা এ আদেশ আদেশবলে আটকাধীন অবস্থায় উক্ত _____ এর জন্য মাসিক _____টাকা হারে খোরপোষ ধার্য করিলাম।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ আদেশটি জারি হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-১০

সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার লক্ষ্যে কারাগারে আটক ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার আদেশ

(ধারা ৩১ ও ৩২ দ্রষ্টব্য)

জেলা_____

সার্টিফিকেট নং_____

প্রাপক: দেওয়ানি কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

সময়: _____

এতদ্দ্বারা অদ্যকার আদেশ অনুসারে, বর্তমানে আপনার হেফাজতে আটক, সার্টিফিকেট দেনাদার _____ কে মুক্তি দেওয়ার আদেশ প্রদান করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ আদেশটি জারি হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

---

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ফরম-১১
সার্টিফিকেট দেনাদারের আইনগত প্রতিনিধির প্রতি নোটিশ
(ধারা ৪৩ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

_____

এতদ্দ্বারা আপনাকে এই মর্মে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, মরহুম _____ এর বিরুদ্ধে _____ বাবদ প্রাপ্য _____ টাকার জন্য এই কার্যালয়ে [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর বিধানমতে সার্টিফিকেট মামলা রজু করা হইয়াছিল, এবং উক্ত সার্টিফিকেট কার্যক্রমের অংশ হিসাবে উল্লিখিত _____ টাকা মরহুম _____ এর আইনগত প্রতিনিধি হিসাবে আপনার নিকট পাওনা হইয়াছে। যদি আপনি _____ টাকা দেনা পরিশোধের দায় অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই নোটিশ জারি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত দেনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অস্বীকার করিয়া আমার দপ্তরে একখানি দরখাস্ত করিতে পারেন। কেন উক্ত সার্টিফিকেটখানি কার্যকর করা হইবে না এই মর্মে, আপনি উক্তরূপ দরখাস্ত করিতে অপারগ হইলে, কারণ না দর্শাইলে, বা পর্যাপ্ত কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে, উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে সার্টিফিকেটটি কার্যকর করা হইবে, যদিনা আপনি সাকুল্যে_____ টাকা (দাবি_____ টাকা এবং আদায়ের খরচা _____ টাকা) আমার অফিসে পরিশোধ করেন।

উক্ত টাকা যতদিন অপরিশোধিত থাকিবে ততদিন আপনার স্থাবর সম্পত্তি অথবা উহার অংশবিশেষ বিক্রয়, দান, বন্ধক ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইল। ইতোমধ্যে আপনি আপনার অস্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ গোপন, অপাসরণ, বা হস্তান্তর করিলে অবিলম্বে সার্টিফিকেটটি কার্যকর হইবে।

উপরোল্লিখিত সার্টিফিকেটের একখানি অনুলিপি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

সার্টিফিকেট নম্বর ও বছর উল্লেখপূর্বক আপনি মানি অর্ডারযোগেও টাকা প্রেরণ করিতে পারেন।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ফরম-১১ক
অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা
(ধারা ১৩ ও ১৪ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

_____

যেহেতু সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ_____ [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর _____ ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট দেনাদার _____ এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল, এবং নিম্নে বর্ণিত _____ টাকা উক্ত সার্টিফিকেট অনুসারে তাহার নিকট প্রাপ্য,

	টাকা	পয়সা
মূল দাবি	...	...
সুদ	...	...
খরচা	...	...
কার্যকরকরণ	...	...
মোট		...

এবং যেহেতু উক্ত_____ টাকা সার্টিফিকেট দাবি মিটাইবার নিমিত্তে সার্টিফিকেট ধারককে পরিশোধ করা হয় নাই, সেহেতু আপনাকে এতদ্দ্বারা উল্লিখিত সার্টিফিকেট দেনাদারের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার, এবং যদিনা উল্লিখিত সার্টিফিকেট দেনাদার আপনার নিকট, সার্টিফিকেট কার্যকরকরণের খরচ বাবদ_____ টাকার সহিত, উক্ত _____ টাকার দাবি পরিশোধ করে, তাহা হইল এই আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত অস্থাবর সম্পত্তি আটকাইয়া রাখিবার জন্য আপনাকে আদেশ প্রদান করা হইল।

আপনাকে আরও আদেশ প্রদান করা হইতেছে যে, _____ তারিখ অথবা এর পূর্বে কোনো দিন এবং কি প্রক্রিয়ায় পরোয়ানাটি কার্যকর করা হইয়াছে, অথবা কি কারণে উহা কার্যকর করা হয় নাই উল্লেখ পূর্বক একখানি লিখিত প্রত্যয়নপত্রসহ পরোয়ানাটি ফেরত দেওয়া হউক।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ পরোয়ানাটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ফরম-১১খ
অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা
(বিধি ৮৩খ (২) দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

_____

এতদ্দ্বারা আপনাকে এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে

(ক) _____

(খ) _____

(গ) _____ইত্যাদি

_____ বাবদ প্রাপ্য _____ টাকার জন্য এই কার্যালয়ে [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর ধারা _____ অনুসারে একখানি সার্টিফিকেট দায়ের করা হইয়াছিল,

এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে,

(ক) _____

(খ) _____

(গ) _____ইত্যাদি

উক্ত সার্টিফিকেট দায়ের করিবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন বিধায় তাহার আইনগত প্রতিনিধি হিসাবে আপনি উক্ত দাবি পরিশোধে দায়বদ্ধ হইয়াছেন এবং তদানুসারে আপনার নাম উল্লিখিত সার্টিফিকেটে যুক্ত করা হইয়াছে। যদি আপনি উক্ত_____ টাকা দেনা পরিশোধের দায় অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই নোটিশ জারি হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত দেনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অস্বীকার করিয়া আমার দপ্তরে একখানি দরখাস্ত পেশ করিতে পারেন। কেন উক্ত সার্টিফিকেটখানি কার্যকর করা হইবে না এই মর্মে, আপনি উক্তরূপ দরখাস্ত পেশ করিতে অপারগ হইলে, কারণ না দর্শাইলে, বা পর্যাপ্ত কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে, উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে সার্টিফিকেটটি কার্যকর করা হইবে, যদিনা আপনি সাকুল্যে_____ টাকা (দাবি_____ টাকা এবং আদায়ের খরচা _____ টাকা) আমার অফিসে পরিশোধ করেন।

উক্ত টাকা যতদিন অপরিশোধিত থাকিবে ততদিন আপনার স্থাবর সম্পত্তি অথবা উহার অংশবিশেষ বিক্রয়, দান, বন্ধক ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইল। ইতোমধ্যে আপনি আপনার অস্থাবর সম্পত্তির কোনো অংশ গোপন, অপাসরণ, বা হস্তান্তর করিলে অবিলম্বে সার্টিফিকেটটি কার্যকর হইবে।

উপরোল্লিখিত সার্টিফিকেটের একখানি অনুলিপি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

সার্টিফিকেট নম্বর ও বছর উল্লেখপূর্বক আপনি মানি অর্ডারযোগেও টাকা প্রেরণ করিতে পারেন।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

---

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

ফরম-১১গ

জীবিত সার্টিফিকেট দেনাদারদের প্রতি নোটিশ

[বিধি ৮৩খ (২) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু নিম্নোক্ত

(ক) _____

(খ) _____

(গ) _____ইত্যাদি

ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে _____ তারিখ_____বাবদ _____ টাকার জন্য আমার অফিসে দায়ের করা হইয়াছিল, এবং উক্ত সার্টিফিকেটের একখানি অনুলিপি ও [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর ধারা ৭ অনুসারে একখানি নোটিশ আপনার উপর জারি হইয়াছিল, এবং যেহেতু উক্ত (ক) অথবা

(খ) অথবা

(গ) ইত্যাদি

সার্টিফিকেট দায়ের করিবার পূর্বে মারা গিয়াছেন এবং তাহার স্থলে তাহার আইনগত প্রতিনিধি (প) এর নাম উল্লিখিত সার্টিফিকেটে যুক্ত হইয়াছে, এবং উক্ত (ক) অথবা

(খ) অথবা

(গ) ইত্যাদি

এর নাম উল্লিখিত সার্টিফিকেট হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সংশোধিত সার্টিফিকেটের একখানি অনুলিপি আপনার জ্ঞাতার্থে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-১২

ক্রোক কার্যকরকরণ

দেনা সংশ্লিষ্ট সম্পদ যাহা হস্তান্তরযোগ্য দলিল নহে বা সার্টিফিকেট দেনাদারের দখল বহির্ভূত অস্থায়ী সম্পদ এইরূপ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

[বিধি ১৮(১) (ক) ও (গ) দ্রষ্টব্য]

প্রাপক:_____

_____

যেহেতু _____ সার্টিফিকেট নং _____ তারিখ_____ মূলে উত্থাপিত _____ টাকার দাবি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেহেতু এতদ্দ্বারা আদেশ প্রদান করা যাইতেছে যে,

---

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বিবাদির, এই আদালত কর্তৃক পুনঃআদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, আপনার নিকট হইতে গ্রহণে নিষিদ্ধ ও বারিত হইল[১]_____উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদার, অর্থাৎ, জনাব_____এর নিকট, এবং আপনি_____কে, এই আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদালত ভিন্ন অন্য কাউকেও[২] _____হইতে নিষেধ ও বারণ করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নিষেধাজ্ঞাটি জারি হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-১৩

ক্রোক কার্যকরকরণ

কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

[বিধি ১৮(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রাপক: _____

_____

সার্টিফিকেট দেনাদার ও কর্পোরেশনের সেক্রেটারি

যেহেতু _____ সনের _____ নং সার্টিফিকেটের _____ টাকা পরিশোধ করিতে _____ব্যর্থ হইয়াছেন; সেহেতু আপনি, বিবাদিকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, এই আদালত পুনঃআদেশ জারি না করা পর্যন্ত উপরিউক্ত কর্পোরেশনের শেয়ার হস্তান্তর অথবা লভ্যাংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন; আপনি, উল্লিখিত কর্পোরেশনের সচিব, _____ কে এইরূপ কোনো শেয়ার হস্তান্তর বা লেনদেন অনুমোদন করিতে নিষেধ ও বারণ করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নিষেধাজ্ঞাটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-১৪

ক্রোক কার্যকরকরণ

ক্রোক করা হইবে এইরূপ অস্থাবর সম্পত্তিতে সার্টিফিকেট দেনাদারের পূর্বস্বত্ব বা অধিকার থাকিলে, তাহা যদি অন্য কাহারও দখলে যায় সেইক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

[বিধি ১৮(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রাপক: _____

_____

যেহেতু _____ সনের _____ নং সার্টিফিকেটের _____ টাকা পরিশোধ করিতে _____ব্যর্থ হইয়াছেন;

সেহেতু আদেশ করা যাইতেছে যে, এই আদালত কর্তৃক পুনঃআদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, এতদ্দ্বারা সার্টিফিকেট দেনাদারকে জনাব_____এর নিকট হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি গ্রহণে নিষেধ ও বারণ করা হইল,

---

[১] "আপনার বর্তমান কোনো কথিত দেনা" অথবা "আপনার দখলে থাকে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি যার কথিত মালিকানা"।

[২] "উক্ত দেনা পরিশোধ" অথবা "উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর"।

ও রহিবে, যাহা উক্ত জনাব _____এর দখলে রহিয়াছে অর্থাৎ _____ যাহার উপর সার্টিফিকেট দেনাদারের পূর্বস্বত্ব রহিয়াছে, উক্ত জনাব _____ এর যেকোনো দাবি সাপেক্ষে, তাহাকেও এতদ্দ্বারা, এই আদালত কর্তৃক পুনঃআদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, উল্লিখিত সম্পত্তি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হস্তান্তর করিতে নিষেধ ও বারণ করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নিষেধাজ্ঞাটি জারি করা হইল।

সম্পত্তির বিবরণ:-

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-১৫

সরকারি কর্মকর্তা বা রেলওয়ে বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীর বেতন ক্রোক করিবার আদেশ

[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]

প্রাপক: _____

_____

যেহেতু সার্টিফিকেট দেনাদার জনাব _____ যাহার সার্টিফিকেট মামলা নং _____ তারিখ_____ আপনার নিকট হইতে বেতন/ভাতা গ্রহণ করেন, এবং যেহেতু এই মামলায় সার্টিফিকেট ধারক জনাব _____ সার্টিফিকেটের অধীন তাহার প্রাপ্য _____ টাকা উক্ত _____ এর বেতন/ভাতা হইতে আদায়ের জন্য এই আদালতে আবেদন করিয়াছেন, সেহেতু আপনাকে এতদ্দ্বারা উক্ত_____ টাকা উল্লিখিত _____ এর বেতন/ভাতা হইতে মাসিক _____টাকা কিস্তিতে কর্তন করিতে এবং উক্ত টাকা সাকুল্যে/ মাসিক কিস্তিতে এই আদালতে প্রেরণ করিবার আদেশ প্রদান করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ ক্রোক আদেশটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-১৬

হস্তান্তরযোগ্য দলিল ক্রোক করিবার আদেশ

[বিধি ২১ দ্রষ্টব্য]

যেহেতু এই আদালত অদ্য_____ তারিখ _____ক্রোক করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু উক্ত _____ আটক করিয়া আদালতে উপস্থাপন করিবার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ ক্রোক আদেশটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-১৭

ক্রোকাদেশ

আদালত বা সরকারি কর্মকর্তার জিম্মায় থাকা অর্থ ও সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

[বিধি ২২ দ্রষ্টব্য]

সার্টিফিকেট মামলা নং _____ তারিখ_____

প্রাপক: _____

_____

মহোদয়,

সার্টিফিকেট ধারক [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর তফসিল ২ এর বিধি ২২ অনুসারে বর্তমানে আপনার হাতে রক্ষিত কিছু টাকা ক্রোকের আবেদন করিয়াছেন;[২]_____

_____ আমি আপনাকে উল্লিখিত অর্থ আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনার নিকট রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নিষেধাজ্ঞাটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-১৮

সার্টিফিকেট ধারকের প্রতি নোটিশ

(বিধি ৩৯ দ্রষ্টব্য)

যেহেতু জনাব_____এই আদালতে _____ তারিখে _____ নং সার্টিফিকেটের ক্রোক অপসারণ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

সেহেতু এতদ্দ্বারা আপনাকে _____ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে বা পাওনা সংক্রান্ত আপনার দাবি সম্পর্কে সম্মক জ্ঞাত আইনজীবীর মাধ্যমে আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার জন্য অবহিত করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার

---

[১] "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[২] এখানে উল্লেখ করুন কি প্রক্রিয়ায় এবং কোনো খাতে উক্ত অর্থ উল্লিখিত ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে।

ফরম-১৯
সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের পরোয়ানা
(বিধি ৪৪ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: _____

_____

আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, _____ নং সার্টিফিকেট জনাব _____ এর অনুকূলে অথবা উক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে_____ টাকা যাহা সার্টিফিকেট এবং অবশিষ্ট খরচের জন্য এখন পর্যন্ত পরিশোধ করা হয় নাই, তাহা কার্যকর করিবার নিমিত্তে নিম্নোক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি _____ দিন পূর্বে অফিসে নোটিশ টাঙ্গাইয়া এবং যথাযথ ইস্তেহার প্রকাশ করিয়া নিলামে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

আপনাকে আরও আদেশ প্রদান করা হইতেছে যে, _____ তারিখ অথবা এর পূর্বে কোনো দিন এবং কি প্রক্রিয়ায় পরোয়ানাটি কার্যকর করা হইয়াছে, অথবা কি কারণে উহা কার্যকর করা হয় নাই উল্লেখপূর্বক একখানি লিখিত প্রত্যয়ন পত্রসহ পরোয়ানাটি ফেরত দেওয়া হউক।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ পরোয়ানাটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২০
নিলাম ইশতেহারের শর্ত নির্ধারণের নোটিশ
(বিধি ৪৬ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

সার্টিফিকেট দেনাদার

যেহেতু সার্টিফিকেট নং _____ তারিখ _____ কার্যকর করিবার লক্ষ্যে আপনার নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিলাম করা হইবে;

সেহেতু আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী _____ তারিখ নিলাম ইশতেহারের শর্ত নির্ধারণ করা হইবে।

সার্টিফিকেট সুদ ও খরচসহ আপনার নিকট প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ হইল _____ টাকা।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

সম্পত্তির বিবরণ:

_____

_____

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-২১
নিলাম ইশতেহার
(বিধি ৪৭ দ্রষ্টব্য)

সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ _____ এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, [১][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর তফসিল ২ এর বিধি ৪৭ এবং আমার দেওয়া আদেশ অনুসারে সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির পার্শ্বে উল্লিখিত সার্টিফিকেট মামলা অনুসারে সার্টিফিকেট দাবিদারের দাবি. হালনাগাদ খরচ ও সুদসমেত _____ টাকা।

সার্টিফিকেট দাবিদার _____

সার্টিফিকেট দেনাদার_____

প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইবে এবং সম্পত্তি তফসিলের বর্ণনা আনুসারে উপরিউক্ত সার্টিফিকেট দেনাদারের নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইবে।

যদি কোনো স্থগিতাদেশ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে জনাব _____ এর মাধ্যমে নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে, যেক্ষেত্রে মাসিক নিলাম _____ তারিখ _____ সময়, স্থান _____। নিলাম অনুষ্ঠানের পূর্বে উপরে বর্ণিত ঋণ এবং নিলাম খরচ অর্পণ অথবা পরিশোধ করা হইলে, নিলাম অনুষ্ঠান বন্ধ করা যাইতে পারে।

সাধারণভাবে জনগণকে নিলামে ব্যক্তিগতভাবে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশগ্রহণে আহবান জানানো যাইতেছে। নিম্নে বিস্তারিত শর্ত দেওয়া হইল।

নিলামের শর্ত

১। সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট নিম্ন তফসিলে বর্ণিত বিবরণ প্রদান করা হইল। উল্লেখ্য, ইশতেহারে কোররূপ ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে, উহার জন্য সার্টিফিকেট অফিসার জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

২। নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নিলামের বিড বর্ধিতকরণের স্তর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। নিলামের অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে কোনোরূপ মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হইলে, তাহা পুনঃনিলাম ডাকে দেওয়া হইবে।

৩। সর্বোচ্চ ডাককারীই, নিলাম ক্রেতা হিসাবে ঘোষিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, বিধি অনুসারে তাহাকে নিলাম ডাকের যোগ্য হইতে হইবে এবং আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত মূল্য অপর্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা স্ববিবেচনায় সর্বোচ্চ ডাককারীকে নিলাম গ্রহণে বিরত রাখিতে পারিবেন।

৪। রেকর্ডে কারণ বর্ণনা করিয়া নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা [২][* * *] সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর তফসিল ২ এর বিধি ৫০ এর শর্তের অধীন নিলাম অনুষ্ঠান মুলতুবি রাখিতে পারিবেন।

৫। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের মূল্য নিলামের সময় বা নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তা নিলাম শেষ করিবার পর যেভাবে নির্দেশ দেন তদনুযায়ী পরিশোধ করিতে হইবে, এবং মূল্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে সম্পত্তির পুনঃনিলাম করিতে হইবে।

৬। যে ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্রেতা হিসাবে ঘোষিত হইবেন, অনুরূপ ঘোষণার পর, তিনি অবিলম্বে মোট মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ নিলাম অনুষ্ঠানকারী কর্মকর্তার বরাবরে জমা দিবেন এবং অনুরূপ জমাদানে ব্যর্থ হইলে তাৎক্ষণিক সম্পত্তিটির পুনঃনিলাম ডাকা হইবে।

---

১ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ "বেঙ্গল" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিলবলে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৭। নিলাম অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর নিলাম ক্রেতাকে সম্পূর্ণ ক্রয়মূল্য পনেরতম দিবসের অফিস ছুটির পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে। তবে উক্ত দিন সরকারি ছুটি বা সাপ্তাহিক ছুটি হইলে, পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে উহা জমা দেওয়া যাইবে।

৮। অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে অবশিষ্ট ক্রয়মূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পুনরায় নিলাম ইশতেহার জারি করিয়া সম্পত্তিটি পুনঃনিলামে বিক্রয় করিতে হইবে। সার্টিফিকেট অফিসার উপযুক্ত মনে করিলে, তিনি নিলাম বাবদ খরচা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা সরকারি তহবিলে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থ ক্রেতার উক্ত সম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষের দাবিও বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ ইশতেহারটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

সম্পত্তির তফসিল

লট নং	যদি একাধিক দেনাদার হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের নাম এবং নিলামে বিক্রিত সম্পত্তির বিবরণ	সম্পত্তিতে আরোপিত রাজস্বের পরিমাণ	সম্পত্তির উপর কোনো দাবি (যদি থাকে) এবং উহার প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কিত বিবরণ
১	২	৩	৪

_____

ফরম-২২
নিলাম ইশতেহার প্রকাশার্থে নাজিরের প্রতি আদেশ
(বিধি ৪৭ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: নাজির _____

যেহেতু সার্টিফিকেট নং _____ তারিখ _____ সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট দেনাদারের, এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল বর্ণিত, সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য _____ তারিখ ধার্য করা হইয়াছে;

সেহেতু এই মর্মে নিলাম বিক্রয় ইশতেহারের _____ টি অনুলিপি আপনাকে প্রদান করত এতদ্দ্বারা আপনাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, ঢোল-সহরত করিয়া তফসিলে বর্ণিত প্রতিটি সম্পত্তির স্থানে উক্ত ইশতেহার প্রকাশ করত উহার একটি অনুলিপি উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির প্রতিটিতে প্রকাশ্য স্থানে এবং পরবর্তীতে আরেকটি অনুলিপি আমার অফিসে সাঁটিয়া দিতে হইবে, এবং অতঃপর এই ইশতেহার কোন তারিখে ও কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমার নিকট একখানি প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ আদেশটি জারি করা হইল।

তফসিল: সংযুক্ত

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-২৩
সার্টিফিকেট মামলায় ক্রেতার ব্যর্থতার জন্য পুনঃনিলাম মূল্য কম হইলে সেইক্ষেত্রে প্রত্যয়ন
(বিধি ৫১ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ_____ কার্যকর করিবার জন্য এবং ক্রেতার ব্যর্থতার কারণে পুনঃনিলাম বিক্রয় হইবার প্রেক্ষিতে সম্পত্তির মূল্যে _____ টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং পুনঃনিলাম খরচ বাবদ _____টাকা সহ সাকুল্যে _____ টাকা হিসাব করা হইয়াছে, যাহা খেলাপীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ প্রত্যয়নপত্রটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২৪
সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় সংক্রান্ত অস্থাবর সম্পত্তি দখলকারীর প্রতি নোটিশ
(বিধি ৫৯(২) দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

_____

যেহেতু সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ _____ কার্যকর করিবার নিমিত্তে কৃত নিলামের মাধ্যমে জনাব _____ নিলামকৃত _____ (যাহা বর্তমানে আপনার দখলে আছে) এর বৈধ ও যোগ্য ক্রেতা হইয়াছেন, আপনার জন্য উক্ত সম্পত্তি জনাব _____ (সম্পত্তির বিবরণ) ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট অর্পণ নিষিদ্ধ করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২৫
নিলাম কার্যকরকরণে শেয়ার হস্তান্তর না করিবার আদেশ
(বিধি ৫৯(৩) দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

এবং_____, সচিব

_____ কর্পোরেশন

যেহেতু সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ _____ নিলাম ক্রয়ের মাধ্যমে জনাব_____ উপরোল্লিখিত_____ কর্পোরেশনের কিছু সংখ্যক শেয়ারের মালিক হইয়াছেন, অর্থাৎ _____ শেয়ার যাহা আপনার _____ নামে রহিয়াছে,

সেহেতু এতদ্দ্বারা আদেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি_____ কর্পোরেশনের সচিবের উপর এতদ্দ্বারা উপরোল্লিখিত ক্রেতা _____ ভিন্ন অন্য কাহারও

নিকট উক্ত শেয়ার হস্তান্তর, বা উক্ত শেয়ারের লভ্যাংশ বা অন্য কোনো অর্থ উল্লিখতি ক্রেতা _____ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রদানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ আদেশটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২৬
নিলামে বিক্রয় ঋণ ক্রেতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা
(বিধি ৫৯ (৩) দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

এবং_____

যেহেতু আপনি জনাব _____ এর নিকট জনাব_____ এর পাওনা পরিশোধের নিমিত্তে, সার্টিফিকেট নং _____ তারিখ _____ এর কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয়ে জনাব _____ ক্রেতা নির্বাচিত হইয়াছেন,

সেহেতু এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত খণ হইতে কোনোরূপ অর্থগ্রহণ আপনার জন্য নিষিদ্ধ হইল, এবং জনাব_____ ভিন্ন অন্য কাহাকেও উক্ত ঋণের অর্থ পরিশোধ আপনার _____ জন্য নিষিদ্ধ হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ আদেশটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২৭
সার্টিফিকেট দেনাদারকে সম্পত্তি বন্ধক, ইজারা বা বিক্রয় করিবার কর্তৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত সনদ
(বিধি ৬৬ দ্রষ্টব্য)

যেহেতু সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ _____ এর কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট দেনাদার জনাব _____ এর নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে _____ তারিখ একখানি আদেশ জারি হয়, পরবর্তীতে উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত, বন্ধক, ইজারা, অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে উক্ত সম্পদ সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় করিয়া সার্টিফিকেট দেনা পরিশোধের জন্য অর্থ সংকুলানে তাহাকে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, উল্লিখিত বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে;

সেহেতু এতদ্দ্বারা সত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদারকে এই সনদের মাধ্যমে এই আদেশ প্রদানের _____ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত বন্ধক, ইজারা, বা বিক্রয়ের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে; তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বন্ধক, ইজারা বা নিলামে পরিশোধযোগ্য সকল অর্থ সার্টিফিকেট দেনাদারের পরিবর্তে এই আদালতে পরিশোধ করিতে হইবে।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ নোটিশটি জারি করা হইল।

সম্পত্তির বিবরণ:

_____
_____
_____

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২৮
নিলামে সম্পত্তি বিক্রয়ের সনদ
(বিধি ৭৪ দ্রষ্টব্য)

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সার্টিফিকেট নং_____ তারিখ_____ এর কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে _____ তারিখে _____ এর নিলাম বিক্রয়ে অনুষ্ঠিত নিলাম অনুষ্ঠানে জনাব _____ কে প্রত্যয়নকৃত ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং উক্ত বিক্রয় আমার দ্বারা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ সনদটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

_____

ফরম-২৯
নিলাম ক্রয়কারীকে ভূমি দখলদানের আদেশ
(বিধি ৭৫ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক: _____

_____

যেহেতু সার্টিফিকেট নং _____ তারিখ _____ এর কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয়ে জনাব _____ কে প্রত্যয়নকৃত ক্রেতা ঘোষণা করা হইয়াছে;

সেহেতু এতদ্দ্বারা উক্ত প্রত্যয়নকৃত ক্রেতা _____কে উক্ত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ প্রদান করা হইল।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ সনদটি জারি করা হইল।

_____
সার্টিফিকেট অফিসার

ফরম-৩০

কেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নোটিশ

(বিধি ৭৭ দ্রষ্টব্য)

প্রাপক:_____

_____

যেহেতু সার্টিফিকেট নং _____তারিখ _____ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, আপনাকে সশরীরে গ্রেফতার ও আটক করিবার জন্য জনাব _____ আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন;

সেহেতু আপনাকে _____তারিখে সশরীরে আমার সম্মুখে হাজির হইয়া এই মর্মে কারণ দর্শাইতে হইবে যে, কেন আপনাকে উক্ত সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার জন্য দেওয়ানি আদালতে সোপর্দ করা হইবে না।

আদালতের সিলমোহর সমেত _____ তারিখ সনদটি জারি করা হইল।

_____

সার্টিফিকেট অফিসার